১৭

ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিকরণঃ উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের উপর একটি ঘটনা সমীক্ষা

হীরালাল বালা
মঃ আফতাবউদ্দীন খান
জিতেশ রঞ্জন দেব
আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা।

1987-1988

ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিকরণ :
উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের উপর একটি ঘটনা সমীক্ষা

হীরালাল বালা
মঃ আফতাবউদ্দীন খান
সিতেশ রঞ্জন দেব
আ,ক,ম, মাহবুবুজ্জামান

1987-1988

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা।

সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ ইং

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২ সালে "ফৌজদারী কার্যবিধি (২য় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, প্রবর্তনের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী আদালত স্থাপন করে এদেশের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন সূচীত করেন। প্রতি উপজেলায় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা সম্পন্ন একজন করে প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে সার্বক্ষনিকভাবে বিচার কার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ করা হয়। মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিচার কার্যের ও তদন্তের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার কার্য সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কতিপয় বিধি-বিধান ও সংযোজিত হয়। গ্রাম-বাংলার জনগণের দোরগোড়ায় বিচার পরিচালনা ও নিষ্পত্তির সুযোগ সৃষ্টির ফলে একদিকে যেমন বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য হয়েছে, অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ে মামলা রুজু করার প্রবনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তদনু ও বিচার কার্য পরিচালনার নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়ার ফলে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত হয়েছে, তবে বিচারের ক্ষেত্রে গুণগত মান কিছুটা ক্ষুন্ন হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে আদালত প্রতিষ্ঠার ফলে গ্রামীণ জনগণ উপকৃত হয়েছেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অসুবিধারও সম্মুখীন হচ্ছেন। বর্তমান ঘটনা সমীক্ষাটিতে ফৌজদারী আইনের সাম্প্রতিক সংশোধনী সমূহের কার্যকারিতা ও ফলপ্রসূতা, উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী মামলার প্রকৃতি ও নিষ্পত্তির হার এবং সাম্প্রতিক সংশোধনীর ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ পর্যালোচিত হয়েছে।

যে সকল উত্তরদাতা তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করে সমীক্ষা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বিশেষ সহায়তা করেছেন তাঁদেরকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ঘটনা-সমীক্ষা প্রকল্পের মূল্যায়ন কমিটির আহ্বায়ক ডঃ মহীউদ্দীন খান আলমগীর, সদস্য গাজী শামসুর রহমান ও জেড,এ, শামসুল হক তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে প্রতিবেদনটিকে মার্জিত ও সুবিন্যস্ত করতে সহায়তা করেছেন। এ জন্য তাঁদের প্রতি আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। উপজেলা-উত্তর ও উপজেলা-পূর্ব তিন বৎসরের ৩২টি জেলার তথ্য সংগ্রহের সময় মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

নমুনা উপজেলা-সংশ্লিষ্ট ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার-জেলা প্রশাসকগণ এবং নমুনা উপজেলার নির্বাহী অফিসার, উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ঘটনা সমীক্ষাটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। সেজন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জেলা ও উপজেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

তারিখ: ১৭-১-৮৯ ইং

হীরালাল বালা
মু, আফতাবউদ্দীন খান
সিতেশ রঞ্জন দেব
আ ক ম মাহবুবুজ্জামান

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
ভূমিকা	১
ঘটনা সমীক্ষার গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা	২
ঘটনা সমীক্ষার পরিধি	৩
ঘটনা সমীক্ষার উদ্দেশ্যাবলী	৪
গবেষণা পদ্ধতি	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	
ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা: ঐতিহাসিক বিবর্তন	৮
ফৌজদারী কার্যবিধির সাম্প্রতিক সংশোধণী ও উদ্দেশ্যসমূহ	২০
তৃতীয় অধ্যায়	
ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিকরণে সাম্প্রতিক সংশোধণী সমূহের কার্যকারিতা	২৯
উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় অনুভূত প্রতিবন্ধকসমূহ	২৯
সংশোধণী-উত্তর ও সংশোধণী-পূর্ব অবস্থায় ফৌজদারী মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির প্রবনতা	৫৭
ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আনুসঙ্গিক প্রসঙ্গ	৬৬
চতুর্থ অধ্যায়	
উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী আদালত স্থাপনোত্তর অনুভূত সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ	৭৭
পঞ্চম অধ্যায়	
ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের অভিমত ও সুপারিশ	৮৬
উপসংহার	৯৩
গ্রন্থপঞ্জী	৯৫
পরিশিষ্ট	৯৬

সারণী তালিকা

সারণী নং	শীর্ষনাম	পৃষ্ঠা
১	বিচার ও তদন্তের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা	৩২
২	উপজেলা আদালতে ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিতে অনুভূত প্রতিবন্ধক সমূহ(জি,আর,মামলা)	৩৬
৩	উপজেলা আদালতে ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিতে অনুভূত প্রতিবন্ধক সমূহ(সি,আর,মামলা)	৪১
৪।	উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট থেকে যথা সময়ে সমন/ওয়ারেন্ট/পি রক্ত এ/ডব্লিউ ডব্লিউ জারী হওয়া সম্পর্কিত মতামত	৪৪
৫	যথা সময়ে প্রসেস জারী না হয়ে আসার কারণ সমূহ	৪৫
৬	জি,আর,মামলার সাক্ষীগণ যথাসময়ে সাক্ষ্যবিলের টাকা পান কিনা	৪৭
৭	সাক্ষ্যবিলের টাকা প্রাপ্তিতে বিলম্বের কারণ	৪৭
৮	সাক্ষ্যবিলের টাকা যথা সময়ে না পাওয়া সাক্ষীদের অনুপস্থিতির অন্যতম কারণ কিনা	৪৯
৯	উপজেলা আদালতে মামলার নির্দিষ্ট দিনে আনীত সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পর্কে মতামত	৪৯
১০	মামলা পরিচালনায় বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিস্বর্গের অনুপস্থিতির কারণে মুলতবী (সংশোধণী-উত্তর)	৫১
১১	মামলা পরিচালনায় বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিস্বর্গের অনুপস্থিতির কারণে মুলতবী (সংশোধণী-পূর্ব)	৫২
১২	১৯৮৭ সালে ৫২৮ ধারার দরখাস্ত মূলে স্থানান্তরিত মামলার সংখ্যা	৫৫
১৩	৬ বছরের মোট দায়ের ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা(২টি মহকুমার)	৬০
১৪	৩২ টি জেলার ৬ বছরের মোট দায়ের ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৬১
১৫	১৯৮৭ সালে ৪টি উপজেলায় দায়ের ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৬২
১৬	১৯৮৭ সালে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা, প্রকৃতি ও নিষ্পত্তির হার	৬৩

সারণী নং	শীর্ষনাম	পৃষ্ঠা
১৭	সাম্প্রতিক সংশোধণীর ফলে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করণের ক্ষেত্রে মতামত	৬৫
১৮	মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করণের উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিক সংশোধণী সমূহের ফলে বিচারের গুণগত মান হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মতামত	৬৭
১৯	উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের আইন/মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি	৬৯
২০।	উপজেলা আদালতে বিচার কার্যের সময়সীমা নির্দিষ্ট করার ফলে মামলা খারিজের পরিমান	৭১
২১	উপজেলা আদালতে বিচার কার্যের সময়সীমা নির্দিষ্ট করার ফলে আসামী রিলিজের পরিমান	৭১
২২	সাম্প্রতিক সময়সীমা নির্ধারণের ফলে তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক তদন্ত বন্ধের সংখ্যা	৭২
২৩	তদন্ত সমাপ্তির সময়সীমা নির্ধারণের ফলে সৃষ্ট সুবিধাদি	৭৩
২৪	তদন্ত সমাপ্তির সময়সীমা নির্ধারণের ফলে সৃষ্ট অসুবিধা	৭৪
২৫	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উপজেলা আদালত পরিদর্শন করেন কিনা	৭৫
২৬	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপজেলা আদালত পরিদর্শন	৭৫
২৭	উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে অনুভূত সুবিধাদি	৭৭
২৮	উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে অনুভূত অসুবিধা সমূহ	৮১
২৯	উপজেলা আদালতে অভিজ্ঞ আইনজীবী প্রাপ্তি সম্পর্কে বাদী-বিবাদীদের মতামত	৮৪
৩০	মহকুমা আদালতের তুলনায় উপজেলা আদালতে মামলা পরিচালনার ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে আইনজীবীদের মতামত	৮৫
৩১	মহকুমা আদালতের তুলনায় উপজেলা আদালতে আইনজীবীদের ফি সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত	৮৫

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

"ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিকরণ: উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের উপর একটি ঘটনা সমীক্ষা" শীর্ষক ঘটনা সমীক্ষাটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, উভয় প্রকার উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশের ৪টি উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (শ্রীমংগল, ভালুকা, মুকসুদপুর ও শিবগঞ্জ) ও ১টি জেলা আদালতের (গাজীপুর) নথিপত্র পর্যালোচনা ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং ৩২টি জেলার উপজেলা-পূর্ব তিন বৎসর (১৯৮০, ১৯৮১, ও ১৯৮২) এবং উপজেলা-উত্তর তিন বৎসরে (১৯৮৫, ১৯৮৬ ও ১৯৮৭) দায়ের ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার হার পর্যালোচনা পূর্বক গৃহীত তথ্যাদি এ সমীক্ষার মাধ্যমিক তথ্য। নির্ধারিত প্রশ্নপত্রে গৃহীত ৬৮ জন উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ২০ জন আইনজীবী, ৪ জন কোর্ট সাবইন্সপেক্টর, ১২ জন তদন্তকারী কর্মকর্তা, ৩২ জন বাদী-বিবাদী, ৪০ জন বিশিষ্ট নাগরিক, ৪ জন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ৪ জন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও ৪ জন জেলা ও দায়রা জজের সাক্ষাৎকার এ সমীক্ষার প্রাথমিক তথ্য।

২১শে আগষ্ট, ১৯৮২ সালে জারীকৃত ফৌজদারী কার্যবিধি (২য় সংশোধনী) অধ্যাদেশ ১৯৮২ (অধ্যাদেশ নং XXIV, ১৯৮২) বলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের ফৌজদারী কার্য ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করেছেন। উক্ত অধ্যাদেশ বলে উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী আদালত স্থাপন ও প্রতি উপজেলায় মহকুমা হাকিমের ক্ষমতা সম্পন্ন একজন করে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ, দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে তদন্ত ও বিচার কার্যের সময়সীমা নির্ধারণ, প্রতি জেলায় সার্বক্ষণিক বিচার কার্য পরিচালনার্থে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ এবং ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার পদ্ধতিগত কতিপয় সংশোধনী কার্যকর করা হয়েছে। পরবর্তীকালে ফৌজদারী কার্যবিধির পর পর ৪টি সংশোধনী অধ্যাদেশ জারী করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং মামলায় দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা উপরোক্ত সংশোধনী সমূহের মূল উদ্দেশ্য। সমীক্ষায় উপজেলা-পূর্ব এবং উপজেলা-উত্তর তিন বৎসরে ফৌজদারী মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির প্রবণতা, সংশোধনী উত্তর জনগণের সুবিধা-অসুবিধা সমূহ এবং ফৌজদারী মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করণের ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে অনুভূত প্রতিবন্ধক সমূহ চিহ্নিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

৩২ টি জেলার প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় উপজেলা-পূর্ব ৩ বছরের তুলনায় উপজেলা-উত্তর ৩ বছরে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা শতকরা ২৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। জিআর মামলা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১৭ ভাগ, সিআর মামলা শতকরা ৮ ভাগ এবং অন্যান্য মামলা শতকরা ৪২ ভাগ। সংখ্যার দিক থেকে মামলার নিষ্পত্তি পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও মামলা নিষ্পত্তির হার বর্তমানে হ্রাস পেয়েছে। পূর্বে মামলা নিষ্পত্তির বার্ষিক হার ছিল শতকরা ৮৬ ভাগ, বর্তমানে তা শতকরা ৭৮ ভাগে নেমে এসেছে। ১৯৮৬ সালের ২৭শে মার্চ তারিখে জারিকৃত ফৌজদারী কার্যবিধি(সংশোধনী) অধ্যাদেশ বলে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার কার্যের সময়সীমা ১৫০টি কার্য দিবসে এবং দায়রা জজ কর্তৃক ২৭০টি কার্যদিবসে বর্ধিত করার পর থেকে মামলা নিষ্পত্তির হার দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে অধিক সংখ্যক উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও তদনুকারী কর্মকর্তার দৃষ্টিতে বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য হয়েছে এবং অধিক সংখ্যক আইনজীবী ও বিশিষ্ট নাগরিকের দৃষ্টিতে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হচ্ছে। অপরদিকে উপরোক্ত ৪ শ্রেণীর অধিক সংখ্যক উত্তর দাতাই স্বীকার করেন যে, উপজেলা পর্যায়ে আদালত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মামলা রুজু করার প্রবনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া অধিকাংশ উত্তর দাতা মনে করেন উপজেলা পর্যায়ে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি হয় নি, আদালতে জনগণের হয়রানী কমেনি এবং পূর্বের তুলনায় মামলা পরিচালনার ব্যয় হ্রাস পায়নি।

ফৌজদারী কার্যবিধির সাম্প্রতিক সংশোধনী সমূহের ফলে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে গিয়ে বিচারের গুণগত মান 'মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে' বলে অধিক সংখ্যক উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশিষ্ট নাগরিক এবং আইনজীবীদের দৃষ্টিতে বিচারের গুণগত মান পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে শতকরা ৮৯ ভাগ মামলার বিচার নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে সম্পন্ন হচ্ছে। সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে গড়ে শতকরা ১১ ভাগ মামলায় আসামী অব্যাহতি পাচ্ছে। তবে কোন ক্ষেত্রেই সময়সীমা অতিক্রমের কারণে তদন্ত বন্ধ করতে হয়নি।

জি,আর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অধিকাংশ উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও আইনজীবীর দৃষ্টিতে অন্যতম প্রতিবন্ধক হচ্ছে সাক্ষীদের অনুপস্থিতি। এছাড়া 'প্রসেস জারীতে বিলম্ব' এবং 'ম্যাজিস্ট্রেটদের অন্যান্য দায়িত্বে ব্যস্ততা' বিশেষ প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সি,আর মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রসেস জারীতে বিলম্ব, ম্যাজিস্ট্রেটদের অন্যান্য দায়িত্বে ব্যস্ততা এবং বাদীর সময় প্রার্থনা উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শতকরা ৮৮ ভাগ উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বক্তব্য অনুযায়ী যথা সময়ে প্রসেস জারী হয়না এবং এ ব্যাপারে স্থানীয় পুলিশ/থানা কর্তৃপক্ষের আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালনের ঘাটতি রয়েছে। জি,আর মামলায় শতকরা ৫০ ভাগ সাক্ষী যথা সময়ে সাক্ষ্য বিলের টাকা পাননা। এছাড়া ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যস্ততার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট দিনে আনীত সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয়না। ফলে পরবর্তী তারিখে বাদী কর্তৃক আদালতে সাক্ষী হাজির করানো কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। ঘটনা সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে আদালতে সাক্ষীদের অনুপস্থিত থাকার প্রবনতা প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফৌজদারী মামলা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তিতে অনুভূত অন্যান্য পদ্ধতিগত প্রতিবন্ধক হচ্ছে,

- সময়সীমা গণনার জটিলতা। সাধারণতঃ সরকারী ছুটির দিন বাদ দিয়ে কার্যদিবস গণনা করার কথা। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ঐচ্ছিক ছুটিতে থাকলে বন্যা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কার্য দিবস হওয়া সত্ত্বেও অফিস-আদালত খোলা রাখা সম্ভব না হলে, কার্যবিধির ৫২৮ ধারার শুনানীর জন্য অথবা জামিন সংক্রান্ত বিষয়ে মামলার রেকর্ড উর্ধ্বতন আদালতে তলব করে নিয়ে গেলে, ম্যাজিস্ট্রেটের বদলী বা প্রশিক্ষণ বা অন্য কোন প্রয়োজনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মামলা বদলী ইত্যাদি বিষয়ে ব্যয়িত দিনগুলো সময়সীমা গণনা থেকে বাদ যাবে কিনা সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক নির্দেশ না থাকায় মামলার নিষ্পত্তি বিলম্বিত হচ্ছে।
- জি,আর মামলায় তদন্তের সময়সীমা বেঁধে দেয়া হলেও মামলা প্রস্তুতকরণ জনিত অন্যান্য প্রক্রিয়া যথা-প্রসেস জারী, বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট প্রদান, পত্রিকা ও গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়ে নির্ধারিত সময়সীমা না থাকায় মামলা বিচারের জন্য প্রস্তুত করতে যথেষ্ট সময় ব্যয় হচ্ছে।

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পরিদর্শিত হয়ে থাকে বলে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের শতকরা ৯৫ ভাগ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে ১৯৮৭ সালের তথ্য নিয়ে দেখা যায় শতকরা ৭০ ভাগ দায়রা জজ, ২১ ভাগ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও ২১ ভাগ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট উপজেলা আদালত একবারও পরিদর্শন করেননি বা করতে পারেননি।

উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলো নিম্নরূপ :

- উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে শুধুমাত্র বিচারকার্যে নিয়োজিত রাখতে হবে।
- পুলিশ বিভাগকে পূর্ণরূপে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণাধীন করতে হবে।
- থানা কর্তৃক ওয়ারেন্ট এবং পি,এন্ড,এ জারীর সময়সীমা নির্ধারিত করতে হবে।
- পলাতক আসামীর ক্ষেত্রে পত্রিকা ও গেজেট বিজ্ঞপ্তির জটিলতা দূর করতে হবে।
- উপজেলা আদালতে বার কক্ষ ও লাইব্রেরী স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় আইন পুস্তক, গেজেট, জার্নাল ইত্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথক রাখতে হবে।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি পূর্বশর্ত হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন। সে জন্য প্রয়োজন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। সুষ্ঠু প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার উপরই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশে বর্তমান পদ্ধতিতে বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটেছিল বৃটিশ শাসনামলে। বাংলার শাসনভার বৃটিশের হস্তগত হওয়ার পর তারাই সর্বপ্রথম নিজেদের স্বার্থে এ দেশে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত স্থাপন করেছিল। বৃটিশ শাসন আমল থেকেই এ দেশে ফৌজদারী ও দেওয়ানী এই দু'ধরণের বিচার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা ফৌজদারী কার্যবিধি-১৮৯৮ অনুসারে পরিচালিত হয়। দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থায় দেওয়ানী কার্যবিধি-১৯০৮ অনুসরণ করা হয়। গ্রাম্য আদালত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার তৃণমূলে অবস্থিত। গ্রাম্য আদালতে বাংলাদেশ দন্ড বিধির কতিপয় ধারার ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার বিধান আছে। গ্রাম্য আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৭৬, এ তালিকাভুক্ত অপরাধের মামলাগুলোর বিচার ফৌজদারী আদালতের আওতা বহির্ভূত।

ফৌজদারী কার্যবিধি-১৮৯৮ অনুসারে বাংলাদেশে চার প্রকারের 'ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত' বিদ্যমান; যথা মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত, প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত, দ্বিতীয় শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত এবং তৃতীয় শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত। দেশের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতগুলো প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রশাসন ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে থানাগুলোকে উপজেলায় উন্নীত করে সেখানে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত স্থাপন করেছেন।[১] এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বিচার ব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া এবং মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি সাধন করা।

---

1. The Local Government(Upazila Administration and Upazila Reorganization) Ordinance, 1982.

এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক উপজেলায় উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদ সৃষ্টি করে সেখানে একজন প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রাক্তন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের যাবতীয় ক্ষমতা সম্পন্ন একজন বিচারক। তাছাড়া দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সম্পন্ন একজন সহকারী কমিশনারও উপজেলায় কর্মরত রয়েছেন। উপজেলা পর্যায়ে বিচার ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের পর ফৌজদারী মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে ফৌজদারী কার্যবিধির পদ্ধতিগত সংশোধনী আনা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত মোট ৫টি সংশোধনী কার্যকর করা হয়েছে।

ঘটনা সমীক্ষার গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা

উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্থাপন দেশের গোটা সমাজ ব্যবস্থায় ও প্রশাসন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ও পরিবর্তন সাধন করেছে। তবে শুধুমাত্র একটা ব্যবস্থা চালু করলেই তার মাধ্যমে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়না। সেজন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তির যাঁরা উক্ত ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে কার্যকরী করতে পারেন। বিচারের বাণী যাতে নীরবে নিভৃতে না কাঁদে, তার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা কায়েম, আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও দক্ষ বিচারক নিয়োগ। উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী জজদেরকে নিজেদের প্রস্তুতি ও যথার্থ ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে হবে। আর সেই সংগে কার্যকরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য অনুশীলন ও সময়ের প্রয়োজন ; জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী জজ দ্বারা উপজেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত বিচার ব্যবস্থার সুফল জনগণের নিকট পৌঁছে দেয়া সম্ভব।

উপজেলায় কার্যরত দু'প্রকার বিচার আদালতের (ফৌজদারী ও দেওয়ানী) মধ্যে বর্তমান ঘটনা সমীক্ষাটি শুধুমাত্র ফৌজদারী আদালত ও বিচার ব্যবস্থায় সীমিত রাখা হয়েছে। ফৌজদারী কার্যবিধির সাম্প্রতিক সংশোধনী সমূহের কার্যকারিতা, উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী আদালত স্থাপনোত্তর সুবিধা ও অসুবিধা পর্যালোচনা, মামলা নিষ্পত্তিকরণে অনুভূত প্রতিবন্ধক সমূহ চিহ্নিতকরণ, পদ্ধতিগত জটিলতা বিশ্লেষণ, আরও সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা

নির্ণয়, বিচার প্রাপ্তির সহজলভ্যতা, প্রভৃতি বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য উপজেলা ফৌজদারী আদালতের বাস্তব অবস্থা অনুধাবনে সংশ্লিষ্ট সকলকে সহায়তা করবে। প্রাপ্ত তথ্যাদি ঘটনা সমীক্ষা আকারে ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হলে ম্যাজিস্ট্রেটগণ বাস্তব ঘটনার আলোকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন এবং তাঁদের নিজেদের সবল ও দুর্বল দিকগুলো সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্যকভাবে অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করবেন। উপরন্তু এই গবেষণা কর্মের প্রাপ্ত ফলাফল অনুসরণ করে সরকার উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে যে সকল সমস্যা রয়েছে তা সমাধান করার একটা দিক নির্দেশনা পাবেন এবং তা সরকারের পক্ষে এ সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণে সহায়ক হবে।

ঘটনা সমীক্ষার পরিধি

ফৌজদারী কার্যবিধির ২নং সিডিউলে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ আছে কোন্ কোন্ ধারার মামলা কোন আদালত কর্তৃক বিচার্য্য। সেই অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং দায়রা জজ আদালতে ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। বিভিন্ন আদালতে মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপকতা বিবেচনা করে বর্তমান গবেষণা প্রকল্পের পরিধি একটি কার্যকরী ঘটনা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের সুবিধার্থে এবং অধিকতর সুনির্দিষ্টকরণের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়ার উপর সীমিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তদানুসারে বর্তমান ঘটনা সমীক্ষার ব্যবহারিক নাম **'Disposal of Criminal Cases: A Case Study on Upazila Magistracy'** রাখা হয়েছে।

সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত মোট ৪৬০টি উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এ গবেষণা প্রকল্পের লক্ষ্যবস্তু। কেইস স্টাডি পদ্ধতিতে দেশের ৪টি উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সরেজমিনে প্রত্যক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে এই ঘটনা সমীক্ষা প্রকল্পটি পরিচালিত হয়েছে।

ঘটনা সমীক্ষার উদ্দেশ্যাবলী

১। ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিতে আইনের সাম্প্রতিক সংশোধনী সমূহের কার্যকারিতা নিরূপণ।

২। উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অনুভূত প্রতিবন্ধক সমূহ নির্ণয়করণ।

৩। সাম্প্রতিক সংশোধনী জারীর পূর্বে ও পরে বাংলাদেশে ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তির প্রকৃতি নির্ণয়।

৪। উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্থাপনের ফলে অনুভূত সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ চিহ্নিতকরণ।

৫। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার সংগে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ ও বিশিষ্ট নাগরিকদের অভিমত পর্যালোচনা।

গবেষণা পদ্ধতি

'কেইস স্টাডি' পদ্ধতিতে বর্তমান প্রকল্পটি পরিচালিত হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সৃষ্টির ফলে সৃষ্ট সুবিধা-অসুবিধা, মামলা নিষ্পত্তিকরণে ব্যয়িত সময়কাল, সাম্প্রতিক সংশোধনী সমূহের কার্যকারিতা, নিষ্পত্তিকরণে বিলম্বের কারণ, ফৌজদারী মামলার গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় প্রভৃতি বিষয় পর্যবেক্ষণ, নথি পর্যালোচনা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, উভয় প্রকার উৎস থেকেই উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে বাংলাদেশের ৪টি উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কার্যক্রম পর্যবেক্ষন এবং ৬৪ জন উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষাৎকার গ্রহণ সহ মোট ৯ শ্রেণীর উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ অন্যতম। মাধ্যমিক উৎস হিসেবে ৪টি উপজেলা ও ১টি জেলা আদালতের মোট ১৬টি ফৌজদারী মামলার নথি পর্যালোচনা, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত ৩২টি জেলার ৬ বছরের (উপজেলা সৃষ্টির ৩ বছর পূর্বের ও ৩ বছর পরের) দায়ের ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা বিশ্লেষণ, সাম্প্রতিক সংশোধনী সমূহ পর্যালোচনা এবং ফৌজদারী মামলা বিষয়ক পত্র-পত্রিকা, নিবন্ধ ও পুস্তকাদি পর্যালোচনা অন্যতম।

<u>নমুনা এলাকা নির্বাচন</u>: এই সমীক্ষা পরিচালনায় বাংলাদেশের ৪টি জেলার ৪টি উপজেলাকে নমুনা এলাকা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ৪টি উপজেলা নির্বাচনে মূলতঃ 'ইচ্ছা মাফিক নমুনায়ণ' (Purposive sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্য পালন করা হয়, তা হলো: যোগাযোগ, ভৌত কাঠামো ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিক থেকে উন্নত ও অনুন্নত (তুলনামূলক) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে ২টি উন্নত ও ২টি অনুন্নত উপজেলা নির্বাচন করা হয়। ময়মনসিংহের ভালুকা এবং মৌলভীবাজারের শ্রীমংগল উপজেলাকে উন্নত উপজেলা হিসেবে এবং গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলাকে তুলনামূলকভাবে অনুন্নত উপজেলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই ৪টি উপজেলার সংশ্লিষ্ট জেলা সমূহ থেকেও তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

উত্তরদাতার শ্রেণী ও সংখ্যা

সমীক্ষাটির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নার্থে মোট ৯ শ্রেণীর ১৮৪ জন উত্তরদাতা নির্বাচিত করা হয়। নিম্নে উত্তর দাতার শ্রেণী ও সংখ্যা উল্লেখ করা হলো:

	উত্তরদাতা	সংখ্যা
১।	উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট	
	ক) ৪টি নমুনা উপজেলার ম্যাজিস্ট্রেট	৪ জন
	খ) বিপিএটিসি'তে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেট	৬০ "
২।	আইনজীবী (৪ উপজেলা x ৫)	২০ "
৩।	কোর্ট সাব ইনস্পেকটর (৪ উপজেলা x ১)	৪ "
৪।	তদন্তকারী কর্মকর্তা (৪ উপজেলা x ৩)	১২ "
৫।	বাদী ও বিবাদী (৪ উপজেলা x ৮)	৩২ "
৬।	বিশিষ্ট নাগরিক (৪ উপজেলা x ১০)	৪০ "
৭।	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (৪ উপজেলা x ১)	৪ "
৮।	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (৪ উপজেলা x ১).	৪ "
৯।	জেলা ও দায়রা জজ (৪ উপজেলা x ১)	৪ "
	মোট =	১৮৪ জন

উপাত্ত সংগ্রাহক

এই গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক, যুগ্ম পরিচালক ও ২ জন গবেষণা সহযোগীর প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে ২ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রাহক ৪টি উপজেলা ও সংশ্লিষ্ট ৩ টি জেলা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। গাজীপুর কালেক্টরেট থেকে উপজেলা সৃষ্টির পূর্বের ফৌজদারী মামলার নথি পর্যালোচনা পূর্বক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাত্ত এবং মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে ৩২টি জেলার বার্ষিক ফৌজদারী মামলার সংখ্যা ও প্রকৃতি ১ জন গবেষণা সহযোগীর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে।

উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যম

উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে প্রধানতঃ বাংলা ভাষায় ১ প্রকার প্রশ্নমালা ১ শ্রেণীর উত্তরদাতার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল। এছাড়া সাক্ষাৎকার গ্রহণ, পর্যবেক্ষণ ও নথিপত্র বিশ্লেষণ উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ/বিন্যাস

২জন সারণীকারক প্রাপ্ত সকল উপাত্ত শ্রেণী ও সারণীবদ্ধ করেছেন। একমুখী ও দ্বিমুখী সারণী ব্যবহার সহ শতকরা হার, গড়, প্রভৃতি পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে ।

উপাত্ত বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

ঘটনা সমীক্ষা প্রকল্পের পরিচালক, যুগ্ম পরিচালক ও ২জন গবেষণা সহযোগী উপাত্ত বিশ্লেষণ সমাধা করেছেন। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, পুস্তক, সার্কুলার সহ মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার দায়ের ও নিষ্পত্তিকৃত ফৌজদারী মামলার সংখ্যা ও গতি প্রকৃতি পর্যালোচনা পূর্বক সন্নিবেশিত করা হয়েছে ।

সীমাবদ্ধতা

ক) ১৯৮০ সাল থেকে উপজেলা পদ্ধতির প্রবর্তন এবং মহকুমা সমূহকে জেলায় উন্নীত-করণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় পরবর্তীকালীন ফৌজদারী মামলার তথ্য প্রাপ্তি সম্ভব হলেও পূর্ববর্তীকালীন তথ্যাদি পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮২ পূর্ব ফৌজদারী মামলার তথ্য খুব কম সংখ্যক নতুন জেলায় পাওয়া গেছে ।

খ) মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিদর্শক (পুলিশ) এর দপ্তরে সমগ্র বাংলাদেশের প্রতি বছরের দায়ের ও নিষ্পত্তিকৃত ফৌজদারী মামলার তালিকা প্রেরণের নির্দেশ প্রতিটি জেলার উপর বলবৎ থাকলেও তা পূর্ণাংগভাবে কার্যকরী হয়না। ফলে ঐ ৩টি দপ্তর থেকে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। পরে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে জেলা সমূহ থেকে ৬ বছরের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা : ঐতিহাসিক বিবর্তন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে "ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইবুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকারী হইবেন"।[২] সংবিধানে আরও বলা হয়েছে, "আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবেনা, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে"।[৩] আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধানে এধরনের বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু সমাজ জীবনের আদিতে এ অবস্থা কল্পনাও করা যেতনা। মানুষ সামাজিক জীব। নানা কারণে সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ সমাজ-বদ্ধ জীবন যাপন করতে থাকলেও আদিম অবস্থায় রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেনি। সমাজ জীবনের সূচনায় ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণই ছিল অপরাধের শাস্তি। ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণ অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত ও অন্যান্য পরিবার বা গোষ্ঠির মধ্যে রক্তক্ষয়ী বৈরিতায় পরিণত হতো। এর ফলে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটত ও প্রচুর সম্পদ নষ্ট হতো। জান ও মালের এ ধরনের ব্যাপক ক্ষতি রোধকল্পে সমাজ ধীরে ধীরে বিচারের আয়োজন ও অপরাধীকে আনুষ্ঠানিক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে শুরু করল, যাতে করে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণের অবকাশ না থাকে।

পরবর্তীকালে বিরোধ মেটানো ও অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। অন্যায়কারীকে তার অন্যায়ের অনুপাতে শাস্তি প্রদানের

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ- ৩৫(৩), পৃঃ ১২।
৩। ঐ, অনুচ্ছেদ- ৩১, পৃঃ ১০।

মাধ্যমে দেবতার ক্ষোভ প্রশমিত হয় বলে বিশ্বাস করা হতো। সম্ভবতঃ এথেকেই শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে "চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত" এ নীতির উৎপত্তি হয়। অবশেষে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিশোধ গ্রহণের বা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

জগতে যতদিন থেকে মানুষ আছে, ততদিন থেকে কোন না কোন ধরনের সমাজ আছে। তাই প্রকৃতি রাষ্ট্র বলতে সমাজের অনুপস্থিতি বুঝায়না বরং রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত রাষ্ট্রের অনুপস্থিতি বুঝায়।[8] মানুষ নিজ নিজ স্বার্থ বা প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। সাধারণ যুক্তির অনুপস্থিতি হেতু সাধারণ শক্তি প্রয়োগ করতে হয়।[৫]

হবসের মতে মানুষ স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। একটি মানুষকে সংযত রাখার জন্য একটি সাধারণ ক্ষমতার দরকার। এছাড়া সভ্যতা সম্ভব নয়, অবিচার হবে অপ্রতিরোধ্য ও সর্বজয়ী, মানুষের জীবন হয়ে যাবে নিঃসংগ, নিঃস্ব, হঠকারী, পাশবিক ও ক্ষনস্থায়ী। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে বিচার প্রশাসনের মাধ্যমে পেশী শক্তির প্রয়োগ হ্রাস পাবে। কিন্তু আইনানুগ শক্তির শাসনের কোন বিকল্প নেই। মানুষের প্রবৃত্তি মানুষকে স্বার্থ রক্ষার জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করতে প্ররোচিত করে। এমনকি শক্তি প্রয়োগেও কুন্ঠিত হয়না। তাই ব্যক্তিগত শক্তিকে দমন করার একমাত্র উপায় হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। জনমত বা জাতীয় বিবেক আইনের পরিপূরক কিন্তু বিকল্প নয়।[৬]

৪। "এ্যান ইনট্রোডাকশন টু জুরিসপ্রুডেন্স", ডঃ হামিদ উদ্দিন খান, পৃঃ ৭২।
৫। -ঐ- পৃঃ - ৭১।
৬। -ঐ- পৃঃ - ৭১।

মানুষ যেখানে ব্যক্তি স্বার্থ এবং প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত, সেখানে সমাজ শুধু রাষ্ট্রের ছায়ায় টিকে থাকতে পারে। রাষ্ট্রীয় আইন ও বিচার, শান্তি, শৃংখলা ও সভ্যতার পূর্বশর্ত। "বিচার বিভাগ সরকারের অন্যতম অপরিহার্য বিভাগ। রাষ্ট্রের উৎপত্তিকাল হইতে সব দেশেই কোন না কোন আকারে ইহার অস্তিত্ব আছে। ইসলামী রাষ্ট্র সমূহে প্রথম হইতেই সুগঠিত কাজীর আদালতে শরীয়ত অনুসারে বিচার হইত"।[৭]

একটি রাজনৈতিক সমাজে রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ন্যায়ের সংরক্ষণ ও অন্যায় দমন করে সুবিচার প্রতিষ্ঠাকে ন্যায় বিচার ব্যবস্থা বলে। প্রাচীনযুগের ব্যক্তি-গত প্রতিশোধ ও উগ্র আত্মরক্ষার আধুনিক ও সভ্য বিকল্প হল ন্যায় বিচার ব্যবস্থা। সমাজ বিকাশের উষা লগ্নে মানুষ নিজেই অন্যায় প্রতিরোধ করেছে, নিজ হাতে বা প্রয়োজনে আত্মীয় বা বন্ধুর সহায়তায় শত্রুর উপর প্রতিশোধ নিয়েছে। কিন্তু আজ রাষ্ট্রীয় তরবারী মানুষকে রক্ষা করে। ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা ব্যক্তিগত প্রতিশোধের স্থান দখল করেছে এবং দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থা উগ্র আত্মরক্ষার স্থলবর্তী হয়েছে। এ বিকল্প অর্জন ছিল কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয়ের পর রাষ্ট্র এই প্রাচীন বর্বর প্রথা দমনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং সমস্ত বিরোধ নিস্পত্তির জন্য আদালতের শরনাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।[৮]

আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। সংবিধান, আইন ও প্রচলিত রীতিনীতি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ এই বিভাগের কাজ।[৯]

৭। বাংলা বিশ্বকোষ (৩য় খন্ড), পৃঃ - ৪৪২।
৮। প্রাগুক্ত, ডঃ হামিদ উদ্দীন খান, পৃঃ - ৭১।
৯। বাংলা বিশ্বকোষ (৩য় খন্ড), পৃঃ - ৪৪২।

বিচার ব্যবস্থাকে সাধারণতঃ দুভাগে ভাগ করা হয়েছে :

(১) দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থা,

(২) ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা।

সংক্ষেপে বলা যায় যে কোন ক্ষতি দেওয়ানী বিচারের বিষয়বস্তু এবং দেওয়ানী মামলার মাধ্যমে বাদীর অধিকার প্রতিষ্ঠা দেওয়ানী বিচারের উদ্দেশ্য। এ মামলায় বাদী বিবাদীর বিরুদ্ধে অধিকার বা ক্ষতিপূরণ দাবী করে। আদালত বিবাদীকে তার একটি দায়িত্ব পালনে বাধ্য করার মাধ্যমে বাদীর অধিকার নিশ্চিত করেন বা বাদীর মামলা খারিজ করেন। অপরপক্ষে, ফৌজদারী বিচার দন্ডাশ্রয়ী। ফৌজদারী মামলার বিষয়বস্তু হচ্ছে এমন কাজ যাকে অপরাধ বলা হয়। অপরাধের শাস্তি বিধান ফৌজদারী বিচারের উদ্দেশ্য। ফৌজদারী মামলায় বাদী কোন অধিকার দাবী করেনা, সে এই মর্মে অভিযোগ করে যে আসামী একটি অপরাধ করেছে। আদালত এক্ষেত্রে আসামীকে কোন কর্তব্য পালনে বাধ্য করেনা, বরং অপরাধ প্রমাণিত হলে তাকে শাস্তি প্রদান করে।

ফৌজদারী আইন হল আইনের সে শাখা যে শাখায় অপরাধ সমূহের সংজ্ঞা দেয়া হয় এবং তজ্জন্য শাস্তি নির্ধারিত হয়। সাধারণতঃ রাষ্ট্রই অপরাধীকে খুঁজে বের করে বিচারের মাধ্যমে তার শাস্তি বিধান করে, কারণ অপরাধ বা এপাইমকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কাজ বলে ধরা হয়। সে কারণে সাধারণতঃ অপরাধীকে খুঁজে বের করা ব্যক্তি বিশেষের কাজ নয়, রাষ্ট্রেরই কর্তব্য।[১০]

আইন মোতাবেক বিচার বলতে বুঝায় অবস্থান বা 'স্টেটাস'। নির্বিশেষে সকলের জন্য একই আইন বা আইনগত পদ্ধতি প্রয়োগ।[১১] বর্তমানে বিচারক নিয়োগ করা হয়

১০। বাংলা বিশ্বকোষ (৩য় খন্ড), পৃঃ - ৩২৭।

১১। "জুরিসপ্রুডেন্স" ডঃ এস,এন, ধ্যানী, পৃঃ - ৭১।

আইন মোতাবেক সুবিচার করার জন্য, বিবেকের নির্দেশানুযায়ী নয়। বিচারক কর্তৃক বিবেক মোতাবেক শাস্তি প্রদান করাকে সুবিচার বলা চলেনা। কারণ, সুবিচারের দাবী হল একজন মানুষ প্রচলিত বিধি লংঘন ব্যতিরেকে শাস্তি পেতে পারে না। সালমন্ডের মতে সুবিচার ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রয়োগকৃত বিধানাবলীকে আইন বলে। তিনি আরও বলেন আদালত কর্তৃক প্রয়োগকৃত বিধি সমূহ হলো আইন"।[১২]

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সুবিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিচার ব্যবস্থা বর্তমান অবস্থায় আকস্মিকভাবে আসেনি। সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন পর্যায়ে এর বিবর্তন ঘটেছে।

প্রাচীন যুগের আইন

সুমিরীয় লিখিত আইন ব্যবস্থা লিখন পদ্ধতি আবিস্কারের সাথে সাথে শুরু হয় এবং মৃত্তিকা খন্ডের উপর আইন লিপিবদ্ধ করা হতো। মানুষের জানামতে এই আইনের দলিল খৃষ্ট জন্মের প্রায় ২৫০০ বছর আগে সৃষ্টি করা হয়েছিল।[১৩]

হাম্মুরাবী কোড – খৃষ্টের জন্মের প্রায় ১৭৫০ বৎসর পূর্বে পাথরের উপর খোদিত হাম্মুরাবী কোড ঐতিহাসিকভাবে তিন ভাগে বিভক্ত। ধর্মনিরপেক্ষ আইনের বিধান সম্বলিত এই সংহিতা (কোড) প্রতিশোধমূলক বিচার নীতির উপর প্রণীত।

১২। "জুরিসপ্রুডেন্স" ডঃ এস,এন, ধ্যানী, পৃঃ – ৭১।

১৩। 'এনসাইক্লোপেডিয়া অব এশাইম এন্ড জাষ্টিস', ২য় খন্ড, পৃঃ – ৫৪৭।

হিব্রু আইন - হিব্রু সমাজেই প্রথম শাসন বিভাগ থেকে বিচার ক্ষমতাকে আলাদা করা হয়। উক্ত সমাজে তিন ধরণের আদালত ছিল - (ক) ব্যক্তিগত বিরোধ ও আরও কিছু অপরাধের বিচারের জন্য তিন জন বিচারকের সমন্বয়ে একটি আদালত গঠিত হতো। (খ) তেইশ জন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত অপর একটি আদালত প্রধানত: ঐ সকল মামলা নিষ্পত্তি করতেন যেখানে আসামীর জীবন মরণ প্রশ্ন জড়িত। (গ) একাত্তর জন বিচারক নিয়ে গঠিত আদালত মন্দিরে বসত এবং আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ছিল এ আদালতের দায়িত্ব।

ভারত — খৃষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ থেকে নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতে 'মনুসংহিতা' নামে পরিচিত ধর্মভিত্তিক আইন ছিল। আসামী ও সাক্ষীগণের ভাব-ভংগি, কন্ঠস্বর ও চোখের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে তাদের হৃদয়ের অবস্থা নির্ণয় করা বিচারকগণের দায়িত্ব ছিল। মনুসংহিতাই সর্বপ্রথম বিচারের ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

চীন — প্রাচীন চীনের আইন ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, স্থানীয় অবস্থার সহিত সংগতিপূর্ণ এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবান্বিত। মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে সর্বোচ্চ বিচার সংগঠন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সম্রাটের অনুমোদনের প্রয়োজন হতো। অপরিণত বয়স্ক, দৈহিক বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী এবং বৃদ্ধদের লঘুদন্ডের বিধান ছিল এবং এ ব্যবস্থায় কনফুসীয় মানবতাবাদের প্রকাশ ঘটে ছিল।

গ্রীস — প্রাচীন গ্রীসের আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। গ্রীক দার্শনিকগণ আইনকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচনা করেননি যদিও তাঁরা অপরাধের সংজ্ঞা, শ্রেণী বিভাগ ও কারণ নির্ধারণের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

রোম — আইনের ক্ষেত্রে পৃথিবীকে সবচেয়ে প্রভাবান্বিত করেছে রোম। 'টুয়েলভ টেবিল'কে রোমীয় ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় আইনের ভিত্তি বিবেচনা করা হয়। খৃঃ পূঃ ৪৫০ অব্দে এই আইন প্রণীত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। ধর্মীয় বা নৈতিক বিধান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এই আইন ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। নরহত্যা, বাসগৃহে বা সংগৃহীত ফসলে অগ্নি সংযোগ, রাষ্ট্রদ্রোহীতা ইত্যাদি অপরাধের শাস্তি ছিল প্রাণদন্ড। চুরির শাস্তি ছিল অপহৃত মালামালের মূল্যের দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ প্রদান। চুরি করাকালীন ধৃত ব্যক্তির জন্য মৃত্যুদন্ডের ব্যবস্থা ছিল। চোরকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করারও প্রচলন ছিল।

মধ্যযুগ - খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণের ফলে ইউরোপে অপরাধের ধারণা বদলে যায়। শিশু হত্যা, গর্ভপাত, সমকামিতা, সৃষ্টিকর্তার নিন্দা, অপবিত্রকরণ/পবিত্রতার হরণ নতুন অপরাধ হিসাবে বিবেচিত ও শাস্তিযোগ্য হয়। আজীবন কৌমার্য (যাহা রোমীয় আইনে দন্ডনীয় অপরাধ) আর অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হতোনা। শাস্তির প্রকৃতি ছিল আদিম ও নিষ্ঠুর। নির্যাতন ছিল সাধারণ ব্যাপার এবং দিনে দিনে তা আরও নিষ্ঠুর রূপ ধারণ করে। প্রকাশ্যে প্রাণদন্ড দেয়া হতো এবং বহু লোক তা অবলোকন করতো।

মধ্যযুগের অবসানের সংগে সংগে অপরাধের অলৌকিক ব্যাখ্যা তিরোহিত হয় এবং মানুষ অপরাধের স্বাভাবিক কারণ খুঁজতে শুরু করে। রেনেসা মানবতাবাদী যুগের সূচনা ঘটায়। মানবতাবাদীদের আগ্রহের বিষয় ছিল মানুষ, তার চরিত্র, তার ব্যক্তিত্ব, তার সমাজ এবং তার রাজনীতি। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মানবতাবাদীগণের মধ্যে বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করেন ইউটোপিয়ান লেখকগণ (ইউটোপিয়ান কথাটি এসেছে টমাস মুরের ইউটোপিয়া নামক পুস্তক থেকে)। টমাস মুর ইউটোপিয়াতে এক স্বর্গরাজ্য কল্পনা করেছেন। তিনি ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক অবস্থার সমালোচনা করেছেন

এবং এর সংগে অপরাধ প্রবণতার সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। তিনি অষ্টম হেনরীর আমলে বিলাতের কঠিন বিচার ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেছেন ।

সুবিচারের সংগে নিম্নলিখিত ধারণা সমূহ জড়িত:

(১) অপরাধের শাস্তি

(২) প্রত্যেককে তার প্রাপ্য প্রদান

(৩) সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত নীতির ভিত্তিতে বিরোধের নিরপেক্ষ মীমাংসা।

একটি রাষ্ট্রের তিনটি অংগ - আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা বিচার বিভাগের প্রধান কর্তব্য হলেও সবার জন্য সমভাবে আইনের আশ্রয় নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব ।

সকলের বৈধ অধিকার সংরক্ষণে ও অন্যায়কারীর শাস্তি প্রদানে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সুদীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাস ও সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য রয়েছে। আদালত সমূহকে পবিত্র স্থান হিসাবে গণ্য করা হয় যেখান থেকে জনগণ সুবিচার প্রত্যাশা করে। এ কারণে বিভিন্ন সাংবিধানিক পরিবর্তন সত্বেও যুগযুগ ধরে বিচার বিভাগের মৌলিক কাঠামো ও দায়িত্ব মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত রয়েছে। উচ্চতর আদালত সমূহ শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য মৌলিক আইন বলে সৃষ্ট এবং নিম্ন আদালত সমূহ বিভিন্ন আইন ও অধ্যাদেশের ফলশ্রুতি।

"মুগল রাজত্বকালে এ দেশের আদালত সমূহে কাজীগণ মুসলিম ফৌজদারী আইন অনুসরণ করতেন। পবিত্র কোরানই ছিল দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের ভান্ডার"।[১৪]

১৪। "এনসাইক্লোপেডিয়া অব এন্সাইম এ্যান্ড জাসটিস" (২য় খন্ড), পৃঃ - ৫৪৭-৪৮।

যদিও ইংরেজগণ প্রথমতঃ এদেশে বণিক হিসাবে এসেছিল - কিন্তু তখনকার বিরাজমান অবস্থার সুযোগে তাঁরা অনায়াসে এদেশের শাসক বনে যায়। তাঁদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে রাণী এলিজাবেথ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে এক চার্টারের মাধ্যমে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করেন।[১৫]

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী মুগল সম্রাটের কাছ থেকে দেওয়ানী (Grant of Dewani) লাভ করে। দেওয়ানী লাভের ফলে দেওয়ানী আদালত পরিচালনা ছাড়াও কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় প্রশাসন ব্যবস্থা তদারকের অধিকার লাভ করে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রতি জেলায় ফৌজদারী বিচার পরিচালনার জন্য ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেশন এ্যাক্ট দ্বারা ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা প্রভাবিত হয়। এই এ্যাক্ট বলে একজন গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য চারজন কাউন্সিলরের ব্যবস্থা রাখা হয়। ফোর্ট উইলিয়ামে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপন করা হয় এবং এই কোর্টকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার কার্য পরিচালনার ক্ষমতা দেয়া হয়। এই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা যেত সপরিষদ রাজার কাছে।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর চার্টার পুনর্বিবেচনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পূর্বের কিছু আইন বাতিল করা হয়। সদর আমিন ও প্রধান আমিনকে ছোটখাটো ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তির ক্ষমতা দেয়া হয়। যে সকল অপরাধের জন্য কঠিন

১৫। "হ্যান্ড বুক ফর দি ম্যাজিষ্ট্রেট্স", বিপিএটিসি, পৃঃ - ১।

সাজার ব্যবস্থা ছিল, ম্যাজিস্ট্রেটগণ ঐ সকল অপরাধের বিচার করতেন এবং তারা দু'বছর পর্যন্ত কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করতে পারতেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও এসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেটগণ লঘুদন্ড প্রদান করতে পারতেন। দায়রা জজ গুরুতর অপরাধের বিচার করতেন এবং দায়রা জজ নিজামত আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও মৃত্যুদন্ড প্রদান করতে পারতেন। নিজামত আদালতে আপীলের শুনানী অনুষ্ঠিত হতো। বংগদেশে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এ বিচার ব্যবস্থা কায়েম ছিল।

ভারতে প্রচলিত ফৌজদারী আইন সমূহের সামঞ্জস্য বিধান এবং সংকলন গ্রন্থভুক্ত করার জন্য মেকলে হাউজ অব কমনস্ এ এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৮৩৩ সাল আইন সংকলনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সন্ধিক্ষণ। ১৮৩৩ সালের চার্টার বলে নিখিল ভারত বর্ষের জন্য একটি আইন সভার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত আইন সভাকে প্রেসিডেন্সী ও মফস্বল এলাকার হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[১৬] তখন প্রথম ভারতীয় আইন কমিশন গঠিত হয়। মেকলে সেই কমিশনের সভাপতি ছিলেন। ভারতীয় দন্ডবিধি প্রণয়ন করতে গিয়ে কমিশন ইংল্যান্ডের আইন, ভারতীয় আইন ও বিধি, লিভিং ষ্টোনের লুই জিয়ানা কোড এবং নেপোলিয়ানের আইন সংকলন গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেন। কমিশন এর অন্যান্য সদস্যগণের অসুস্থতা ও অনুপস্থিতির কারনে বলতে গেলে মেকলে একাই দন্ড বিধির খসড়া প্রণয়ন করেন এবং ১৮৩৭ সালে গভর্ণর জেনারেল এর নিকট পেশ করেন। মেকলের এই সংকলন ছিল একটি সুনিপুণ ও চমৎকার খসড়া সম্পূর্ণ নতুন ও মৌলিক পন্থায় প্রকাশিত বিধানিক অভিব্যাক্তির প্রথম স্বাক্ষর। ইংরেজী গদ্যে বুৎপত্তির অধিকারী মেকলের সংকলন গ্রন্থটি ছিল সংক্ষিপ্ত, স্বচ্ছ এবং আইনের দুর্বোধ্যতামুক্ত।

১৬। "লেকচার অন দি পাকিস্তান পেনাল কোড", ডঃ লুৎফুল কবির, পৃঃ- ২-৫ ।

এত গুনাবলী থাকা সত্বেও মেকলের এ খসড়াটি ইংরেজ আইনবিদদের সমন্বয়ে গঠিত সমকালীন ভারতীয় বিচার বিভাগের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। যার ফলে ১৮৬০ সনের পূর্বে এটি আইনে পরিণত হতে পারেনি। তবে এই সংকলন গ্রন্থটি ফলপ্রসূ হয়েছে এবং সামান্য সংশোধন সাপেক্ষে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা ও উত্তর আফ্রিকার কয়েকটি দেশে কার্যকর হয়েছে।[১৭] মেকলে প্রণীত ভারতীয় দন্ড-বিধির খসড়াটি বিভিন্ন পর্যায়ে সংশোধিত হওয়ার পর ১৮৬০ সনে আইনে পরিণত হয় এবং ১৮৬২ সনের ১লা জানুয়ারী হতে কার্যকর হয়।

ভারতীয় ফৌজদারী আইন দন্ডবিধি ও কার্যবিধি হিসাবে সংকলিত হয়েছে। দন্ডবিধি হল প্রকৃত (Substantive Law) আইন ও ফৌজদারী কার্যবিধি হল পদ্ধতি সম্পর্কিত আইন। ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৬১ সালে আইনে পরিণত হয় এবং দন্ডবিধির সঙ্গে একই দিনে কার্যকর হয়। ১৮৬১ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৭২ সালে প্রণীত আইন (Act X of 1872) দ্বারা বাতিল হয়। ১৮৭২ সালের কার্যবিধি ১৮৮২ সালে অন্য একটি আইন দ্বারা বাতিল হয়। ১৮৮২ সালের কার্যবিধি ১৮৯৮ সালে প্রণীত আইন (Act V of 1898) দ্বারা বাতিল হয়। ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধন সাপেক্ষে এখন পর্যন্ত কার্যকর আছে। ১৮৬০ সনের দন্ডবিধি প্রায় এখনও মূলরূপে বলবৎ আছে।

ফৌজদারী কার্যবিধিতে বিভিন্ন আদালত কর্তৃক অনুসরণীয় তদন্ত ও বিচার কার্য পরিচালনার পদ্ধতি বর্ণিত আছে। মোকদ্দমা পরিচালনার পদ্ধতি প্রদানের মাধ্যমে কার্যবিধি দন্ডবিধির সম্পূরক হিসাবে কাজ করে। সাক্ষ্য প্রদান সম্পর্কিত আইন সাক্ষ্য আইন বা Evidence Act এ বর্ণিত আছে। দন্ডবিধি, ফৌজদারী কার্যবিধি ও সাক্ষ্য আইন প্রধানতঃ এ তিনটি সংকলনগ্রন্থ দ্বারা ফৌজদারী মোকদ্দমা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

১৭। "এনসাইক্লোপেডিয়া অব ক্রাইম এ্যান্ড জাসটিস", পৃঃ - ৪১৬।

১৯৪৭ সালে সামান্য সংশোধন সাপেক্ষে ইংরেজ প্রবর্তিত ভারতীয় ফৌজদারী আইন পাকিস্তানে গৃহীত হয়। পাকিস্তান আমলে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ জারী ও কতিপয় থানায় ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্থাপন ব্যতীত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়নি। অবশ্য থানা আদালতকে উপজেলা আদালতের অগ্রদূত বলা যেতে পারে।

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ পূর্বে প্রচলিত অধিকাংশ আইনের উত্তরাধিকারী হয়। প্রাথমিক স্তরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাকিস্তান শব্দের পরিবর্তে বাংলাদেশ লিখে অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাকিস্তান শব্দটি বাদ দিয়ে ঐ সকল আইন বাংলাদেশে গৃহীত হয়।

গ্রাম্য আদালত অধ্যাদেশ এর বিধান অনুযায়ী ১৯৭৬ সালে ইউনিয়ন পর্যায়ে গ্রাম্য আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য কতিপয় অপরাধ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা গ্রাম্য আদালতকে দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে ছোট খাটো দেওয়ানী মামলা নিষ্পত্তি করার ক্ষমতাও গ্রাম্য আদালতকে দেয়া হয়। গ্রাম্য আদালত কর্তৃক বিচার্য অপরাধ সমূহ আমলে নিতে ফৌজদারী আদালতকে নিষেধ করা হয়েছে। গ্রাম্য আদালত প্রতিষ্ঠার পর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার আওতা প্রকৃত পক্ষে যথেষ্ট সংকুচিত হয়েছে। ১৯৭৮ সালে আইন সংস্কার অধ্যাদেশ (এল,আর,ও) ঘোষণার মাধ্যমে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়।

বর্তমান অবস্থা

১৯৭৮ সনের আইন সংস্কার অধ্যাদেশ ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। দেশের বিভিন্ন আদালতে বিরাট সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় মুলতবী(ঝুলতে) থাকে। মামলা নিষ্পত্তিতে অস্বাভাবিক বিলম্ব জনসাধারণের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে। "বিলম্বিত বিচার - বিচার না পাওয়ার সামিল" এ কথা সমাজে অনুভূত হতে থাকে। এমতাবস্থায় মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করণের উদ্দেশ্যে সরকার ফৌজদারী কার্যবিধি (২য় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ জারী করেন। উক্ত অধ্যাদেশ বলে ফৌজদারী কার্যব্যবস্থায় আনীত পরিবর্তন সমূহের বিভিন্ন দিক, তাদের কার্য-কারিতা এবং ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত গবেষণা লব্ধ কতিপয় তথ্য এ গবেষণা প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রশাসনিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী আদালত স্থাপনের পূর্বে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট - 'খ' এবং উপজেলা ফৌজদারী আদালত স্থাপনের পরবর্তী সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট - 'গ' তে দেখানো হয়েছে।

ফৌজদারী কার্যবিধির সাম্প্রতিক সংশোধনী ও উদ্দেশ্য সমূহ

২১-৮-৮২ ইং তারিখে জারীকৃত ফৌজদারী কার্যবিধি (২য় সংশোধনী) অধ্যাদেশ ১৯৮২, (অধ্যাদেশ নং - XXIV, ১৯৮২) বলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের ফৌজদারী কার্যব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করেছেন। ফৌজদারী মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সরকার এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে ফৌজদারী কার্যবিধির পদ্ধতিগত সংশোধন করেন এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেন। উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী আদালত স্থাপন এবং প্রতি উপজেলায় মহকুমা হাকিমের ক্ষমতা সম্পন্ন একজন করে

উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়। মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তদন্ত ও বিচার কার্যের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। প্রতি জেলায় এ,ডি,সি পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিকভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করার জন্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এ,ডি,এম) হিসেবে নিয়োজিত করা হয়। পরবর্তীতে ফৌজদারী কার্যবিধির পরপর চারটি সংশোধনী অধ্যাদেশ[১৮] জারী করা হয়। এই সকল অধ্যাদেশ এর মাধ্যমে ফৌজদারী কার্যব্যবস্থায় আনীত সাম্প্রতিক সংশোধনী সমূহের বিশেষ বিশেষ দিকগুলো নিম্নরূপঃ

১। ফৌজদারী মামলা পরিচালনায় প্রচলিত দু'রকম পদ্ধতি যথা সমন পদ্ধতি (Summons Procedure) এবং ওয়ারেন্ট পদ্ধতি (Warrant Procedure) এর পরিবর্তে এক রকম পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এখন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মামলা পরিচালনার জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির Chapter-XX তে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণীয়।

কার্যবিধির ২৬০ ধারা অনুসারে সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ায় মামলা পরিচালনার আওতা ব্যাপকতর করা হয়েছে। ২ বৎসর পর্যন্ত শাস্তিযোগ্য সকল অপরাধ সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হয়েছে। কার্যবিধির ২৬০ ধারায় ক্ষমতা-প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ধারার মামলাগুলো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কার্যবিধির ২৬২ ধারা মতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে ৩ মাস পর্যন্ত শাস্তি আরোপের বিধান বর্ধিত করে ২ বৎসর পর্যন্ত করা হয়েছে।

১৮। ফৌজদারী কার্যবিধি (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (অধ্যাদেশ নং LX, ১৯৮২) তারিখ ৩০-১২-১৯৮২।

ফৌজদারী কার্যবিধি (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (অধ্যাদেশ নং-IV, ১৯৮৩) তারিখ ২৪-১-১৯৮৩।

ফৌজদারী কার্যবিধি (২য় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (অধ্যাদেশ নং-XXXVII, ১৯৮৩) তারিখ ০৭-৮-১৯৮৩।

ফৌজদারী কার্যবিধি (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (অধ্যাদেশ নং XXIII, ১৯৮৬), তারিখ ২৭-৩-১৯৮৬।

২। ফৌজদারী কার্যবিধির ২৯ সি(এ) ধারামতে সরকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রধান মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা যে কোন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন মৃত্যুদন্ড শাস্তি নয় এরূপ সকল অপরাধের বিচার ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে সম্পন্ন করার জন্য। অনুরূপভাবে ২৯ সি(বি) ধারামতে সরকার একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেই সকল মামলা বিচার করার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন যে সকল অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা ১০ বৎসরের ঊর্ধ্বে কারাদন্ড নয়।

৩। ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতা নিম্নোক্তভাবে বৃদ্ধি করা হয়:

	পূর্বের ক্ষমতা	বর্তমান ক্ষমতা
১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট	৩ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড ও ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা	৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড ও ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা
২য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট	২ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড ও ২ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা	৩ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড ও ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা
৩য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট	১ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড ও ১ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা	২ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড ও ২ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা

৪। ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লেখিত মহকুমা হাকিমের সকল ক্ষমতা সম্পন্ন একজন ১ম শ্রেণীর বা ২য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে প্রতি উপজেলায় নিয়োজিত করা হয়।

৫। ফৌজদারী ক্রিয়ার মামলা তদন্তের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয় তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তাকে সংঘবদ্ধ ডাকাতি মামলা ছাড়া অন্যান্য যে কোন ক্রিয়ার মামলার তদন্ত কাজ ৬০ দিনের মধ্যে অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হলে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাধ্যতামূলকভাবে তদন্ত বন্ধ করে দিবেন। তবে তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটকে সন্তুষ্ট করতে পারেন যে তদন্তের জন্য অতিরিক্ত সময় একান্ত প্রয়োজন তাহলে ম্যাজিষ্ট্রেট আরও ৩০ দিন পর্যন্ত সময় বর্ধিত করতে পারবেন। বর্ধিত সময়ের মধ্যেও যদি তদন্ত সম্পন্ন না হয় তাহলে ম্যাজিষ্ট্রেট অবশ্যই পরবর্তী তদন্তকার্য বন্ধ করার আদেশ দিবেন এবং মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তি অব্যাহতি পাবে।

অতঃপর আবেদনক্রমে দায়রা জজ তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে মামলার পরবর্তী তদন্ত করা একান্তই আবশ্যক। সেই ক্ষেত্রে অপরাধের গুরুত্ব ও মামলার প্রেক্ষিত অনুধাবন করে দায়রা জজ তদন্তের জন্য যুক্তিসংগত সময়সীমা নির্ধারণ করবেন।

কোন মামলায় সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি অব্যাহতি পেয়ে থাকেন তাহলে ছয় মাসের মধ্যে প্রধান মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এর আদেশক্রমে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলার তদন্ত পুনরুজ্জীবিত করা যাবে।

সরকার যে কোন সময় যে কোন আদেশ বলে দায়রা জজ কর্তৃক বিচারযোগ্য যে কোন মামলার তদন্ত পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন।

৬। জিআর মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনে বাদী ও সাক্ষীদেরকে হাজির করা পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব হিসেবে গণ্য হবে। পুলিশ কর্মকর্তা নির্ধারিত তারিখে বাদী ও সাক্ষীদের কোর্টে হাজিরা নিশ্চিত করবেন।

৭। সিআর মামলা আমলে নেওয়ার সময় বাদীর সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যতিত তার হাজিরাকৃত অন্য সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ ম্যাজিষ্ট্রেটের জন্য বাধ্যতামূলক হবেনা। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রয়োজন অনুসারে যে কোন সংখ্যক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারবেন।

৮। দায়রা জজ বা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক বিচারযোগ্য কোন সিআর মামলার প্রাথমিক তদন্তের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ প্রদান করতে পারবেন অথবা নিজে তদন্ত করতে পারবেন। এইরূপ বিচারযোগ্য জিআর মামলায় পুলিশ কর্তৃক দাখিল-কৃত চূড়ান্ত রিপোর্ট ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রহণ করবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অব্যাহতি দিবেন।

৯। আসামী আদালতে হাজির হওয়ার পর ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার অনুষ্ঠানের শুরুতে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পর্যালোচনা এবং উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করে যদি মনে করেন যে মামলার অভিযোগ ভিত্তিহীন তাহলে তিনি আসামীকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিবেন। তবে আসামী অপরাধ করেছেন এইরূপ প্রতীয়মান হলে ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে সংশ্লিষ্ট ধারায় অভিযোগ গঠন করবেন।

১০। মিথ্যা বা ভিত্তিহীন মামলা দায়ের করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট বাদীকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ ছাড়াও ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা তিন হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার আদেশ দিতে পারবেন।

১১। গ্রেফতারী ও ক্রোকী পরোয়ানা জারী হয়ে আসার পর অপরাধ আমলে আনার ক্ষমতা সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক আছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে তাকে গ্রেফতার করার সম্ভাবনা নেই তাহলে তিনি বিচারের জন্য মামলা বদলী করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সরকারী গেজেট এবং অন্যূন যে কোন একটি দৈনিক বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবেন। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি আসামী আদালতে হাজির না হয় তাহলে আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য পরিচালনা করা যাবে।

আসামী একবার আদালতে হাজির হওয়ার পর জামিনে মুক্তি পেয়ে যদি পলাতক থাকে তাহলে সরকারী গেজেট বা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করেই তার অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য পরিচালনা করা যাবে।

১২। (ক) বিচারকার্যের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। মামলা প্রাপ্তির তারিখ থেকে একশত বিশটি কার্যদিবসের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট বিচারকার্য সম্পন্ন করবেন। দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ বা সহকারী দায়রা জজ মামলা প্রাপ্তির ২৪০ কার্যদিবসের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করবেন।

উল্লেখিত সময়ের মধ্যে কোন মামলার বিচার সম্পন্ন না হলে সংশ্লিষ্ট আদালত লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ পূর্বক পরবর্তী ৩০ টি কার্যদিবসের মধ্যে মামলা অবশ্যই নিষ্পত্তি করবেন। নির্ধারিত সময় অথবা বর্ধিত

সময়ের মধ্যে বিচার সম্পন্ন না হলে বিচার সম্পর্কে মামলার পরবর্তী কার্যক্রম আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যাবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি অব্যাহতি পাবে।

নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত ৩০ দিন বাড়ানোর সুযোগ মামলার সংক্ষিপ্ত বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। তাছাড়া বিচারকার্যের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার বিধান সংঘবদ্ধ ডাকাতি মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা।

(খ) নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে কোন মামলার বিচারকার্য বন্ধ ঘোষিত হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদালতে সরকার আবেদন করলে মামলা পুনরুজ্জীবিত হবে এবং যে পর্যায়ে মামলার বিচারকার্য বন্ধ করা হয়েছিল সেই পর্যায় থেকে বিচারকার্য পুনরায় শুরু হবে। পুনরুজ্জীবনের তারিখ থেকে কার্যবিধির ৩৩৯ সি (১) এবং ৩৩৯ সি (২) ধারা মতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মামলাটির বিচারকার্য সম্পন্ন করতে হবে। নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে পুনরুজ্জীবিত মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন না হলে মামলাটির পরবর্তী বিচারকার্য আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তি পাবে।

১৩। (ক) কোন মামলায় ২য় বা ৩য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক আরোপিত শাস্তির বিরুদ্ধে আপীলের শুনানী দায়রা জজ কোর্টের পরিবর্তে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এর আদেশক্রমে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে অনুষ্ঠিত হবে। সহকারী দায়রা জজ, ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পূর্বের ন্যায় দায়রা জজ আদালতে আপীলের আবেদন করতে পারবেন। তবে সহকারী দায়রা জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক কোন মামলায় ৫ বৎসরের বেশী দন্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির আপীলের শুনানী হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে।

(খ) দন্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক আনীত আপীল এর নিষ্পত্তি রেসপন্ডেন্ট এর উপর নোটিশ জারীর তারিখ থেকে ১০টি কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

১৪। (ক) কোন মামলায় মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক দাখিলকৃত পোষ্ট মোর্টেম রিপোর্ট সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে যদি উক্ত অফিসার মৃত্যুবরণ করে থাকেন অথবা আদালতে হাজির হয়ে সাক্ষ্য প্রদানে অপারগ হয়ে থাকেন অথবা বাংলাদেশের বাহিরে চলে যান অথবা মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে অন্য কোন কারণে আদালতে তাঁর উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব না হয়।

(খ) কোন মামলায় হস্তরেখা বিশারদ, রাসায়নিক পরীক্ষক, হস্তাঙ্গুলী ছাপ বিশেষজ্ঞ, সিরাম বিশেষজ্ঞ এবং আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্টের সত্যতা আদালতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশেষজ্ঞের উপস্থিতিতে যাচাই না করেই সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হতে পারে।

সংশোধনী সমূহের উদ্দেশ্যাবলী

দি ক্রিমিনাল ল রিফর্মস্ কমিটি এর ১৯৮২ সনের ৩১শে মে তারিখ পেশকৃত প্রতিবেদনের আলোকে ফৌজদারী কার্যব্যবস্থায় আনীত উপরোক্ত সংশোধনী সমূহের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে :[১১]

ক) বিচার ব্যবস্থা জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া,

খ) মামলা পরিচালনায় দীর্ঘ সূত্রীতা হ্রাস করা,

গ) মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে আদালতে জনগণের হয়রানী কমানো,

ঘ) বিচার সহজলভ্য করা এবং মামলা পরিচালনার ব্যয় হ্রাস করা,

ঙ) আদালত প্রাংগনে টাউটদের দৌরাত্ম কমানো যাতে জনগণ তৃতীয় ব্যক্তির সহায়তা ছাড়াই সরাসরি বিচার প্রার্থী হতে পারে এবং বিচার পেতে পারে ।

১১। The Report of the Criminal Law Reforms Committee, May 31, 1982.

তৃতীয় অধ্যায়

ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিকরণে আইনের সাম্প্রতিক সংশোধনী সমূহের কার্যকারিতা

ফৌজদারী কার্যবিধি (২য় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এবং পরবর্তী সংশোধনী অধ্যাদেশ সমূহের মাধ্যমে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় সাধিত প্রশাসনিক ও পদ্ধতিগত বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন সমূহ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। একই অধ্যায়ে সংশোধনী সমূহের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য বিবৃত হয়েছে। কিন্তু সংশোধনী অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবে কতটুকু অর্জিত হয়েছে বা হচ্ছে তা গবেষণা লব্ধ তথ্যের আলোকে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো।

বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির অন্তরায় হিসেবে অনুভূত প্রতিবন্ধক সমূহ, সংশোধনী-পূর্ব এবং সংশোধনী-উত্তর মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির গতি ও প্রবণতা এবং উপজেলা ফৌজদারী আদালত সম্পর্কিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

১। উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় অনুভূত প্রতিবন্ধক সমূহ

বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় ফৌজদারী মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করণের উদ্দেশ্যে বিচার ও তদন্তের নির্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে একদিকে যেমন তদন্তের কাজ সমাপ্ত করতে হয় অন্যদিকে বিচার কার্যও শেষ করতে হয়। উপজেলা ফৌজদারী আদালত স্থাপনের এবং আইনের এসব সংশোধনী প্রবর্তনের পূর্বে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বিপুল সংখ্যক মামলা বছরের পর

বছর বিচারের অপেক্ষায় পড়ে থাকত। যার জন্য মামলার বাদী ও আসামী পক্ষ বিভিন্ন প্রকার হয়রানীর ফলে মানসিক ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতো।

বর্তমান ব্যবস্থায় প্রত্যাশা করা হয়েছে যে আইনের সাম্প্রতিক সংশোধনী ফৌজদারী মামলা দ্রুততার সংগে নিষ্পত্তি করণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। প্রাথমিক পর্যায়ে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক মামলার বিচার কার্য সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত সময় সীমা ছিল ৩০ দিন। উক্ত সময়ের মধ্যে বিচার সম্পন্ন না হলে ম্যাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত কারণ দর্শিয়ে সময় সীমা আরও ৩০ দিন বাড়িয়ে দিতে পারতেন। পরবর্তীতে পর পর তিনটি অধ্যাদেশ এর মাধ্যমে সময় সীমা পর্যায়ক্রমে বাড়ানো হয় এবং বিচার কার্যের জন্য নির্ধারিত সময় সীমা গণনায় শুধুমাত্র কার্য দিবস গণনা করার বিধান প্রবর্তন করা হয়। সর্বশেষ অধ্যাদেশ অনুযায়ী একটি ফৌজদারী মামলার বিচার মামলা প্রাপ্তির তারিখ থেকে বর্ধনযোগ্য ৩০ দিন সহ অনধিক ১৫০টি কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়। অন্যথায়, ১৫০ টি কার্য-দিবস অতিবাহিত হওয়ার পর আসামী অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পায়।

অনুরূপভাবে দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ অথবা সহকারী দায়রা জজ কর্তৃক একটি ফৌজদারী মামলার বিচার কার্য সম্পন্ন করার প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ধারিত সময় সীমা ছিল মামলা প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিন। উক্ত সময়ের মধ্যে বিচার সম্পন্ন না হলে সময় সীমা আরও ৩০ দিন বাড়িয়ে দেয়া যেত। পরবর্তীতে এই সময় সীমা পর্যায়ক্রমে বাড়ানো হয় এবং বর্তমানে তা বর্ধনযোগ্য ৩০ দিন সহ ২৭০ টি কার্যদিবসে নির্ধারিত আছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন না হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনা হতেই অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবে।

অন্যদিকে জি,আর মামলা তদন্তের জন্য ৬০ দিন সময় সীমা বেঁধে দেয়ার ফলে পুলিশকে উক্ত ৬০ দিনের মধ্যে তদন্তের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। অনিবার্য কারণ বশতঃ ৬০ দিনের মধ্যে তদন্তকাজ সমাপ্ত না হলে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনক্রমে ও সন্তুষ্ট হলে তদন্তের সময়সীমা আরও ৩০ দিন বাড়িয়ে দিতে পারেন। বর্ধিত ৩০ দিনের মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত না হলে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত বন্ধ করে দিবেন এবং আসামীকে মোকদ্দমা হতে অব্যাহতি দিবেন। অবশ্য দায়রা জজের নিকট প্রার্থনা করে ও উপযুক্ত কারণ দর্শিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের সময় সীমা আরও বর্ধিত করে নিতে পারেন। বিচার ও তদন্তের পর্যায়ক্রমে বর্ধিত সময়সীমা সংক্রান্ত তথ্য ১নং সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী - ১

বিচার ও তদন্তের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা (বর্ধনযোগ্য ৩০ দিন সময় সহ)

যে অধ্যাদেশ বলে সময়সীমা নির্ধারিত	বিচার কার্যের জন্য		তদন্তের জন্য
	ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক	দায়রা জজ কর্তৃক	
ফৌজদারী কার্যবিধি (২য় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ তারিখ - ২১/৮/৮২ ইং	৬০ দিন	৯০ দিন	ক) সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারযোগ্য মামলার জন্য = ৬০ দিন খ) অন্যান্য মামলার জন্য = ৯০ দিন
ফৌজদারী কার্যবিধি (৩য় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ তারিখ - ৩০/১২/১৯৮২ ইং	৯০ দিন	১৫০দিন	সকল মামলার জন্য = ৯০ দিন
ফৌজদারী কার্যবিধি (২য় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ তারিখ - ৭/৮/১৯৮৩ ইং	৯০কার্যদিবস	১৫০ কার্যদিবস	ঐ
ফৌজদারী কার্যবিধি (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ তারিখ - ২৪/৩/১৯৮৬ ইং	১৫০ কার্যদিবস	২৭০ কার্যদিবস	ঐ

(বিচার ও তদন্তের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা সংঘবদ্ধ ডাকাতী মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ।)

ম্যাজিষ্ট্রেট ও দায়রা জজ কর্তৃক ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তির জন্য পর্যায়ক্রমিকভাবে বর্ধিত সময়সীমা যথাক্রমে সুস্তলেখ - ১ এবং সুস্তলেখ- ২ এর মাধ্যমে প্রদর্শিত হলো ।

সাম্প্রতিক সংশোধনী সমূহের মাধ্যমে পদ্ধতিগত পরিবর্তন ও বিচার - কার্যের জন্য সময় সীমা নির্ধারণ করে দেয়া সত্ত্বেও উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে কতিপয় প্রতিবন্ধকতা অনুভূত হচ্ছে । গবেষণা লব্ধ তথ্যের আলোকে অনুভূত প্রতিবন্ধকতা সমূহ নিম্নে আলোচিত হলো ।

জি,আর মামলার নিষ্পত্তিতে অনুভূত প্রতিবন্ধক সমূহ

উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও স্থানীয় আইনজীবীদের দৃষ্টিতে স্থানীয় পর্যায়ে জি,আর মামলার নিষ্পত্তিতে অনুভূত প্রতিবন্ধক সমূহ সারণী- ২ এ প্রদর্শিত হলো ।

স্তম্ভ লেখ - ১

ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক বিচারকার্যের জন্য নির্ধারিত সময় সীমা (বর্ধনযোগ্য ৩০ দিন সময় সহ)

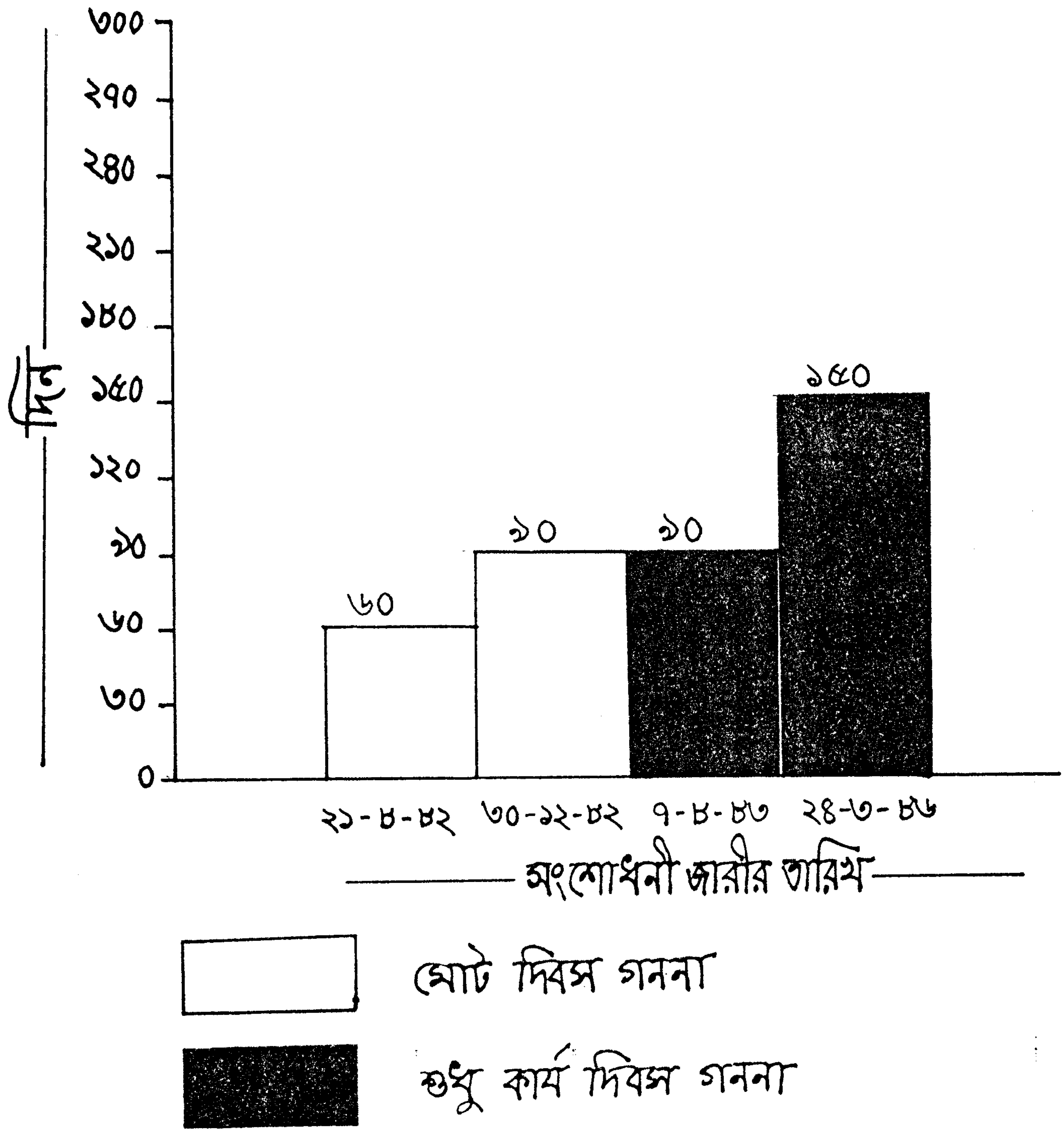

স্তম্ভ লেখ- ২

দায়রা জজ কর্তৃক বিচারকার্যের জন্য নির্ধারিত সময় সীমা (বর্ধনযোগ্য ৩০ দিন সময় সহ)

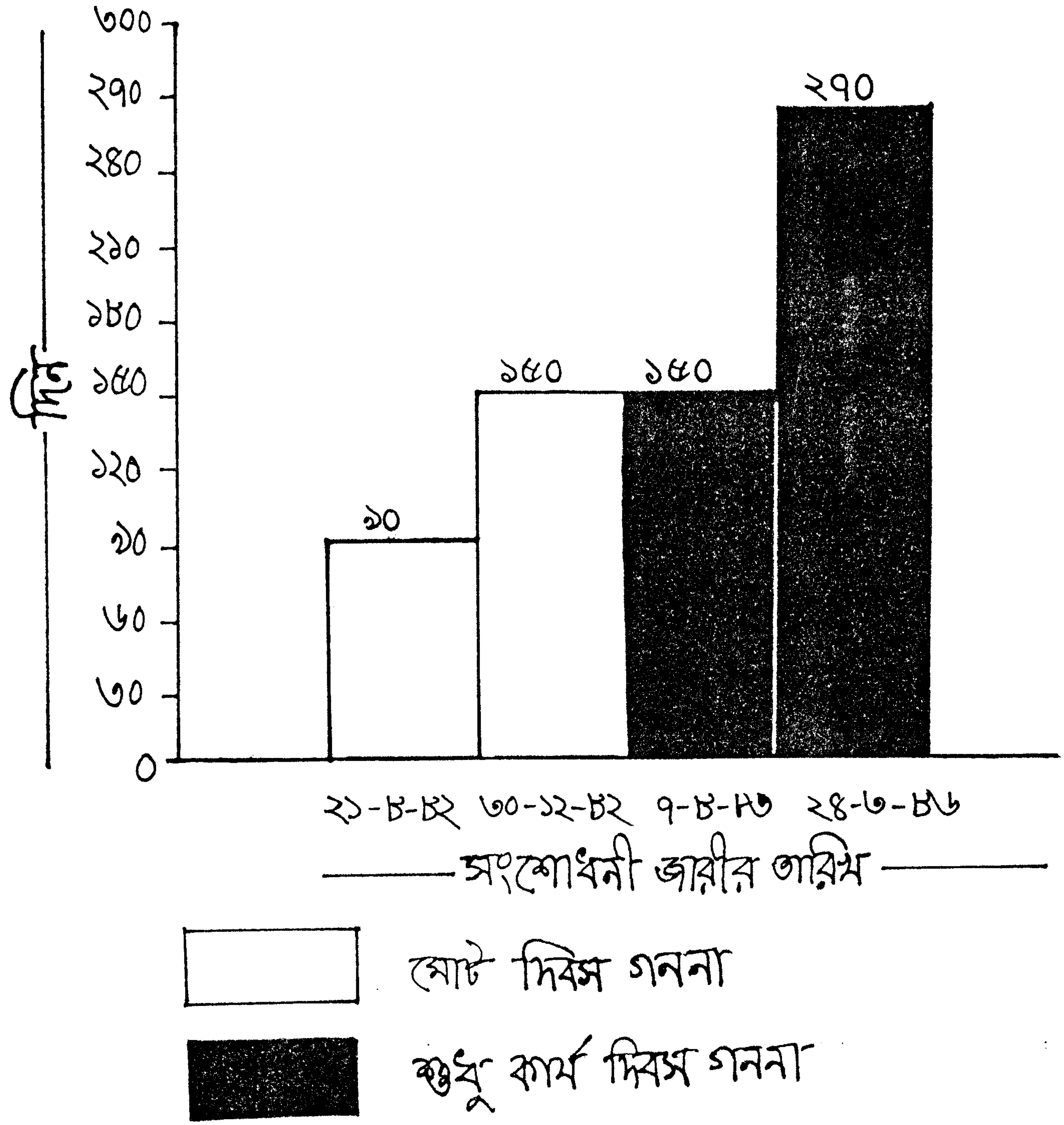

সারণী - ২

উপজেলা আদালতে ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিতে অনুভূত প্রতিবন্ধক সমূহ
(শুধুমাত্র জি,আর মামলার ক্ষেত্রে)

(শতকরা হারে প্রকাশিত)

প্রতিবন্ধক সমূহ	উত্তরদাতা	
	উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট (এন= ৬৪)	আইনজীবী (এন= ২০)
ম্যাজিষ্ট্রেটদের অন্যান্য দায়িত্বে ব্যস্ততা	৩•১২	৩০•০০
সাক্ষীদের অনুপস্থিতি	৩১•২৫	৩৫•০০
আসামীদের অনুপস্থিতি	৩•১২	১০•০০
তদন্ত কার্যে বিলম্ব	১০•৯৪	৫•০০
বিশেষজ্ঞদের মতামত প্রাপ্তিতে বিলম্ব	-	-
প্রসেস জারীতে বিলম্ব	৩৫•৯৪	১০•০০
আইনজীবীদের ব্যস্ততা	৬•২৫	-
উচ্চ আদালতে মামলা স্থানান্তর	৩•১২	-
ম্যাজিষ্ট্রেটদের অনভিজ্ঞতা	-	১০•০০
অন্যান্য	৩•১২	-

উপরোক্ত বিষয়ে উক্ত সারণীতে ৬৪ জন উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং উপজেলা কোর্টে কর্মরত ২০ জন আইনজীবীর নিকট থেকে সংগৃহীত মতামত শতকরা হারে দেখানো হলো। উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের শতকরা ৩১'২৫ ভাগ এবং আইনজীবীদের শতকরা ৩৫ ভাগ সাক্ষীদের অনুপস্থিতিকে মামলা দ্রুততার সংগে নিস্পত্তির ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় মনে করেন । এই বিষয়টি উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও আইনজীবীদের নিকট বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। বিচার ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের পূর্বেও এই একই অবস্থা বর্তমান ছিল। তখনও দেখা গেছে সাক্ষীদের পৌনঃপৌনিক অনুপস্থিতির ফলে মামলার কাজ ত্বরান্বিত করা দারুনভাবে বিঘ্নিত হতো। বর্তমানেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট ও সর্বাধিক সংখ্যক আইনজীবী এই কারণটিকে এক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক মনে করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোর্টে সাক্ষী হাজির করা বাদীর পক্ষে অনেক সময়ই সম্ভব হয়না। এর পেছনে রয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ। অনেক সময় সাক্ষীগণ নিরাপত্তার অভাবও অনুভব করে থাকেন ।

গবেষণাধীন ৪টি উপজেলার ১৯৮৭ সনে নিস্পত্তিকৃত ৪টি জি,আর মামলার রেকর্ড পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে উক্ত ৪টি মামলায় মোট মুলতবীর সংখ্যা ছিল ৬০। তন্মধ্যে বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনুপস্থিতির কারণে মোট ৩১টি মুলতবী রাখা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শুধুমাত্র সাক্ষীদের অনুপস্থিতির জন্য মুলতবীর সংখ্যা ছিল ১২ (৩৮'৭%)। অপরদিকে উপজেলা সৃষ্টির পূর্বে নিস্পত্তিকৃত জয়দেবপুর জেলায় ৪টি জি,আর মামলার রেকর্ড পর্যালোচনা করে দেখা যায় উক্ত ৪টি মামলায় মোট মুলতবীর সংখ্যা ছিল ১১২। তন্মধ্যে বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনুপস্থিতির কারণে মোট ৭২টি মুলতবী রাখা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শুধুমাত্র সাক্ষীদের অনুপস্থিতির জন্য মুলতবীর সংখ্যা ছিল ১০(১৪%)। তাহলে দেখা যায় সাক্ষীদের অনুপস্থিতির জন্য আগের চেয়ে এখন বেশী মুলতবী রাখা হচ্ছে।

তার সঠিক কারণ জানা সম্ভব না হলেও অন্তত একথা ধরে নেয়া যেতে পারে যে বর্তমানে সাক্ষীগণ আদালতে যাওয়া অধিকতর নিরাপত্তাহীন মনে করছেন। বিচার কার্যের সময়সীমা বেঁধে দেয়ার ফলে আগের চেয়ে মুলতবীর সংখ্যা কম হলেও সাক্ষীদের অনুপস্থিতি ও বিচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের অনুপস্থিতি মামলা নিষ্পত্তিকরণে এখনও একটি প্রধান প্রতিবন্ধক তা উপরোক্ত তথ্য থেকে প্রমাণিত হয়। গবেষণাধীন ৪টি উপজেলার ৪টি সি,আর ও ৪টি জি,আর মামলার মুলতবী সংক্রান্ত তথ্য ১০ নং সারণীতে এবং জয়দেবপুর জেলার উপজেলা-পূর্ব ৪টি জি,আর ও ৪টি সি,আর মামলার মুলতবী সংক্রান্ত তথ্য ১১নং সারণীতে দেখানো হলো।

'ম্যাজিস্ট্রেটদের অন্যান্য দায়িত্বে ব্যস্ততা' মামলা নিষ্পত্তি বিলম্বের অন্যতম কারণ বলে শতকরা ৩০ ভাগ আইনজীবী উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটদের শতকরা মাত্র ৩.১২ ভাগ এই কারণটি স্বীকার করেছেন। এখানে আইনজীবী ও ম্যাজিস্ট্রেটদের মতামতের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। আইনজীবীদের মতামতকে প্রাধান্য দিলে অবশ্যই স্বীকার করতে হয় উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট সহ উপজেলায় কর্মরত অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটদের পক্ষে সার্বক্ষনিক ভাবে কোর্টের কাজে মনোনিবেশ করা সম্ভব হচ্ছে না। উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট একজন সার্বক্ষনিক বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট হলেও তাঁকে ও সহকারী কমিশনারকে অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুপস্থিতিতে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে হয়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করতে হয়। এস,এস,সি/এইচ,এস,সি প্রভৃতি পরীক্ষার সময় তাঁদেরকে পরীক্ষার হলে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাছাড়া উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ সভাতে তাঁদের যোগদান করতে হয়। এসব কারণ যেমন বর্তমানে বহাল রয়েছে, পূর্বেও এমনি ছিল। যার ফলে ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্যে পূর্ণ সময় দিতে পারতেন না এবং এখনও পারেন না।

উপজেলা কোর্ট স্থাপনের পূর্বে মহকুমাতে ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচার বহির্ভূত বহুবিধ কাজে ব্যস্ত থাকতেন। ঢাকা জেলার গাজীপুর মহকুমার উপজেলা -পূর্ব ৪ টি নিষ্পত্তিকৃত জি,আর মামলা পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে উক্ত ৪টি মামলায় মোট১৪ টি তারিখ পড়েছিল শুধুমাত্র কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুপস্থিতির কারণে(১১ নং সারণী দ্রষ্টব্য)। গবেষণাধীন চারটি উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ১৯৮৭ সালে নিষ্পত্তিকৃত ৪ টি জি, আর মামলায় ম্যাজিস্ট্রেটদের অনুপস্থিতির কারণে কোন তারিখ পড়েনি (১০ নং সারণী দ্রষ্টব্য)। সুতরাং উপজেলা কোর্ট স্থাপনের পর এই বিষয়ে অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

জি,আর মামলার নিষ্পত্তিতে ' প্রসেস জারীতে বিলম্ব' একটি প্রতিবন্ধক,তা শতকরা ৩৫'১৪ ভাগ ম্যাজিস্ট্রেট এবং শতকরা মাত্র ১০ ভাগ আইনজীবী স্বীকার করেছেন। এখানেও ম্যাজিস্ট্রেট ও আইনজীবীদের মতামতে বেশ ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। তবে, প্রসেস জারীতে যে বিলম্ব ঘটে থাকে সে ধারণা অমূলক নয়। আর তার কারণও রয়েছে। কোর্ট থেকে যথাসময় প্রসেস লিখে থানায় পাঠাতে বিলম্ব হয়। আবার থানা থেকে লোক বলের অভাবে ও অন্যান্য কারণে তা যথাসময়ে জারী করাও সম্ভব হয়না। অনেকের ধারণা তদবির না হলে প্রসেস জারীতে অবশ্যই বিলম্ব ঘটে। সি,আর ও জি,আর মামলার ক্ষেত্রে প্রসেস যথাসময়ে জারী হয় কিনা সে সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেট ও তদনুকারী কর্মকর্তাদের ৪ নং সারণীতে এবং যথাসময়ে প্রসেস জারী না হওয়ার কারণ সমূহ ৫ নং সারণীতে দেখানো হয়েছে। তাছাড়া সি,আর মামলার নিষ্পত্তিতে অনুভূত প্রতিবন্ধক সমুহের মধ্যে 'প্রসেস জারীতে বিলম্ব' সম্পর্কে অভিমত ৩ নং সারণীতে প্রদর্শিত হয়েছে।

'তদনু কার্যে বিলম্ব' হয় বলেছেন শতকরা ১০'১৪ ভাগ ম্যাজিস্ট্রেট এবং ৫ ভাগ আইনজীবী। সুতরাং উভয় শ্রেণীর উত্তরদাতার খুব কম সংখ্যকই মনে

করেন যে, তদন্ত কার্যে বিলম্বের জন্য মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটে। আইনজীবীদের শতকরা ১০ ভাগ ম্যাজিষ্ট্রেটদের অনভিজ্ঞতাকে বিচার কার্যের বিলম্বের একটি কারণ বলে বিবেচনা করেন।

আসামীদের অনুপস্থিতির কারণে মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটে বলেছেন শতকরা মাত্র ১০ভাগ আইনজীবী ও মাত্র ৩'১২ভাগ ম্যাজিষ্ট্রেট। অর্থাৎ ধরে নেয়া যায় যে, আসামীদের অনুপস্থিতির কারণে মামলা এখন আর পূর্বের ন্যায় ঝুলে থাকেনা। কারণ তাদের অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য চালিয়ে যেতে বর্তমানে আইনগত কোন বাধা নেই। আইনে আসামীদের অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য পরিচালনার বিধান রাখা হয়েছে। উপজেলাতে কোর্ট স্থাপনের পর ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে আসামীদের অনুপস্থিতির হার পূর্বের চাইতে অনেক হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮৭ সালে নিষ্পত্তিকৃত ৪ টি জি,আর মামলায় মাত্র ৪টি তারিখ পড়েছিল আসামীদের অনুপস্থিতির কারণে (১০ নং সারণী দ্রষ্টব্য)। উপজেলা কোর্ট স্থাপনের পূর্বে ঢাকা জেলার গাজীপুর মহকুমায় নিষ্পত্তিকৃত ৪ টি জি,আর মামলায় আসামীদের জন্য তারিখ পড়েছিল মোট ২১ বার (১১ নং সারণী দ্রষ্টব্য)। সুতরাং স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে উপজেলা কোর্ট স্থাপনের ফলে আসামীদের অনুপস্থিতির হার হ্রাস পেয়েছে। ফলে আসামীর জন্য তারিখ এখন পূর্বের চেয়ে অনেক কম পড়ছে।

তাছাড়া ১০ নং সারণীতে দেখা যায় গবেষণাধীন ৪ টি উপজেলার ৪টি জি,আর মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুপস্থিতির কারণে ৮ টি মুলতবী রাখা হয়েছিল। অন্যদিকে ১১ নং সারণীতে দেখা যায় গাজীপুর মহকুমার ৪টি জি,আর মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুপস্থিতির জন্য ৭ টি মুলতবী রাখা হয়েছিল। সুতরাং জি,আর মামলার নিষ্পত্তিতে তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুপস্থিতি পূর্বে যেমন একটি প্রতিবন্ধক ছিল এখনও ঠিক তেমনই আছে।

সি,আর মামলার নিস্পত্তিতে অনুভূত প্রতিবন্ধক সমূহ

উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে সি,আর মামলা নিস্পত্তির ক্ষেত্রে উত্তরদাতা ম্যাজিষ্ট্রেট ও আইনজীবীদের দৃষ্টিতে অনুভূত প্রতিবন্ধক সমূহ নিম্নের সারণীতে প্রদর্শিত হলো।

সারণী - ৩

উপজেলা আদালতে ফৌজদারী মামলা নিস্পত্তিতে অনুভূত প্রতিবন্ধক সমূহ
(শুধুমাত্র সি,আর মামলার ক্ষেত্রে)

(শতকরা হারে প্রকাশিত)

প্রতিবন্ধক সমূহ	উত্তরদাতা	
	উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট	আইনজীবী
ম্যাজিষ্ট্রেটদের অন্যান্য দায়িত্বে ব্যস্ততা	৩.১২	৪০.০০
বাদীর সময় প্রার্থনা	৪০.৬২	১০.০০
প্রসেস জারীতে বিলম্ব	৩১.২৫	২৫.০০
উচ্চ আদালতে মামলা স্থানান্তর	১২.৫০	-
ম্যাজিষ্ট্রেটদের অনভিজ্ঞতা	-	১০.০০
আইনজীবীদের ব্যস্ততা	৭.৮১	৫.০০

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ম্যাজিষ্ট্রেটদের শতকরা ৪১ ভাগ বাদীর সময় প্রার্থনাকে এবং আইনজীবীদের শতকরা ৪০ ভাগ 'ম্যাজিষ্ট্রেটদের অন্যান্য দায়িত্বে ব্যস্ত' থাকার কারণকে সি,আর মামলার নিশ্পত্তিতে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। লক্ষ্যনীয় যে, আইনজীবীদের মতামতে 'ম্যাজিষ্ট্রেটদের অন্যান্য দায়িত্বে ব্যস্ততা' কারণটি জি,আর ও সি,আর উভয় প্রকার মামলা নিস্পত্তির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অর্থাৎ মামলা নিস্পত্তিতে বিলম্বের ক্ষেত্রে 'ম্যাজিষ্ট্রেটদের অন্যান্য দায়িত্বে ব্যস্ত'

থাকার কারণটিকে তাঁরা বিশেষ প্রাধান্য দিচ্ছেন। পক্ষান্তরে ম্যাজিস্ট্রেটগণ অন্যান্য দায়িত্বে ব্যস্ত থাকেন বলে মামলা পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটে বা নিস্পত্তি বিলম্বিত হয় একথা তাঁরা স্বীকার করেননা। মাত্র শতকরা ৩'১২ ভাগ ম্যাজিস্ট্রেট অন্যান্য দায়িত্বে ব্যস্ত থাকার বিষয়টিকে প্রতিবন্ধক মনে করেন। ১৯৮৭ সালে নিস্পত্তিকৃত ও বর্তমান গবেষণার পর্যবেক্ষণাধীন ৪টি সি আর মামলায় মোট ৬টি তারিখ পড়েছিল ম্যাজিস্ট্রেটদের অনুপস্থিতি/ ব্যস্ততার কারণে (১০ নং সারণী দ্রষ্টব্য)। উপজেলা কোর্ট স্থাপনের পূর্বে গাজীপুর মহকুমায় নিস্পত্তিকৃত ৪টি সি,আর মামলায় দেখা যায় ১০ টি তারিখ পড়েছিল ম্যাজিস্ট্রেটদের অনুপস্থিতি-- জনিত কারণে (১১ নং সারণী দ্রষ্টব্য)। সুতরাং, এখানে দেখা যাচ্ছে যে উপজেলা কোর্ট স্থাপনের পর ম্যাজিস্ট্রেটদের কোর্টে অনুপস্থিতির গড়পড়তা হার হ্রাস পেয়েছে। ইতোপূর্বে আলোচনায় জি,আর মামলার ক্ষেত্রেও ঐ একইরূপ চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে।

বাদীর সময় প্রার্থনার জন্য সি,আর মামলা পরিচালনায় বিলম্ব ঘটে এ মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন আইনজীবীদের শতকরা মাত্র ১০ ভাগ। অথচ শতকরা ৪০'৬২ ম্যাজিস্ট্রেট এই কারণকে সি,আর মামলা নিস্পত্তির প্রধান অন্তরায় মনে করেন। সুতরাং আইনজীবী ও ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে সি,আর মামলা নিস্পত্তিতে অনুভূত প্রতিবন্ধক সমূহ চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে সি,আর মামলা নিস্পত্তিতে বাদীর সময় প্রার্থনা যে একটি প্রধান প্রতিবন্ধক তার দৃষ্টান্ত এখনও আছে এবং পূর্বেও ছিল। কারণ, সাক্ষীদের হাজির করার ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। সময়মতো কোর্টে সাক্ষী হাজির করতে না পারার কারণে বাদীকে সময়ের প্রার্থনা করতে হয়।

'প্রসেস জারীতে বিলম্ব' ঘটার কারণেও সি,আর মামলা নিস্পত্তিতে বিঘ্ন ঘটে। ম্যাজিস্ট্রেটদের শতকরা ৩১'২৫ ভাগ এবং আইনজীবীদের শতকরা ২৫ ভাগ এই কারণকে সি,আর মামলা নিস্পত্তিতে বিশেষ প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কোর্ট থেকে প্রায়শঃ যথাসময়ে প্রসেস জারী করা হয়না। এজন্য বিভিন্ন কারণ বর্তমান রয়েছে। তাছাড়া, কোর্টে প্রসেস সার্ভারদের অভাব জনিত কারণেও প্রসেস জারীতে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু একথা

সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, তদবির ছাড়া বর্তমানে কোন কাজই সময় মতো সমাধা হয়না। অফিস আদালতে যে কোন কাজ আদায় করতে হলে আগ্রহী ব্যক্তিকে আগ্রহ সহকারে উক্ত কাজের সংগে লেগে থাকতে হয়।

তাছাড়া ১০ নং সারণীতে দেখা যায় গবেষণাধীন ৪টি উপজেলায় ১১৮৭ সনে নিষ্পত্তিকৃত ৪টি সি,আর মামলায় বাদীর অনুপস্থিতির কারণে ৭টি মুলতবি রাখা হয়েছিল। অনুরূপভাবে ১১ নং সারণীতে দেখা যায় উপজেলা সৃষ্টির পূর্বে গাজীপুর মহকুমায় নিষ্পত্তিকৃত ৪টি সি,আর মামলায়ও বাদীর অনুপস্থিতির জন্য ৭টি মুলতবী রাখা হয়েছিল। সুতরাং সি,আর মামলা পরিচালনায় বাদীর অনুপস্থিতি মামলার দীর্ঘ সুত্রীতা পূর্বেও যেমন একটি বিশেষ কারণ ছিল এখনও ঠিক তেমনই আছে।

উভয় প্রকার মামলার নিষ্পত্তিতে অনুভূত অন্যান্য প্রতিবন্ধক সমূহ

ক) মামলার প্রসেস সংক্রান্ত

জি,আর ও সি,আর মামলার নিষ্পত্তিতে অনুভূত অন্যান্য প্রতিবন্ধক সমূহের মধ্যে 'প্রসেস জারীতে বিলম্ব' একটি প্রতিবন্ধক যার আনুপাতিক অবস্থান যথাক্রমে ২ ও ৩ নং সারণীতে প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু বিষয়টির উপর একক ভাবে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ম্যাজিস্ট্রেট ও তদনুকারী কর্মকর্তাদের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল যে যথাসময়ে সমন, ওয়ারেন্ট, পি এন্ড এ, ডব্লিউ ডব্লিউ ইত্যাদি জারী হয় কিনা।

এ ব্যাপারে তাঁদের মতামত ৪ নং সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী - ৪

উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে যথাসময়ে সমন/ওয়ারেন্ট/পিএন্ডএ/ডব্লিউ ডব্লিউ জারী হওয়া সম্পর্কিত মতামত

(শতকরা হারে প্রকাশিত)

মতামত	উত্তরদাতা	
	উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এন = ৬৪)	তদনুকারী কর্মকর্তা (এন = ১২)
যথাসময়ে জারী হয়ে থাকে	১০.১৪	৭৫.০০
যথাসময়ে জারী হয়না	৮৭.৫০	২৫.০০
নিরুত্তর	১.৫৬	-
মোট	১০০.০০	১০০.০০

উক্ত সারণী থেকে দেখা যায়, শতকরা ৮৭.৫০ ভাগ ম্যাজিস্ট্রেট এবং ২৫ ভাগ তদনুকারী কর্মকর্তা গুরুত্ব সহকারে মত প্রকাশ করেন যে যথাসময়ে সমন, ওয়ারেন্ট, পি,এন্ড,এ এবং ডব্লিউ ডব্লিউ জারী হয়না। এখানে ম্যাজিস্ট্রেটদের মতামতকে প্রাধান্য দেয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপনের পূর্বেও এই অবস্থা বিরাজিত ছিল। এখনও সেই একই অবস্থা বিদ্যমান তা ম্যাজিস্ট্রেটদের বক্তব্যে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ অবস্থার কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এ বিষয়ে গত ১৩শে নভেম্বর, ১৯৮৮তে 'দৈনিক সংবাদ' এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে সারা দেশে অনিষ্পন্ন গ্রেফতারী পরোয়ানার সংখ্যা ছিল ৪৯,৬৮৩ টি অর্থাৎ প্রায় ৫০ হাজারের কাছাকাছি। উক্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় প্রত্যেকটি জেলা ইউনিটে অসংখ্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা স্তূপীকৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এতে প্রমানিত হয় জারীকৃত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা যথাসময়ে নির্বাহ করা হয়না। ফলে, দিন দিন অনিষ্পন্ন গ্রেপ্তারী পরোয়ানার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বিরাজমান নাজুক অবস্থা দৃষ্টে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সকল জেলার এস,পি ও ইউনিট তত্ত্বাবধায়কদের

১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অনিস্পন্ন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নির্বাহ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। সুতরাং এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে থানাগুলোতে অসংখ্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দীর্ঘকাল ধরে অ-জারীকৃত অবস্থায় পড়ে থাকে।

প্রসেস সমূহ যথাসময়ে জারী না হওয়ার কারণ সম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেট ও তদনুকারী কর্মকর্তাগণ যে মতামত দিয়েছেন তা নিম্নের সারণীতে লক্ষ্যনীয়।

সারণী - ৫

যথাসময়ে প্রসেস জারী না হয়ে আসার কারণ সমূহ

(শতকরা হারে প্রকাশিত)

কারণ সমূহ	উত্তরদাতা	
	উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট (এন = ৫৬)	তদনুকারী কর্মকর্তা (এন = ৩)
পুলিশ/থানা কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা	৬৬.০৭	-
থানায় পুলিশের সংখ্যা কম বিধায় ব্যস্ততার কারণে প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারেন না	৮.৯৩	১০০.০০
দায়িত্বে অবহেলা ও ভেষ্টেড ইন্টারেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সময়মত প্রসেস থানায় আসেনা	৫.৩৫	৩৩.৩৩
আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকার বাইরে বলে/ ভিন্ন জেলার প্রসেস যথাসময়ে জারী হয়ে আসেনা	৭.১৪	-
অজ্ঞাত কারণে প্রসেস জারী হয়ে আসেনা	৮.৯৩	-
সার্ভারদের গাফিলতি	৩.৯৩	-
কর্তৃপক্ষের অনীহা ও নির্লিপ্ততা	১.৭৮	-
যোগাযোগ/অবস্থানগত অসুবিধা	১.৭৮	৩৩.৩৩

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

উক্ত সারণী বিশ্লেষণে দেখা যায় শতকরা ৬৬·৬৭ ভাগ ম্যাজিস্ট্রেট এই অবস্থার জন্য পুলিশ/থানা কর্তৃপক্ষের আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাকে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অপরপক্ষে শতকরা ১০০ ভাগ তদন্তকারী কর্মকর্তা থানায় পুলিশের সংখ্যা-স্বল্পতার কারণকেই এজন্য দায়ী মনে করেন। বস্তুতপক্ষে, এই উভয় বক্তব্যের মধ্যেই সত্য নিহিত আছে। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের এই মতামতের ভিত্তিতে অনায়াসে অন্ততঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে যথাসময়ে সমন ওয়ারেন্ট ইত্যাদি জারীতে বিলম্ব ঘটে। কোর্ট থেকে দায়িত্বে অবহেলা ও কায়েমী স্বার্থের কারণে সমন, ওয়ারেন্ট, পি এন্ড এ ইত্যাদি থানায় আসতেও বিলম্ব হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের শতকরা ৩৩·৩৩ ভাগ একথা জানিয়েছেন। সুতরাং এই অবস্থা শুধু যে লোকবলের অভাবের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে তা বলা চলেনা। এর পেছনে কর্তব্যে অবহেলা, আন্তরিকতার অভাব ও অন্যান্য কারণ কাজ করে থাকে। যদিও ম্যাজিস্ট্রেটদের শতকরা মাত্র ৫·৩৫ ভাগ এটাকে স্বীকার করেন তথাপিও এই অবস্থা যে দেশের কোর্ট-কাছারী-থানাতে বিদ্যমান তা সহজেই অনুমিত হয়।

(খ) <u>সাক্ষ্য বিলের টাকা প্রাপ্তি সংক্রান্ত</u>

জি,আর মামলার সাক্ষীগণ সাক্ষ্য বিলের টাকা যথাসময়ে পান বলে শতকরা ৬০·১৪ ভাগ ম্যাজিস্ট্রেট এবং ১২·৫০ ভাগ বাদী ও **বিবাদী** জানিয়েছেন। কিন্তু বাদী ও **বিবাদীদের** শতকরা ৫০·০০ ভাগ এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের শতকরা ৩১·০৬ ভাগ জানান যে সাক্ষ্য বিলের টাকা যথাসময়ে পাওয়া যায় না। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বাদী ও **বিবাদী**দের শতকরা ৩৭·৫০ ভাগ নিরুত্তর থাকে। এ প্রসংগে ৬ ও ৭ নং সারণী লক্ষ্যনীয়।

সারণী - ৬

জি,আর মামলার সাক্ষীগণ সাক্ষ্য বিলের টাকা যথাসময়ে পান কিনা

(শতকরা হারে প্রকাশিত)

সাক্ষ্য বিলের টাকা প্রাপ্তি সম্পর্কে মতামত	উত্তরদাতা	
	উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এন = ৬৪)	বাদী ও বিবাদী (এন = ৩২)
যথাসময়ে সাক্ষ্য বিলের টাকা পান	৬০.১৪	১২.৫০
যথাসময়ে সাক্ষ্য বিলের টাকা পাননা	৩৯.০৬	৫০.০০
নিরুত্তর	-	৩৭.৫০
মোট	১০০.০০	১০০.০০

সাক্ষ্য বিলের টাকা প্রাপ্তিতে বিলম্বের কারণসমূহ নিম্নের সারণীতে দেখা যেতে পারে।

সারণী - ৭

সাক্ষ্য বিলের টাকা প্রাপ্তিতে বিলম্বের কারণ

(শতকরা হারে প্রকাশিত)

বিলম্বের কারণ সমূহ	উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এন = ২৫)	শতকরা
টাকা বরাদ্দ না থাকা	১১	৪৪.০০
বিল প্রস্তুত ও উত্তোলনে অনভিজ্ঞতা, বিলম্ব ও জটিলতা	৭	২৮.০০
ফান্ডের স্বল্পতা	২	৮.০০
সময়মত দাবী পেশ করা হয়না	১	৪.০০
নিরুত্তর	৭	২৮.০০

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

উক্ত সারণীতে দেখা যায় শতকরা ৪৪ ভাগ ম্যাজিস্ট্রেট 'সংশ্লিষ্ট খাতে টাকার বরাদ্দ না থাকা' সাক্ষ্য বিলের টাকা প্রাপ্তিতে বিলম্বের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের শতকরা ২৮ ভাগ মনে করেন বিল প্রস্তুত ও উত্তোলনে অনভিজ্ঞতা, বিলম্ব ও জটিলতা এর অন্যতম কারণ। পেশকারদের দুর্নীতি ও যে একটা কারণ হতে পারে তা অবশ্য এখানে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, পেশকারগণ নগদ নারায়ন না পেলে সাক্ষীদের পক্ষে সাক্ষ্য বিলের টাকা পেতে বিলম্ব ঘটে এবং তাদের অনেক হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, শতকরা ২৮ ভাগ ম্যাজিস্ট্রেট এই বিষয়ে কোন মতামত রাখেননি। তাঁরা এ বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখেননি বলে মনে হয়। সাক্ষীদের বিলের টাকা যথাসময় প্রাপ্তির ব্যাপারে বিল সংক্রান্ত জটিলতা এবং কোর্ট ষ্টাফদের গাফিলতী দূর করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটদের সময়োচিত পদক্ষেপই যথেষ্ট। নিয়ম রাখা হয়েছে যে, ম্যাজিস্ট্রেট নিজে সাক্ষীদের বিলের টাকা প্রদান করবেন। অথচ অধিকাংশ ম্যাজিস্ট্রেট এটা করেননা। ফলে, এই জটিলতার সৃষ্টি হয়।

সাক্ষ্য বিলের টাকা যথাসময়ে না পাওয়া সাক্ষীদের অনুপস্থিতির অন্যতম কারণ কিনা তা জানতে চাওয়া হলে শতকরা ৫৯.৩৭ ভাগ ম্যাজিস্ট্রেট এটাকে প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করেন না। পক্ষান্তরে তাঁদের শতকরা ১০.৯৪ ভাগ সাক্ষ্য বিলের টাকানাপাওয়াকেই সাক্ষীদের অনুপস্থিতির প্রধান কারণ মনে করেন। শতকরা ২৮.১০ ভাগ ম্যাজিস্ট্রেট এই বিষয়ে নীরবতা পালন করেন। এ বিষয়ে সারণী-৮ দ্রষ্টব্য।

সারণী - ৮

সাক্ষ্য বিলের টাকা যথাসময়ে না পাওয়া সাক্ষীদের অনুপস্থিতির অন্যতম কারণ কিনা

মতামত	উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এন = ৬৪)	শতকরা
সাক্ষ্য বিলের টাকা না পাওয়া সাক্ষীদের অনুপস্থিতির অন্যতম কারণ	৭	১০.৯৪
সাক্ষ্য বিলের টাকা না পাওয়া সাক্ষীদের অনুপস্থিতির অন্যতম কারণ নয়	৩৮	৫৯.৩৭
নিরুত্তর	১৮	২৮.১৩
অন্যান্য*	১	১.৫৬
মোট	৬৪	১০০.০০

* পুলিশ কর্তৃপক্ষ এলিটদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তদন্তের 'নিরপেক্ষতার অভাব' সাক্ষীদের অনুপস্থিতির কারণ।

(গ) সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ সংক্রান্ত

উপজেলা আদালতে মামলার নির্দিষ্ট দিনে আনীত সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হয় কিনা সে সম্পর্কে কিছু তথ্য ৯ নং সারণীতে পরিবেশিত হলো।

সারণী - ৯

উপজেলা আদালতে মামলার নির্দিষ্ট দিনে আনীত সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পর্কে মতামত

বাদী ও মতামত	বাদী ও (এন = ৩২)	শতকরা
সাক্ষীর সাক্ষ্য নেয়া হয়	১২	৩৭.৫০
সাক্ষীর সাক্ষ্য নেয়া হয়না	১৩	৪০.৩২
নিরুত্তর	৭	২২.১৮
মোট	৩২	১০০.০০

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যায় বাদী ও আসামীদের শতকরা ৪০.৩২ ভাগ জানান যে, নির্দিষ্ট দিনে আনীত সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য নেয়া হয়না। বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইতিপূর্বে দেখা গেছে যে, বাদীর পক্ষে এমনিতেই কোর্টে সাক্ষী হাজির করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল ব্যাপার। তারপর যদি আনীত সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ না করা হয় তাহলে বাদী নিশ্চয়ই আরও বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পরের তারিখে তাকে আবার সাক্ষী হাজির করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। যারফলে বাদীকে বহুবিধ হয়রানীর সম্মুখীন হতে হয় এবং মামলার নিস্পত্তিতে বিলম্ব ঘটে।

এখানে আইনজীবীদের পূর্বোল্লেখিত মতামত বিবেচ্য। তাঁদের শতকরা ৪০ ভাগ ম্যাজিস্ট্রেটদের অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকাকে মামলা নিস্পত্তির অন্যতম অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আর অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার কারণেই অনেক সময় নির্দিষ্ট দিনে আনীত সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা ম্যাজিস্ট্রেটদের পক্ষে সম্ভব হয়না।

সারণী - ১০

গবেষণাধীন ৪ টি উপজেলার ১৯৮৭ সালে নিস্পত্তিকৃত ৪টি সি,আর ও ৪ টি জি,আর মামলা পরিচালনায় বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনুপস্থিতির কারণে মুলতবী

৪ টি সি,আর মামলা

মামলার নং ও ধারা	বাদীর অনুপস্থিতি (বার)	আসামীর অনুপস্থিতি (বার)	সাক্ষীর অনুপস্থিতি (বার)	তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুপস্থিতি (বার)	চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের (ডাক্তার) অনুপস্থিতি (বার)	আইনজীবীর অনুপস্থিতি (বার)	ম্যাজিস্ট্রেটের অনুপস্থিতি/ অন্যকাজে (ব্যস্ততা) (বার)	মোট প্রদত্ত তারিখ সংখ্যা	মামলা নিস্পত্তির ব্যয়িত সময়
মুকসুদপুর-১৫২/৮৭ ১৪৭/৪৪৭/৩৭৯ বিপিসি	৫	৩	-	-	-	২	১	১৬	১৬৩ দিন
শিবগঞ্জ-৭৫সি/৮৭ ৬(৫) মুঃপাঃ আইন	২	২	৩	-	-	১	৩	১৮	১৭৭ "
ভালুকা-২৮/৮৭ ১৪৭/৩৭৯/৩৩৪ বিপিসি	-	-	৭	-	-	-	-	১২	১১১ "
শ্রীমঙ্গল ১১৪/৮৭ ৩২৩/৩২৪ বিপিসি	-	-	-	-	২	-	২	১৫	১৬৮ "
মোট	৭	৫	১০	-	২	৩	৬	৬১	

৪টি জি,আর, মামলা

মামলার নং ও ধারা	বাদীর অনুপস্থিতি (বার)	আসামীর অনুপস্থিতি (বার)	সাক্ষীর অনুপস্থিতি (বার)	তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুপস্থিতি (বার)	চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের (ডাক্তার) অনুপস্থিতি (বার)	আইনজীবীর অনুপস্থিতি (বার)	ম্যাজিস্ট্রেটের অনুপস্থিতি/ অন্যকাজে (ব্যস্ততা) (বার)	মোট প্রদত্ত তারিখ সংখ্যা	মামলা নিস্পত্তির ব্যয়িত সময়
মকসুদপুর - ৭০/৮৭ ৩৯৭	-	৩	-	-	-	-	-	১৫	১৬১ "
শিবগঞ্জ ২৮/৮৭ ১৫৬(৮১) শুল্ক আইন	-	২	৭	-	-	-	-	১৮	১৭৩ "
ভালুকা ৪১/৮৭ ৩২৩/৩৮০/৪২৭	২	-	২	৪	৩	-	-	১৩	১২০ "
শ্রীমঙ্গল ৮৭/৮৭ ২৭৯/৩৩৮(খ)	১	-	৩	৪	-	-	-	১৪	১০২ "
মোট	৩	৫	১২	৮	৩	-	-	৬০	

সারণী - ১১

প্রাক্তন ঢাকা জেলা(উত্তর) বর্তমান গাজীপুর জেলার ৪টি সি,আর, ও ৪টি জি,আর মামলা পরিচালনায় প্রদত্ত তারিখ সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুপস্থিতির হার(সংশোধনী জারীর পূর্বে)

৪টি সি,আর মামলা

মামলার নং ও ধারা	বাদীর অনুপস্থিতি	আসামীর অনুপস্থিতি	সাক্ষীর অনুপস্থিতি	তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুপস্থিতি	চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের (ডাক্তার) অনুপস্থিতি	আইনজীবীর অনুপস্থিতি	বিচারকের অনুপস্থিতি	রায় প্রস্তুত না হওয়া	মোট প্রদত্ত তাং সংখ্যা	মামলা নিষ্পত্তি করনে ব্যয়িত সময়
ঢাকা - ৫৪২২/৭৪ ধারা-৪৮৮সিআরপিসি	২	৬	-	-	-	-	৪	-	৩৬	১৪৬ দিন
ঢাকা-১৮৩এ৪/৮১ ধারা-১০৭/১১৭	২	-	-	-	-	-	১	-	৭	১৭৪ "
ঢাকা-৪৫৫এ১/৮০ ধারা-৪২৭বিপিসি	-	৪	১	-	-	৩	৬	১	৩৪	৮৫০ "
ঢাকা-১৪৮৬এ১/৮০ ধারা-১৮৮ বিপিসি	৩	২	-	-	-	-	৩	-	১৮	৫২৮ "
মোট	৭	১২	১	-	-	৩	১৪	১	৯৫	

৪ টি জি,আর, মামলা

মামলার নং ও ধারা	বাদীর অনুপস্থিতি	আসামীর অনুপস্থিতি	সাক্ষীর অনুপস্থিতি	তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুপস্থিতি	চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের (ডাক্তার) অনুপস্থিতি	আইনজীবীর অনুপস্থিতি	বিচারকের অনুপস্থিতি	রায় প্রস্তুত না হওয়া	মোট প্রদত্ত তাং সংখ্যা	মামলা নিষ্পত্তি করনে ব্যয়িত সময়
ঢাকা-৮১৭/৭৮ ধারা-৩২৩/৩৭৯	২	১২	৩	২	-	৫	৭	-	৬১	১৩১৪ দিন
ঢাকা-৫৯১/৭৯ ধারা-৩৭৯/৪১১	-	৫	৩	৩	-	৮	৪	-	৩৮	৮৮০ "
ঢাকা-৫০৭/৭৯ ধারা-৪/এস/৩২৫/৩২৩/৩৭৯	-	২	-	-	-	১	-	-	১১	৮১০ "
ঢাকা-৩৩/৮২ ধারা-৩২৫ বিপিসি	-	২	২	২	-	৪	৩	-	২০	৩৬৫ "
মোট	২	২১	১০	৭	-	১৮	১৪	-	১১২	

বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার স্বার্থে সরকার কার্যবিধি সংশোধন পূর্বক বিধান করেছেন যে, আদালতে আনীত সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ ম্যাজিস্ট্রেট এর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনার সত্যতা যাঁচাই করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, ম্যাজিস্ট্রেটদের অন্যান্য কাজে ব্যস্ততা রোধের উদ্দেশ্যে এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আইনজীবীদের সহযোগিতায় তাঁদের বিশেষ কর্মকৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন।

সংশোধনীর পদ্ধতিগত প্রতিবন্ধক সমূহ

মামলার রেকর্ড পর্যবেক্ষন এবং গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে ফৌজদারী মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অনুভূত প্রতিবন্ধক সমূহ উপরে আলোচিত হলো। তাছাড়া উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, পর্যায়ক্রমে বিচার কার্যের সময়সীমা বাড়ানো সংশোধনী সমূহের মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ও স্ববিরোধী।

ফৌজদারী কার্যবিধির পর পর পাঁচটি সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার কার্যের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হলেও পদ্ধতিগত কিছু অন্তরায় ও অন্তর্নিহিত একটি মামলা পরিচালনার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে। পদ্ধতিগত ও অন্তর্নিহিত অন্তরায় সমূহ নিম্নে আলোচিত হলো;

- বিচারের জন্য মামলা প্রাপ্তির তারিখ থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলার বিচার কার্য সম্পন্ন করতে হয়। কিন্তু উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট মামলা চলাকালীন সময়ে অন্যত্র বদলী হয়ে গেলে (যা প্রতিনিয়ত: হয়ে থাকে) মামলাটি বিচারের জন্য অপর এক ম্যাজিস্ট্রেট- এর নিকট বদলী করা হয়। উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা প্রাপ্তির তারিখ থেকে বিচারকার্যের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা গণনা নতুন করে শুরু হয়। উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটও যদি অন্যত্র বদলী হয়ে যান তাহলে মামলা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া অনুরূপভাবে প্রলম্বিত হয়।

- মামলার বিচারকার্য চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছুটি অথবা প্রশিক্ষণে থাকলে উক্ত দিনগুলো নির্ধারিত সময়সীমা গণনা থেকে বাদ দেয়া হয়ে থাকে যদিও এ ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক নির্দেশ নেই। তাছাড়া প্রকৃতিক দুর্যোগ যথা বন্যা, খরা, ঘুর্নিঝড় ইত্যাদির জন্য অফিসের কাজকর্ম সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হলে সংশ্লিষ্ট দিনগুলো নির্ধারিত সময়সীমা গণনার আওতা বহির্ভূত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

- সরকারী ছুটির দিনগুলো বাদে বাকি দিনগুলো কার্যদিবস হিসেবে গণ্য হওয়ার কথা। কিন্তু সরকার ঘোষিত ঐচ্ছিক ছুটির দিনগুলো যদি ম্যাজিষ্ট্রেট ভোগ করেন তবে সেগুলো সময়সীমা গণনা থেকে বাদ যাবে কিনা এ ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ নেই। অনেক সময় চাঁদ দেখার ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক ছুটি ঘোষণা পরিবর্তন হয়ে থাকে। বিচারের জন্য নির্ধারিত ঐ দিনগুলো বিঘ্নিত হয়। এ সকল কারণে ক্যালেন্ডার দেখে ১৫০টি বা ২৭০টি কার্যদিবস গুনে গুনে হিসেব করে সঠিক ভাবে বের করতে হেরফের হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট আশংকা থাকে।

- অনেক ক্ষেত্রেই মামলা চলাকালীন সময়ে কার্যবিধির ৫২৮ ধারায় মামলার রেকর্ড দায়রা জজ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে তলব করে নিয়ে নেয়া হয়। ৫২৮ ধারার শুনানী সমাপ্ত করার জন্য সংশোধনী সমূহে কোন সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। ফলে সেখানে মামলার শুনানী স্বাভাবিক ভাবেই বিলম্বিত হতে পারে। ৫২৮ ধারায় রেকর্ড তলব করে নিয়ে নেওয়ার তারিখ থেকে ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে রেকর্ড ফেরৎ প্রাপ্তির তারিখ পর্যন্ত দিনগুলো বিচার কার্যের জন্য নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে গণনা করা হয়না। ৪টি নমুনা উপজেলায় ১৯৮৭ সনে ৫২৮ ধারার দরখাস্ত মূলে উর্দ্ধতন আদালতে স্থানান্তরিত মামলার সংখ্যা দেখানো হলো।

সারণী - ১২

১৯৮৭ সালে ৫২৮ ধারার দরখাস্ত মূলে স্থানান্তরিত মামলার সংখ্যা

উপজেলা	ডি,এম,কোর্ট	এ,ডি,এম,কোর্ট	জজ কোর্ট	মোট
শিবগঞ্জ	২	-	-	২
মকসুদপুর	১৩	-	-	১৩
ভালুকা	৪	১০	-	১৪
শ্রীমংগল	১	-	-	১
মোট	২০	১০	-	৩০

-সাম্প্রতিক সংশোধনীতে জি,আর মামলার ক্ষেত্রে তদন্তের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মামলা বিচারের জন্য প্রস্তুত করণের উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রসেস যথা সমন, গ্রেফতারী পরোয়ানা, ক্রোকী পরোয়ানা ইত্যাদির দ্রুত জারী নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কোন রকম কার্যকরী ব্যবস্থা সংশোধনীতে নির্দেশিত হয়নি। হত্যা মামলায় ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট দাখিল করার একটি প্রশাসনিক আদেশ[২০] ছাড়া অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট দাখিলের জন্য কোন সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য পরিচালনা করার পূর্বশর্ত হিসেবে সরকারী গেজেট এবং একটি বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারের বিধান রাখা হয়েছে যা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া কোন কোন মামলার রেকর্ড জামিন সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনার উদ্দেশ্যে উচ্চ আদালতে স্থানান্তর হয়ে থাকে এবং সেখান থেকে রেকর্ড ফিরে আসতে কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ বিলম্ব হয়। এ সমস্ত কারণে বিচারের জন্য মামলা প্রস্তুত করতে যথেষ্ট সময় ব্যয় হয়।

২০। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের ৭-১-৮২ তারিখের সিডি/সিওএম/৩(২১)/৮২-৩১০ নং অফিস স্মারকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট দাখিল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার কার্যের সময়সীমা গণনায় অনুভূত মত পার্থক্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এখানে কার্যদিবসের পরিবর্তে ম্যাজিস্ট্রেট এবং দায়রা জজ কর্তৃক বিচার কার্যের জন্য ঢালাওভাবে যথাক্রমে ৬ মাস এবং ১ বৎসর করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা যেতে পারে। তাছাড়া বিচারের জন্য মামলা প্রস্তুত করণ জনিত আবশ্যকীয় কার্যাদি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি সুবিবেচনার দাবী রাখে।

২। সংশোধনী-উত্তর ও সংশোধনী-পূর্ব অবস্থায় ফৌজদারী মামলা দায়ের ও নিস্পত্তির প্রবনতা।

সাম্প্রতিক সংশোধনী সমূহের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী আদালত স্থাপন পূর্বক বিচার জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাতে স্থানীয় জনগণের মধ্যে মামলা রুজু করার প্রবনতা বেড়ে গিয়েছে কিনা এবং মামলা প্রত্যাশিতভাবে দ্রুত নিস্পত্তি হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার জন্য ৪টি নমুনা উপজেলা-সংশ্লিষ্ট ২টি মহকুমার উপজেলা-উত্তর তিন বৎসর এবং উপজেলা-পূর্ব ৩ বৎসরের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে (বাকি ২টি মহকুমার তথ্য পাওয়া যায়নি)। অনুরূপভাবে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে বাংলাদেশের ১২টি জেলায় উপজেলা-উত্তর তিন বৎসর এবং উপজেলা- পূর্ব তিন বৎসরে দায়ের ও নিস্পত্তিকৃত মামলার তথ্য (পরিশিষ্ট-'ঘ' দ্রষ্টব্য) সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো।

মামলা রুজুর প্রবনতা

নমুনা উপজেলা সংশ্লিষ্ট নবাবগঞ্জ এবং মৌলভী বাজার মহকুমায় উপজেলা সৃষ্টির পূর্বের ৩ বৎসর এবং উপজেলা সৃষ্টির পরের তিন বৎসরে দায়েরকৃত এবং নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১৩ নং সারণীতে দেখানো হলো। দেখা যায় উপজেলা-পূর্ব তিন বৎসরে(১৯৮০, ১৯৮১, ১৯৮২) উক্ত দুইটি মহকুমায় দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা ছিল ১৩,৬৪৬। কিন্তু উপজেলা-উত্তর তিন বৎসরে(১৯৮৫, ১৯৮৬, ১৯৮৭) মোট দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা দাড়িয়েছে ১৫,৮৫২। অর্থাৎ উপজেলা আদালত প্রতিষ্ঠার পর মামলা রুজু করার প্রবনতা শতকরা ১৬.১৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে সংগৃহীত বাংলাদেশের ১২ টি জেলার উপজেলা-পূর্ব তিন বৎসর(১৯৮০,১৯৮১, ১৯৮২) এবং উপজেলা-উত্তর তিন বৎসরে(১৯৮৫, ১৯৮৬, ১৯৮৭) দায়েরকৃত ও নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা সারণী-১৪তে দেখানো হলো।

এতথ্য সুম্চলেখ-৩ এ প্রদর্শিত হলো। দেখা যায় উপজেলা সৃষ্টির পূর্বে উক্ত ৩২ টি জেলায় ৩ বৎসরে মোট দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ছিল ৩,৫৩,২৫৮ টি। কিন্তু উপজেলা সৃষ্টির পরে তিন বৎসরে মোট দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪,৩৪,৬০১ টি। অর্থাৎ উপজেলা আদালত প্রতিষ্ঠার পর মামলা রুজু করার প্রবনতা শতকরা ২৪.০৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তন্মধ্যে জি,আর মামলা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭.৩৫% , সি,আর মামলা ৮.৫% এবং অন্যান্য মামলা ৪২.৩২%।

সুতরাং উপরোক্ত তথ্য থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে উপজেলা আদালত প্রতিষ্ঠার পর স্থানীয় পর্যায়ে মামলা রুজু করার প্রবনতা গড়পড়তাভাবে এক চতুর্থাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মামলা নিস্পত্তির প্রবনতা

নমুনা উপজেলা সংশ্লিষ্ট নবাবগঞ্জ এবং মৌলভী বাজার মহকুমায় উপজেলা সৃষ্টির পূর্বের তিন বৎসরে এবং উপজেলা সৃষ্টির পরের ৩ বৎসরে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা এবং মামলা নিস্পত্তির হার ১৩নং সারণীতে প্রদর্শিত হয়েছে। দেখা যায় উপজেলা সৃষ্টির পূর্বে তিন বৎসরের উক্ত দুইটি মহকুমায় মোট নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ছিল ১১,৩৩৬ টি। কিন্তু উপজেলা সৃষ্টির পরে তিন বৎসরে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০,৯৫৩। অর্থাৎ মামলা নিস্পত্তির হার পূর্বের চেয়ে শতকরা ৩.৩৭ ভাগ কমেছে। অন্যদিকে বাৎসরিক নিস্পত্তির হার বিবেচনা করলে দেখা যায় উপজেলা সৃষ্টির পূর্বে মামলা নিস্পত্তির হার ছিল ৮৩.১% এবং উপজেলা সৃষ্টির পরে ৬৬.১%। অর্থাৎ উপজেলা আদালত প্রতিষ্ঠার পর উক্ত দুইটি মহকুমায় মামলা নিস্পত্তির গতি অপ্রত্যাশিত ভাবে হ্রাস পেয়েছে।

অন্যদিকে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে সংগৃহীত এবং ১৪ নং সারণীতে প্রদর্শিত ৩২টি জেলায় নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা থেকে দেখা যায় উপজেলা সৃষ্টির পূর্বের তিন বৎসরে এই ৩২টি জেলায় মোট নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ছিল ৩,০০,৬২৩।

এবং উপজেলা সৃষ্টির পরের তিন বৎসরে নিষ্পত্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩,৩৯,১৭৪। অর্থাৎ নিষ্পত্তির সংখ্যা শতকরা ১৩'০৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু দায়েরকৃত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার বাৎসরিক তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় উপজেলা আদালত প্রতিষ্ঠার পূর্বে মামলা নিষ্পত্তির হার ছিল শতকরা ৮৫'৮৩ ভাগ এবং উপজেলা আদালত প্রতিষ্ঠার পর উক্ত হার কমে শতকরা ৭৮'২৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ সংখ্যার দিক থেকে নিষ্পত্তি ১৩'০৯% বৃদ্ধি পেলেও নিষ্পত্তির হার শতকরা ৭'৬ ভাগ কমেছে।

বাৎসরিক নিষ্পত্তির হার পর্যালোচনা করে আরও দেখা যায় যে উপজেলা সৃষ্টির পর মামলা নিষ্পত্তির হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৮৬ সনে বিচার কার্যের সময়সীমা ৯০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১৫০ দিন নির্ধারণ করার পরে নিষ্পত্তির হার দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮৭ সনে নিষ্পত্তির হার দাঁড়িয়েছে শতকরা ৭৪'৫৭ ভাগ।

উপরোক্ত তথ্য থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে উপজেলা আদালত প্রতিষ্ঠার পর সংখ্যার দিক থেকে মামলার নিষ্পত্তি বৃদ্ধি পেলেও নিষ্পত্তির হার কমেছে এবং ক্রমান্বয়ে তা হ্রাস পাচ্ছে। তা থেকে একথা বলা যেতে পারে যে উপজেলা-পূর্ব ম্যাজিস্ট্রেটদের মামলা নিষ্পত্তির দক্ষতা উপজেলা-উত্তর ম্যাজিস্ট্রেটদের তুলনায় বেশী ছিল। তাছাড়া পর্যায়ক্রমে বিচার কার্যের সময়সীমা বাড়ানো মামলা নিষ্পত্তির হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার একটি প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

চারটি নমুনা উপজেলায় ১৯৮৭ সনে দায়েরকৃত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা এবং নিষ্পত্তির হার ১৫নং সারণীতে দেখানো হলো। এতে দেখা যায় শিবগঞ্জ উপজেলায় মামলা নিষ্পত্তির হার শতকরা ৭৮'৬৪ ভাগ, মুকসুদপুর উপজেলায় শতকরা ৬৮'৬৭ ভাগ, ভালুকা উপজেলায় ৫৮'৭৬ ভাগ এবং শ্রীমঙ্গল উপজেলায় ৮৩'৩৯ ভাগ। অর্থাৎ শ্রীমঙ্গল উপজেলায় মামলা নিষ্পত্তির হার সবচেয়ে বেশী (৩২টি জেলায় উপজেলা-পূর্ব অবস্থার অনুরূপ) এবং ভালুকা উপজেলায় সব চেয়ে কম।

সারণী - ১৩

নমুনা উপজেলা সংশ্লিষ্ট নবাবগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার মহকুমার ৬ বৎসরের (উপজেলা-পূর্ব তিন বৎসর ও উপজেলা-উত্তর তিন বৎসর) মোট দায়েরকৃত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার (জি,আর, সি,আর, মিস) সংখ্যা*

সাল	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা			নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			নিষ্পত্তির হার
	নবাবগঞ্জ	মৌলভীবাজার	মোট	নবাবগঞ্জ	মৌলভীবাজার	মোট	
১৯৮০	১৬৯৩	৩০১৫	৪৭০৮	১৬৭২	২২৬৭	৩৯৩৯	৮৩.৭
১৯৮১	১৭৫৩	২৫৯৫	৪৩৪৮	১৭৩৩	১৮৯৯	৩৬৩২	৮৩.৫
১৯৮২	১৬০১	২৯৮৯	৪৫৯০	১৫৮০	২১৮৫	৩৭৬৫	৮২.০
মোট	৫০৪৭	৮৫৯৯	১৩৬৪৬	৪৯৮৫	৬৩৫১	১১৩৩৬	৮৩.১
১৯৮৫	১৭৬৯	৩৩৭৫	৫১৪৪	১০৯৮	২২৮৮	৩৩৮৬	৬৫.৮
১৯৮৬	১৬৫৭	৩৭৮১	৫৪৩৮	১০৪৬	২৭৯৬	৩৮৪২	৭০.৬
১৯৮৭	১৩৪৯	৩৯১১	৫২৭০	৭৪৭	২৯৭৮	৩৭২৫	৭০.৭
মোট	৪৭৭৫	১১০৭৭	১৫৮৫২	২৮৯১	৮০৬২	১০৯৫৩	৬৯.১
বৃদ্ধি			১৬.১৭%			-৩.৩৭%	

* নমুনা-উপজেলা সংশ্লিষ্ট গোপালগঞ্জ এবং ময়মনসিংহ সদর মহকুমার তথ্য পাওয়া যায়নি ।

সারণী - ১৪

বাংলাদেশের ৩২টি জেলার উপজেলা-পূর্ব ও উপজেলা-উত্তর ৬ বছরের দায়ের ও নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা

সাল	দায়েরকৃত মামলা				নিষ্পত্তিকৃত মামলা				নিষ্পত্তির শতকরা
	জি, আর	সি, আর	অন্যান্য	মোট	জি, আর	সি, আর	অন্যান্য	মোট	
১৯৮০	২৭,৬৮১	৪৪,৫৯৩	৩৩,৪৮১	১,০৫,৭৫৫	১৫,৪৮৯	৩৭,১১৭	৩৬,৯৫৮	৮৯,৬৪৪	৮৪.৭৭
১৯৮১	২৭,০০৬	৪১,৪৯৬	৩৯,৩৫৭	১,০৭,৮৬৯	১৫,০৬১	৩৬,৩০৩	৪০,১০৭	৯১,৪৭১	৮৪.৮০
১৯৮২	২০,১০৪	৪৭,৩৫৯	৬৯,১৭১	১,৩৬,৬৩৪	১৬,৭৩৪	৪৬,১৫৭	৫৬,৬১৭	১,১৯,৫০৮	৮৭.৪৭
মোট	৭৪,৮২১	১,৩৩,৪৪৮	১,৪২,৯৮৯	৩,৫০,২৫৮	৪৭,২৮৪	১,১৯,৬৫৭	১,৩৩,৬৮২	৩,০০,৬২৩	৮৫.৮৩
১৯৮৫	৩০,৯২৪	৫৪,৫৩৮	৭৬,০৩৩	১,৬১,৪৯৫	১৮,৪৪৭	৪৫,৮১৫	৬৫,৩০১	১,২৯,৫৬৩	৮০.২৩
১৯৮৬	২৮,৫২৬	৪৭,৯৮৮	৭৩,৩০৬	১,৪৯,৮২০	১৭,০৩৪	৪০,৫৭৭	৬০,৮০৬	১,১৮,৪৬৭	৭৯.০৭
১৯৮৭	২৮,৩৫০	৪২,২০৬	৫২,৭৩৮	১,২৩,২৯৪	১৫,৯৫৮	৩৪,১৫১	৪১,৮৩৫	৯১,৯৪৪	৭৪.৫৭
মোট	৮৭,৮০০	১,৪৪,৭৩২	২,০২,০৭৭	৪,৩৪,৬০৯	৫১,৪৩৯	১,২০,৫৪০	১,৬৭,৯৭২	৩,৩৯,৯৭৪	৭৮.২৩
বৃদ্ধি	১৭.৩৪%	৮.৪৬%	৪২.৩২%	২৪.০৮%				১৩.০৯%	

সারণী - [illegible]

১৯৮৭ সালে ৪টি নমুনা উপজেলায় দায়ের ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা

উপজেলা	মামলার ধরণ	মামলার সংখ্যা		নিষ্পত্তির শতকরা হার
		দায়েরকৃত	নিষ্পত্তিকৃত	
শিবগঞ্জ	জি,আর, মামলা	১৯৬	১৩৯	৭০°৯২
	সি,আর, মামলা	১৬২	১৪০	৮৬°৪২
	মিস, মামলা	৫৪	৪৫	৮৩°৩৩
	মোট	৪১২	৩২৪	৭৮°৬৪
মুকসুদপুর	জি,আর, মামলা	১০৬	৮৪	৭৯°২৫
	সি,আর, মামলা	২১৫	১২৭	৫৯°০৭
	মিস, মামলা	৭৫	৬১	৮১°৩৩
	মোট	৩৯৬	২৭২	৬৮°৬৭
ভালুকা	জি,আর, মামলা	১৪৩	৭৮	৫৪°৫৫
	সি,আর, মামলা	৩৯৬	২১৯	৫৫°৩০
	মিস, মামলা	১০৬	৮২	৭৭°৩৬
	মোট	৬৪৫	৩৭৯	৫৮°৭৬
শ্রীমঙ্গল	জি,আর, মামলা	৪২৭	৩৬০	৮৪°৩১
	সি,আর, মামলা	২৬৭	২১৯	৮২°০২
	মিস, মামলা	৮৩	৬৯	৮৩°১৩
	মোট	৭৭৭	৬৪৮	৮৩°৩৯
	সর্বমোট -	২২৩০	১৬২৩	৭২°৭৮

সারণী - ১৬

১৯৮৭ সালে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা, প্রকৃতি ও নিষ্পত্তির হার

উপজেলা	নিষ্পত্তির প্রকৃতি	জি,আর	সি,আর	মিস কেইস	মোট
শিবগঞ্জ	সাজাপ্রাপ্ত	২৩	১৯	-	৪২(১২.৯)
	খালাস প্রাপ্ত	১১৩	১০৯	-	২২২(৬৮.৬)
	ডিস চার্জড	০৩	১২	-	১৫(৪.৬)
	নিষ্পত্তিকৃত	-	-	৪৫	৪৫(১৩.৯)
	মোট	১৩৯	১৪০	৪৫	৩২৪(১০০)
মুকসুদপুর	সাজাপ্রাপ্ত	৫	০১		৬(২.২)
	খালাসপ্রাপ্ত	৫৪	৭৭	-	১৩১(৪৮.২)
	ডিসচার্জড	২৫	৪৯	-	৭৪(২৭.২)
	নিষ্পত্তিকৃত	-	-	৬১	৬১(২২.৪)
	মোট	৮৪	১২৭	৬১	২৭২(১০০)
ভালুকা	সাজাপ্রাপ্ত	২৪	০৮		৩২(৮.৪)
	খালাসপ্রাপ্ত	৩৩	১৪৬	-	১৭৯(৪৭.৩)
	ডিসচার্জড	২১	৬৫	-	৮৬(২২.৭)
	নিষ্পত্তিকৃত	-	-	৮২	৮২(২১.৬)
	মোট	৭৮	২১৯	৮২	৩৭৯(১০০)
শ্রীমঙ্গল	সাজাপ্রাপ্ত	১৬৮	২৬	-	১৯৪(২৯.৯)
	খালাসপ্রাপ্ত	১৮০	১৮৪	-	৩৬৪(৫৬.২)
	ডিসচার্জড	১২	০৯	-	২১(৩.২)
	নিষ্পত্তিকৃত	-	-	৬৯	৬৯(১০.৭)
	মোট	৩৬০	২১৯	৬৯	৬৪৮(১০০)
	সর্বমোট	৬৬১	৭০৫	২৫৭	১৬২৩(১০০)
	সাজাপ্রাপ্ত	২২০	৫৪	-	২৭৪(১৬.৯)
	খালাসপ্রাপ্ত	৩৮০	৫১৬	-	৮৯৬(৫৫.২)
	ডিসচার্জড	৬১	১৩৫	-	১৯৬(১২.১)
	নিষ্পত্তিকৃত	-	-	২৫৭	২৫৭(১৫.৮)

বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা মামলা নিষ্পত্তির শতকরা হার বুঝাচ্ছে।

নমুনা উপজেলায় ১৯৮৭ সনে নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিভাজন ও প্রকৃতি ১৬নং সারণীতে দেখানো হলো। দেখা যায় নিষ্পত্তিকৃত মোট ১৬২৩ টি মামলার মধ্যে জি, আর মামলা ছিল ৬৬১, সি,আর ৭০৫ এবং অন্যান্য ২৫৭ টি। ৬৬১ টি নিষ্পত্তিকৃত জি আর মামলার মধ্যে খালাসপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ৩৮০টি(৫৭'৫%) এবং ৭০৫টি সি আর মামলার মধ্যে ৫১৬(৭৩'২%) টি। সার্বিক ভাবে মোট নিষ্পত্তিকৃত ১৬২৩টি মামলার মধ্যে মাত্র ১৬'৯% মামলায় শাস্তি আরোপ করা হয়েছে এবং শতকরা ৫৫'২ ভাগ মামলায় আসামীরা খালাস পেয়েছে। খালাসপ্রাপ্ত এবং ডিসচার্জড এর সংখ্যা দুই তৃতীয়াংশ(৬৭'৩%)। তন্মধ্যে সি আর মামলায় খালাস ও ডিসচার্জড এর সংখ্যা সর্বাধিক(৪০'১১%)।

শ্রীমঙ্গল উপজেলায় সাজাপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। সেখানে শতকরা ২১'৯ ভাগ মামলায় অর্থাৎ প্রায় এক তৃতীয়াংশ মামলায় আসামীরা দন্ডপ্রাপ্ত হচ্ছে। অপরদিকে মুকসুদপুর উপজেলায় সাজাপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা সবচেয়ে কম। সেখানে মাত্র ২'২% মামলায় আসামীরা দন্ডপ্রাপ্ত হচ্ছে। শিবগঞ্জ উপজেলায় খালাস প্রাপ্ত মামলার হার সবচেয়ে বেশী(৬৮'৬%)।

সাম্প্রতিক সংশোধনীর ফলে উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত হয়েছে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে ৬৪ জন উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও ২০ জন আইনজীবীর মতামত ১৭নং সারণীতে দেখানো হলো। দেখা যায় শতকরা ৯৮'৪৩ ভাগ উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন আইনের সাম্প্রতিক সংশোধনীর ফলে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু শতকরা ৩৫ ভাগ আইনজীবী মনে করেন যে, সংশোধনী আনা সত্ত্বেও মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত হয়নি।

সারণী - ১৭

সাম্প্রতিক সংশোধনীর ফলে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করণের ক্ষেত্রে মতামত

মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি সম্পর্কে মতামত	উত্তরদাতা	
	উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এন = ৬৪)	আইনজীবী (এন=২০)
মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত হয়েছে	৯৮˙৪৩	৬৫˙০০
মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত হয়নি	১˙৫৭	৩৫˙০০
নিরুত্তর	-	-
মোট	১০০˙০০	১০০˙০০

তবে সারণী-১০ এবং সারণী-১১ থেকে দেখা যায় উপজেলা আদালত স্থাপনের পরে ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিতে ব্যয়িত সময় কাল পূর্বের চেয়ে অনেক কম। অর্থাৎ বিচার কার্যের সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার ফলে এখন পূর্বের চেয়ে অনেক কম সময়ের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে।

৩। সাম্প্রতিক সংশোধনী সমূহের আলোকে ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক প্রসংগ

ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিকরণে অনুভূত প্রতিবন্ধক সমূহ এবং উপজেলা-পূর্ব ও উপজেলা-উত্তর মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির প্রবনতা উপরে আলোচিত হয়েছে। গবেষণা লব্ধ তথ্যের আলোকে ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত অন্যান্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রসংগ নিম্নে আলোচিত হলো।

বিচারের গুণগত মান

" Justice delayed, justice denied"[21] প্রবাদটি যতটুকু "Justice hurried, justice burried" প্রবাদটিও ততটুকু বিবেচ্য। মামলায় দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আনীত সাম্প্রতিক সংশোধনী সমূহের ফলে বিচার কার্যের গুণগত মান ব্যাহত হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, আইনজীবী ও বিশিষ্ট নাগরিকদের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে ৬৪ জন উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ২০ জন আইনজীবী ও ৪০ জন বিশিষ্ট নাগরিক এর মতামত ১৮ নং সারণীতে দেখানো হলোঃ

21. Report of the criminal law reforms committee, may 31,1982, chapter-I,page-1.

সারণী - ১৮

মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করণের উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিক সংশোধনী সমূহের ফলে বিচারের গুণগত মান হ্রাস বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মতামত

(শতকরা হারে প্রকাশিত)

মতামত	উত্তরদাতা		
	উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এন = ৬৪)	আইনজীবী (এন = ২০)	বিশিষ্ট নাগরিক (এন = ৪০)
গুণগত মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে	১২.৫০	১০.০০	-
গুণগত মান মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে	৫৭.৮১	৩০.০০	৩২.৫০
গুণগত মান বৃদ্ধি পায়নি	২৫.০০	৩০.০০	২৫.০০
গুণগত মান হ্রাস পেয়েছে	৩.১২	৩০.০০	৪২.৫০
নিরুত্তর	১.৫৭	-	-
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

শতকরা ৫৭.৮১ ভাগ উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ৩০.০০ ভাগ আইনজীবী এবং ৩২.৫০ ভাগ বিশিষ্ট নাগরিক বলেছেন যে বিচারের গুণগত মান মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে শতকরা ২৫ ভাগ উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে বিচারের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়নি। শতকরা ৩০ ভাগ আইনজীবী এবং শতকরা ২৫ ভাগ বিশিষ্ট নাগরিক অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শতকরা ৪২.৫ ভাগ স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিক বলেছেন যে সাম্প্রতিক সংশোধনী সমূহের ফলে বিচারের গুণগত মান হ্রাস পেয়েছে। শতকরা ৩০ ভাগ আইনজীবী ও শতকরা ৩.১২ ভাগ উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিচারের গুণগত মান হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে শতকরা ১.৫৭ ভাগ উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোন জবাব দেননি।

সাম্প্রতিক সংশোধনী সমূহের ফলে মামলার গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে - একথা উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের শতকরা ৭০.৩১ ভাগ, আইনজীবীদের শতকরা ৪০.০০ ভাগ এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের মাত্র ৩২.৫০ ভাগ স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বিচারের গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে একথা বিশিষ্ট নাগরিকদের শতকরা ৬৭.৫০ ভাগ, আইনজীবীদের শতকরা ৬০ ভাগ এবং উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের শতকরা ২৯.৬৯ ভাগ উত্তরদাতা স্বীকার করেন না। সুতরাং উত্তর দাতাদের মতামতের ভিত্তিতে বলা যায় সাম্প্রতিক সংশোধনী সমূহের মাধ্যমে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে গিয়ে বিচারের গুণগত মান ব্যাহত হয়েছে।

তবে এ অবস্থার জন্য সাম্প্রতিক সংশোধনী এককভাবে দায়ী নয়। এর জন্য দায়ী দেশে বিরাজিত আর্থ-রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, সর্বস্তরে মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট, আইনজীবী, পুলিশ ও সহায়ক ষ্টাফদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার অভাব।

যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ ম্যাজিষ্ট্রেটদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে যথেষ্ট সহায়ক হয়। কিন্তু নিম্নের সারণী থেকে লক্ষ্যনীয় যে উপজেলা পর্যায়ে নিয়োগপ্রাপ্ত বেশ কিছু সংখ্যক ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে।

সারণী - ১১

উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের আইন/মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি

প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ							
	প্রশিক্ষণ পান নাই	৪ দিন	১০ দিন	১৫ দিন	১মাস	২মাস	মোট	শতকরা
আইন বিষয়ক	-	-	-	-	১৬	৪১	৫৭	৮৯.০৬
মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত	-	১	১	১	২	-	৫	৭.৮১
কোন প্রশিক্ষণ পান নাই	২	-	-	-	-	-	২	৩.১৩
মোট	২	১	১	১	১৮	৪১	৬৪	১০০.০০
শতকরা	৩.১৩	১.৫৬	১.৫৬	১.৫৬	২৮.১৩	৬৪.০৬	১০০.০০	

দেখা যায়, শতকরা ৮৯.০৬ ভাগ উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে মাত্র ১ মাস অথবা ২ মাসের আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে মাঠে পাঠানো হয়েছে। মাত্র ৭.৮১ ভাগ উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। ৩.১৩ ভাগ উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কোন রকম প্রশিক্ষণ ছাড়াই স্থানীয় পর্যায়ে মামলা পরিচালনার কাজ করছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটদের অভিজ্ঞতার অভাব এই মর্মে শতকরা ৯০ ভাগ আইনজীবীর যে অভিমত ২নং সারণীতে ব্যক্ত করা হয়েছে। তা উপরোক্ত তথ্য থেকে সমর্থিত হয়।

বিচার কার্যের সময়সীমা সংক্রান্ত

বিচার কার্যের সময়সীমা বেঁধে দেয়ার ফলে কার্যবিধির ৩৩৯ সি(৪) ধারা মতে কোন মামলার বিচার কার্য বন্ধ করা হয়েছে কিনা এবং কোন আসামীকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে কি না এ সংক্রান্ত ৬৪ টি উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের তথ্য যথাক্রমে ২০ ও ২১ নং সারণীতে দেখানো হলো। দেখা যায়, সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার কারণে শতকরা ১০'৯৪ ভাগ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অনুর্ধ ৬টি মামলার বিচার কার্য বন্ধ করতে হয়েছে এবং কোন কান মামলায় ১২ জনের বেশী অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

বিচার কার্যের সময়সীমা বেঁধে দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে মামলার দ্রুত নিস্পত্তি নিশ্চিত করা। তবে নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার কারণে কোন অপরাধী অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবে তা অভিপ্রেত নয়। গবেষণা লব্ধ তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় সময়সীমা বেঁধে দেয়ার কারণে কোন কোন অপরাধী তার দ্বারা সংগঠিত অপরাধের দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাচ্ছে যা আদর্শ বিচার ব্যবস্থার লক্ষণ নয়। কিন্তু বিচারের নামে মামলা দীর্ঘ সময় ঝুলিয়ে রাখাও অভিপ্রেত হতে পারেনা। এটাও আদর্শ বিচার ব্যবস্থার পরিপন্থী। তাই প্রয়োজন বোধে এবং যথাযোগ্য কারণ বিবেচনায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে সময় অতিক্রান্ত মামলার বিচারকার্য পুনরুজ্জীবিত করার বিধান ১৯৮৬ সনের সংশোধনীতে সন্নিবেশিত হয়েছে। উক্ত সংশোধনী অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংযোজিত কার্যবিধির ৩৩৯ ডি ধারায় সরকার প্রয়োজনবোধে যে কোন সময় যে কোন মামলার বিচারকার্য পুনরুজ্জীবিত করার আদেশ প্রদান করতে পারবেন।

সারণী - ২০

উপজেলা আদালতে বিচার কার্যের সময়সীমা নির্দিষ্ট করার ফলে মামলা খারিজের পরিমাণ

খারিজকৃত মামলার সংখ্যা	উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এন = ৬৪)	শতকরা
অনুর্ধ ৩টি মামলা	৪	৬.২৫
৪ - ৬ টি মামলা	৩	৪.৬৯
কোনও মামলা খারিজ হয়নি	৫৭	৮৯.০৬
মোট	৬৪	১০০.০০

সারণী - ২১

উপজেলা আদালতে বিচার কার্যে সময়সীমা নির্দিষ্ট করার ফলে আসামী রিলিজের পরিমাণ

রিলিজপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এন = ৬৪)	শতকরা
অনুর্ধ ৩ জন	-	-
৪ হইতে ৬ জন	৩	৪.৬৯
৭ হইতে ৯ জন	২	৩.১৩
১০ হইতে ১২ জন	-	-
১৩ জন ও তদূর্ধ্ব	২	৩.১৩
কোন আসামী রিলিজ পায়নি	৫৭	৮৯.০৫
মোট	৬৪	১০০.০০

তদন্তের সময়সীমা সংক্রান্ত

নিম্নের সারণী থেকে দেখা যায় তদন্তের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়ার ফলে ৪টি নমুনা উপজেলার ১২ জন তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তার মধ্যে ১১ জনই জানিয়েছেন যে নির্ধারিত সময়সীমার কারণে কোন মামলার তদন্ত বন্ধ করতে হয়নি। একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেননি।

সারণী - ২২

সাম্প্রতিক সময়সীমা নির্ধারণের ফলে তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক তদন্ত বন্ধের সংখ্যা

নির্ধারিত সময়সীমার কারণে কোন মামলার তদন্ত বন্ধ হয়েছে কিনা	তদন্তকারী কর্মকর্তা	শতকরা
হাঁ	০	-
না	১১	৯১.৬৭
নিরুত্তর	১	৮.৩৩
মোট	১২	১০০

তাহলে ধরে নেয়া যায় যে রুজুকৃত জি,আর মামলার তদন্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হচ্ছে। বিশেষ বিশেষ মামলা তদন্তের জন্য অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হলে সংশোধনীতে তারও বিধান রাখা হয়েছে। তদন্তের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে তদন্তকার্য বন্ধ ঘোষিত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট এর অনুমতিক্রমে যে কোন মামলার তদন্ত পুনরুজ্জীবিত করা যায়। দায়রা জজ কর্তৃক বিচারযোগ্য যেকোন মামলার তদন্ত পুনরুজ্জীবিত করার আদেশ সরকার যে কোন সময় দিতে পারবেন। সুতরাং বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় তদন্তের সময় সীমা বেঁধে দেয়া হলেও নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট আসামী অব্যাহতি পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সীমিত।

তদন্তের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়ার ফলে তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তাদের অনুভূত সুবিধা ও অসুবিধা সংক্রান্ত তথ্য পরবর্তী দু'টি সারণীতে দেখানো হলোঃ

সারণী - ২৩

তদন্ত সমাপ্তির সময়সীমা নির্ধারণের ফলে সৃষ্ট সুবিধাদি

সৃষ্ট সুবিধাদি	তদন্তকারী কর্মকর্তা (এন = ১২)	শতকরা
তড়িৎ গতিতে তদন্ত নিষ্পত্তি হচ্ছে	৯	৭৫.০০
বিচার ব্যবস্থা সহজ হয়েছে	৪	৩৩.৩৩
তদন্তকারী অফিসারগণ অহেতুক তদন্ত মুলতবী রাখার সুযোগ পাচ্ছে না	৩	২৫.০০
মানুষ অযথা হয়রান হচ্ছেনা	২	১৬.৬৭
সময়ের অপচয় হচ্ছে না	১	৮.৩৩
কাজের স্পৃহা ও গতি বৃদ্ধি পেয়েছে	১	৮.৩৩
জনগণ মামলার অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে	১	৮.৩৩

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

সারণী - ২৪

তদন্ত সমাপ্তির সময়সীমা নির্ধারণের ফলে সৃষ্ট অসুবিধা

সৃষ্ট অসুবিধা সমূহ	তদন্তকারী কর্মকর্তা (এন = ১২)	শতকরা
তড়িৎ গতিতে তদন্ত সম্পন্ন করতে বাধ্য হবার ফলে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ/রহস্য উদঘাটন সম্ভব হচ্ছে না	১০	৮৩.৩৩
তদন্তের সময়সীমার কারণে তদন্তের গুণগত মান কমে গেছে, ফলে বিচার সঠিক হচ্ছেনা	৩	২৫.০০
জটিল মামলাগুলোর অনেক সূত্রই অসম্পূর্ণ থেকে যায়	৬	৫০.০০
একত্রে অনেকগুলি মোকদ্দমা তদন্তের অসুবিধা হয়	১	৮.৩৩

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

২৩নং সারণীতে দেখা যায় শতকরা ৭৫ ভাগ তদন্তকারী কর্মকর্তা বলেছেন যে, তদন্তের সময়সীমা নির্ধারিত হওয়ার ফলে মামলার তদন্ত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। ৩৩.৩৩% কর্মকর্তা বলেছেন সাম্প্রতিক সংশোধনী সমূহের ফলে তদন্ত প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে। ২৫% কর্মকর্তা বলেছেন, অহেতুক তদন্ত মুলতবী রাখার প্রবণতা কমেছে।

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপজেলা আদালত পরিদর্শন

উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক সময়ে সময়ে কোর্ট পরিদর্শিত হলে কোর্টের বিচার কার্যের ভুল-এুটি যেমন ধরা পড়ে, তেমনি কোর্টগুলো আরও সক্রিয় হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এতে কোর্টের কর্মদক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালত পরিদর্শিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সারণী - ২৫

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উপজেলা আদালত পরিদর্শন করেন কিনা

	উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এন = ৬৪)	শতকরা
পরিদর্শন করেন	৬১	৯৫.৩১
পরিদর্শন করেন না	২	৩.১৩
নিরুত্তর	১	১.৫৬
মোট	৬৪	১০০.০০

২৫ নং সারণীতে দেখা যায়, শতকরা ৯৫.৩১ ভাগ উত্তরদাতা ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছেন যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তাঁদের আদালত পরিদর্শন করে থাকেন। এখানে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হচ্ছেন দায়রা জজ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

উত্তরদাতা ম্যাজিস্ট্রেটদের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল যে ১৯৮৭ সালে তাঁদের কোর্টগুলো দায়রা জজ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কতবার পরিদর্শন করেছেন। তাঁদের উত্তর নিম্নের সারণীতে দেখা যেতে পারে:

সারণী - ২৬

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপজেলা আদালত পরিদর্শন

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ	১৯৮৭ সালে কতবার পরিদর্শিত					
	একবারও নয়	১	২	৩	তদূর্ধ্ব	মোট উত্তরদাতা
দায়রা জজ	৪৩	১৭	-	১	-	৬১
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	১৩	২২	২০	১	৫	৬১
অতিঃ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	১৩	১৯	১০	১০	৯	৬১

মোট উত্তরদাতা ৬১ জন ম্যাজিস্ট্রেট এর মধ্যে ৪৩ জন ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছেন ১৯৮৭ সালে বিজ্ঞ দায়রা জজ তাঁদের কোর্ট পরিদর্শন করেননি, ১৭জন জানিয়েছেন ১ বার পরিদর্শন করেছেন এবং ১ জন জানিয়েছেন ৩ বার পরিদর্শন করেছেন। অনুরূপ ভাবে উক্ত ৬১ জন ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে ১৩ জন জানিয়েছেন ১৯৮৭ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের কোর্ট একবারও পরিদর্শন করেন নি, ২২ জন জানিয়েছেন ১ বার পরিদর্শন করেছেন, ২০ জন জানিয়েছেন ২ বার পরিদর্শন করেছেন, ১ জন জানিয়েছেন ৩ বার পরিদর্শন করেছেন এবং ৫ জন বলেছেন ৩ বারেরও বেশী পরিদর্শন করেছেন।

উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক উপজেলা কোর্ট পরিদর্শনের হার বিশ্লেষণে দেখা যায় দায়রা জজ কর্তৃক পরিদর্শনের হার ততোটা সন্তোষজনক নয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক উপজেলা কোর্ট পরিদর্শনের হারও তেমন সন্তোষজনক নয়। এই অবস্থা কাম্য নয়। অপরিদর্শিত কোর্টগুলি এতে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

চতুর্থ অধ্যায়

সাম্প্রতিক সংশোধনী সমূহের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী আদালত স্থাপনোত্তর অনুভূত সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ

অনুভূত সুবিধাদি

উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে কি কি সুবিধা অনুভূত হচ্ছে তা উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, আইনজীবী, তদনুকারী কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট নাগরিকদের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল। তাঁদের প্রদত্ত উত্তর ২৭ নং সারণীতে প্রদর্শিত হলোঃ

সারণী - ২৭

উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে অনুভূত সুবিধাদি
(শতকরা হারে প্রকাশিত)

অনুভূত সুবিধাদি	উত্তরদাতা			
	উপজেলা (এন = ৬৪)	আইনজীবী (এন = ২০)	তদনুকারী কর্মকর্তা (এন= ১২)	বিশিষ্ট নাগরিক (এন = ৪০)
বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য হয়েছে	৪৩.৭৫	২৫.০০	৬৬.৬৭	২৫.০০
মামলা পরিচালনার ব্যয় হ্রাস পেয়েছে	১৪.০৬	২৫.০০	৩৩.৩৩	১৭.৫০
মামলা দ্রুত নিস্পত্তি হচ্ছে	৩১.২৫	৬৫.০০	৩৩.৩৩	৪২.৫০
আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে	১.৫৬	-	৮.৩৩	-
উপজেলা পর্যায়ে পুলিশের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে	৪.৬৯	০৫.০০	২৫.০০	১০.০০
* অন্যান্য	২০.৩১	৫৫.০০	১৬.৬৭	১৫.০০

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

উপরোক্ত সারণী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, 'বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্যতা' কে ম্যাজিস্ট্রেটদের শতকরা ৪৩'৭৫ ভাগ এবং তদনুকারী কর্মকর্তাদের শতকরা ৬৬'৬৭ ভাগ উপজেলা আদালত স্থাপিত হবার অন্যতম প্রধান সুফল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট ও তদনুকারী কর্মকর্তার সর্বাধিক সংখ্যক এই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আইনজীবী ও বিশিষ্ট নাগরিকদের শতকরা ২৫ ভাগের নিকট এই বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। অর্থাৎ উপজেলা আদালত সৃষ্টির ফলে বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য হয়েছে তা আইনজীবী ও বিশিষ্ট নাগরিকদের অধিকাংশের দ্বারা সমর্থিত হয়নি। বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য করা উপজেলা আদালত স্থাপনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু উত্তরদাতাদের মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় এ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হচ্ছেনা।

উপজেলা আদালত স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মামলা পরিচালনার ব্যয় হ্রাস করা। এ সম্পর্কে উত্তরদাতা ম্যাজিস্ট্রেটদের শতকরা মাত্র ১৪'০৬ ভাগ, তদনুকারী কর্মকর্তাদের ৩৩'৩৩ ভাগ, আইনজীবীদের ২৫ ভাগ এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের ১৭'৫ ভাগ মনে করেন যে উপজেলা আদালত স্থাপনের পর মামলা পরিচালনার ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ বেশীর ভাগ উত্তরদাতা ম্যাজিস্ট্রেট, আইনজীবী, বিশিষ্ট নাগরিক ও তদনুকারী কর্মকর্তা মনে করেন উপজেলা কোর্ট স্থাপনের ফলে মামলা পরিচালনার ব্যয় হয় সমান আছে অথবা বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়ে থাকলে কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে তার চুলচেরা হিসেব করা দুঃসাধ্য। তবে আশা করা হয়েছিল উপজেলা কোর্টে মামলা পরিচালনার ব্যয় হ্রাস পাবে। এ প্রশ্নটি উপজেলা আইনজীবীদের ভিন্নভাবে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাঁদের মতামত ৩০ নং সারণীতে দেখানো হলো। শতকরা ৫৫ ভাগ আইনজীবী মনে করেন যে মামলা পরিচালনায় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া আইনজীবী-দের ফি সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁদের মতামত ৩১ নং সারণীতে বর্ণনা করা হয়েছে। শতকরা ৬৫ ভাগ আইনজীবী জানান যে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে আইনজীবীদের ফি বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবে মামলার ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়টি আপেক্ষিক। টাকার মূল্যমান কমে যাওয়ার ফলে টাকার পরিমানের দিক থেকে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু টাকার প্রকৃত মূল্য বিবেচনায় হয়ত ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি। মামলার প্রয়োজনে যাতায়াত খরচ, থাকা-খাওয়া খরচ ইত্যাদি আগের মহকুমা সদরের চেয়ে উপজেলা পর্যায়ে নিশ্চয়ই হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু টাকার মূল্যমান অস্বাভাবিক হারে হ্রাস পাওয়া, আইনজীবীদের ফি বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে টাকার অংকে খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃত মূল্যে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা তা প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যাচ্ছে না।

উপজেলা আদালতে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হচ্ছে কিনা জানতে চাওয়া হলে উত্তরদাতা ম্যাজিস্ট্রেটদের শতকরা ৩১.২৫ ভাগ, আইনজীবীদের শতকরা ৪৫ ভাগ, তদনুকারী কর্মকর্তাদের শতকরা ৩৩.৩৩ ভাগ ও বিশিষ্ট নাগরিকদের শতকরা ৪২.৫০ ভাগ জানান যে উপজেলা আদালতে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হচ্ছে। এখানে শতকরা হারে প্রকাশিত অভিমত আশানুরূপ না হলেও মামলা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ করতে হচ্ছে। ঐ সময়সীমার মধ্যে মামলা সমাপ্ত না হলে আসামীরা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়। সুতরাং সঙ্গতকারণেই আইনের বিধান অনুযায়ী উপজেলা কোর্টে মামলা দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তি করতে হয়। তবে সময়সীমা বেঁধে দেয়া সত্ত্বেও ফৌজদারী মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি তে অনুভূত প্রতিবন্ধক সমূহ, আইনের সাম্প্রতিক সংশোধনী সমূহের কার্যকারিতা ৩য় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

আশা করা হয়েছিল উপজেলা কোর্ট স্থাপনের ফলে দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে। এ সম্পর্কে উত্তরদাতা ম্যাজিস্ট্রেটদের মাত্র ১.৫৬% ভাগ তদনুকারী কর্মকর্তাদের শতকরা ৮.৩৩ ভাগ অনুকূল মতামত দিয়েছেন। আইনজীবী ও বিশিষ্ট নাগরিকদের কেউ তা স্বীকার করেননি। তাহ'লে বলা যায় যে উপজেলা কোর্ট স্থাপনের ফলে দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। আইন শৃংখলা পরিস্থিতি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে অনেকটা সম্পৃক্ত। কেবলমাত্র কোর্ট স্থাপনের মাধ্যমে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটান সম্ভব নয়- এ সত্য গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতিভাত হয়।

উপজেলা কোর্ট স্থাপনের ফলে উপজেলাতে পুলিশের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হলে উত্তরদাতা ম্যাজিস্ট্রেট, আইনজীবী, বিশিষ্ট নাগরিক ও তদনুকারী কর্মকর্তাদের যথাক্রমে শতকরা ৪'৬৯ ভাগ, ০৫'০০ ভাগ, ২৫'০০ ভাগ ও ১০ ভাগ তা স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠের মতে বিচার জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া হলেও তাতে পুলিশের কর্মকান্ড বা কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়নি।

অনুভূত অসুবিধাদি

উপজেলা ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে কি কি অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে বা অনুভূত হচ্ছে তা উত্তরদাতা ম্যাজিস্ট্রেট, আইনজীবী, তদনুকারী কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট নাগরিকদের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল। অবশ্য, গবেষণার জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নমালায় উল্লেখিত কয়েকটি অসুবিধা তাঁদের নিকট উপস্থাপন করা হয় এবং ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে তাঁদের মতামত গুরুত্ব অনুসারে প্রকাশ করার জন্য বলা হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ২৮ নং সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী - ২৮

উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে অনুভূত অসুবিধা সমূহ

(শতকরা হারে প্রকাশিত)

	উত্তরদাতা			
	উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট (এন = ৬৪)	আইনজীবী (এন = ২০)	তদনুকারী কর্মকর্তা (এন = ২০)	বিশিষ্ট নাগরিক (এন = ৪০)
উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন	২০.৩১	-	৮.৩৩	২.৫০
অভিজ্ঞ আইনজীবী প্রাপ্তির অসুবিধা হচ্ছে	৭.৮১	১০.০০	৪১.৬৭	৩০.০০
মামলা রুজু করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে	২৬.৫৬	২৫.০০	৫০.০০	৪৫.০০
পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে	৪.৬৯	-	৮.৩৩	২.৫০
উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ অধিকতর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপের সম্মুখীন হচ্ছেন	১৭.১৯	৪০.০০	৮.৩৩	২০.০০
প্রয়োজনীয় আইন পুস্তকের অভাব অনুভূত হচ্ছে	৬.২৫	১৫.০০	-	২.০৫
ম্যাজিষ্ট্রেটগণ প্রয়োজনে অভিজ্ঞ ও প্রবীণ কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শের সুযোগ পাচ্ছেন না	১.৩৭	-	-	-
জেল হাজতে আসামীদের প্রেরণ ও আনয়নে অসুবিধা হচ্ছে	৬.২৫	১৫.০০	৮.৩৩	২.৫০
অন্যান্য	২০.৩৭	৩৫.০০	২৩.০০	২৫.০০

'উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ উপজেলাতে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন' এই বিষয়টির উপরে শতকরা ২০·৩১ ভাগ ম্যাজিস্ট্রেট গুরুত্ব দিয়েছেন। আইনজীবীগণ এটাকে কোন গুরুত্বের মধ্যে আনেননি। তদনুকারী কর্মকর্তাদের শতকরা মাত্র ৮·৩৩ ভাগ এবং বিশিষ্ট নাগরিক-দের শতকরা মাত্র ২·৫০ ভাগ এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায় স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন।

উপজেলা ফৌজদারী আদালতে 'অভিজ্ঞ আইনজীবী প্রাপ্তিতে অসুবিধা হচ্ছে' এই বিষয়টি স্বীকার করেছেন শতকরা ৪১·৬৭ ভাগ তদনুকারী কর্মকর্তা ও শতকরা ৩০·০০ ভাগ বিশিষ্ট নাগরিক। অথচ উত্তরদাতা ম্যাজিস্ট্রেটদের শতকরা মাত্র ৭·৮১ ভাগ এবং আইনজীবীদের শতকরা মাত্র ১০·০০ ভাগ তা স্বীকার করেন। এ বিষয়ে কয়েকটি মামলার বাদী ও বিবাদীদের মতামত ২৯ নং সারণীতে দেখা যেতে পারে। তাঁদের শতকরা ৬৩·৬২ ভাগ বলেছেন যে উপজেলায় অভিজ্ঞ আইনজীবী পাওয়া যায় না। পূর্বে আইনজীবীগণ জেলা ও মহকুমায় কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে সকল মহকুমা জেলায় উন্নীত হয়েছে। ফলে সেখানে এখনও আইনজীবীদের চাহিদা রয়েছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বিশিষ্ট আইনজীবীগণ জেলা সদরেই ওকালতি করছেন। উচ্চতর ফি প্রাপ্তি সাপেক্ষে কোন কোন মামলায় তাঁদের কেহ কেহ উপজেলায় আসেন।

উপজেলা হতে জেলা সদর জেল হাজতে আসামী প্রেরণে অসুবিধার বিষয়টি উত্তরদাতাদের নিকট বিশেষ সমস্যা বলে মনে হয়নি। আইনজীবীদের শতকরা মাত্র ১৫·০০ ভাগ এ বিষয়টি আমলে এনেছেন। খুব কম সংখ্যক অন্যান্য উত্তরদাতা এটাকে একটি অসুবিধা মনে করেন। তবে উপজেলা থেকে বিচারাধীন আসামীদেরকে জেলা সদর জেল হাজতে প্রেরণ ও সেখান থেকে মামলার তারিখে তারিখে আসামীদেরকে উপজেলা আদালতে আনার জন্য সরকারকে অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ করতে হয়েছে। তাছাড়া পুলিশ ও আসামীদের যাতায়াত খরচ বাবদ বেশ টাকা ব্যয় হচ্ছে, সময়ের অপচয় হচ্ছে, এবং পাবলিক বাসে যাতায়াতের ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। প্রতি উপজেলায় একটি করে প্রিজন ভ্যান সরবরাহ করা সম্ভব হলে এ সমস্যা অনেকটা তিরোহিত হবে।

অনেকের ধারণা উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপনের ফলে জনগণের মধ্যে মামলা রুজু করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরদাতা ম্যাজিস্ট্রেটদের শতকরা ২৬.৫৬ ভাগ, আইনজীবীদের শতকরা ২৫.০০ ভাগ, তদন্তকারী কর্মকর্তাদের শতকরা ৩০.০০ ভাগ এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের শতকরা ৪৩.০০ ভাগ এর স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ বিষয়টি চার শ্রেনীর উত্তর দাতাদের মধ্যে বেশ গুরুত্বলাভ করেছে। সুতরাং উত্তরদাতাদের মতামতের ভিত্তিতে বলা যায় উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপনের ফলে জনগণের মধ্যে মামলা রুজু করার প্রবণতা কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে।

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ থেকে সংগৃহীত উপজেলা-পূর্ব ৩ বৎসর এবং উপজেলা-উত্তর ৩ বৎসরে ৩২ টি জেলায় দায়েরকৃত মামলার তথ্য ১৪ নং সারণীতে আলোচিত হয়েছে। উক্ত ৩২ টি জেলায় উপজেলা- পূর্ব তিন বৎসরের চেয়ে উপজেলা-উত্তর তিন বৎসরে জি,আর সি আর ও মিস্ মামলার সংখ্যা বেড়েছে যথাক্রমে শতকরা ১৭.৩৪ ভাগ, ৮.৪৬ ভাগ এবং ৪২.৩২ ভাগ। বিবিধ মামলার সংখ্যা অত্যাধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২৪.০৮ ভাগ। সুতরাং গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে বলা যায় আদালত জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার ফলে জনগণের মধ্যে মামলা রুজু করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপজেলা কোর্ট স্থাপনের ফলে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে কি না উত্তরদাতাদের নিকট তা জানতে চাওয়া হয়েছিল। বিষয়টি নাজুক প্রকৃতির বলে উত্তরদাতাদের নিকট হতে প্রকৃত উত্তর পাওয়া দুস্কর ছিল। সম্ভবত এজন্য আইনজীবীগণ এই প্রশ্নের উত্তরে নীরব থেকেছেন। খুব স্বল্প সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট ও বিশিষ্ট নাগরিক বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কেবল মাত্র তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তাদের শতকরা ৮.৩৩ ভাগ বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

'উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ অধিকতর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপের সম্মুখীন হচ্ছেন' এই বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন আইনজীবীগণ। তাঁদের শতকরা ৪০.০০ ভাগ বিষয়টি সমর্থন করেছেন। তাছাড়া, বিশিষ্ট নাগরিকদের শতকরা ২০.০০ ভাগ এবং ম্যাজিষ্ট্রেটদের শতকরা ১৭.১১ ভাগ অনুরূপ মতামত দিয়েছেন। উপজেলা সৃষ্টির পূর্বেও মহকুমা পর্যায়ে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপের সম্মুখীন হতেন। দেখা যাচ্ছে বর্তমানেও সেটা আছে। তবে তা অধিকতর কিনা সেটা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। কেননা এ উপাত্ত সংখ্যায় পরিমাপ যোগ্য নয় এবং উত্তরদাতাদের অধিকাংশই পূর্বে মহকুমা সদরে কর্মরত ছিলেননা। তাছাড়া, রাজনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে বিষয়টি অনেকটা সম্পৃক্ত।

উপজেলা পর্যায়ে অনুভূত অন্যান্য অসুবিধার মধ্যে আছে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ অভিজ্ঞ ও প্রবীণ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পাচ্ছেন না, প্রয়োজনীয় আইন পুস্তকের অভাব ইত্যাদি।

উপজেলা পর্যায়ে অনুভূত উপরোক্ত অসুবিধা সমূহ নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। উল্লেখযোগ্যভাবে তা দূরীভূত করার অবকাশ আছে। ম্যাজিষ্ট্রেটদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বাড়িয়ে মামলা রুজুর প্রবণতা রোধ করাও সম্ভব।

সারণী - ২১

উপজেলা আদালতে অভিজ্ঞ আইনজীবী প্রাপ্তি সম্পর্কে বাদী বিবাদীদের মতামত

বাদী-বিবাদীদের মতামত	বাদী ও বিবাদী (এন = ৩২)	শতকরা
অভিজ্ঞ আইনজীবী পাওয়া যাচ্ছে	৮	২৫.০০
অভিজ্ঞ আইনজীবী পাওয়া যাচ্ছে না	২১	৬৫.৬২
নিরুত্তর	৩	৯.৩৮
মোট	৩২	১০০.০০

সারণী - ৩০

মহকুমা আদালতের তুলনায় উপজেলা আদালতে মামলা পরিচালনার ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে আইনজীবীদের মতামত

আইনজীবীদের মতামত	আইনজীবী (এন = ২০)	শতকরা
ব্যয় হ্রাস পেয়েছে	৬	৩০
ব্যয় সমান আছে	৩	১৫
ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে	১১	৫৫
মোট	২০	১০০

সারণী - ৩১

মহকুমা আদালতের তুলনায় উপজেলা আদালতে আইনজীবীদের ফি সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁদের মতামত

আইনজীবীদের মতামত	আইনজীবী	শতকরা
ফি বৃদ্ধি পেয়েছে	১৩	৬৫
ফি সমান আছে	৩	১৫
ফি হ্রাস পেয়েছে	৪	২০
মোট	২০	১০০

পঞ্চম অধ্যায়

উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের অভিমত ও সুপারিশ

উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় অনুভূত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উত্তরদাতা বিভিন্ন সুপারিশ রেখেছেন। শ্রেণীগত দিক থেকে উত্তরদাতাদেরকে নিম্নোক্তভাবে ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে :

- বিচারক শ্রেণী বা বিচারকবর্গ : উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা ও দায়রা জজ এই শ্রেণীভুক্ত।

- বিচারকার্যে সহায়ক সরকারী কর্মকর্তা : কোর্ট-সাব-ইনস্পেক্টর ও তদনুকারী কর্মকর্তাবৃন্দ এই শ্রেণীভুক্ত ।

- বিচারকার্যে সংশ্লিষ্ট বেসরকারী ব্যক্তিবর্গ : উপজেলা পর্যায়ের আইনজীবী, বাদী-আসামী ও বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এই শ্রেণীভুক্ত ।

নিজস্ব শ্রেণীর পরিমন্ডল থেকে এই তিনটি শ্রেণীর উত্তরদাতাগণ ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ ও মন্তব্য পেশ করেছেন। তাই শ্রেণীগত ভিন্নতার কারণে দৃষ্টিভংগীর পার্থক্য যেমন ঘটেছে, তেমনি সুপারিশের মধ্যে অন্য শ্রেণীকে প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে বিপরীত মুখী সুপারিশও উপস্থাপিত হয়েছে।

<u>বিচারক শ্রেণীর সুপারিশ</u> : এই শ্রেণীর সুপারিশের মধ্যে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট-দের উল্লেখযোগ্য সুপারিশ নিম্নরূপ :

১। উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে শুধুমাত্র বিচার কার্যে নিয়োজিত রাখতে হবে । কোন প্রকার প্রশাসনিক, প্রটোকল ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব প্রদান করা উচিৎ হবেনা ।

২। পুলিশ বিভাগকে পূর্ণরূপে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণাধীন করতে হবে এবং অফিসার ইনচার্জের (পুলিশ) বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লিখবার ক্ষমতা উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদান করতে হবে।

৩। উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে কমপক্ষে ১ বছর ক্রিমিনাল আইনের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৪। উপজেলা পর্যায়ে পর্যাপ্ত আইন পুস্তক ও ব্যবহৃতব্য ফরম সরবরাহ করতে হবে।

৫। দ্রুত গেজেট নোটিফিকেশনের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে এ বিষয়ে পৃথক একটি সেল গঠন করা যেতে পারে।

৬। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেঞ্চ ক্লার্ক ও কোর্ট সাব ইনস্পেক্টর প্রতি উপজেলায় নিয়োগ করতে হবে।

৭। উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

৮। জেলা হাজত থেকে আসামীদের আনা নেওয়ার জন্য 'প্রিজনার্স ভ্যান' এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। জেলা পুলিশ সুপারকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। ফৌজদারী কার্য-বিধির ৩৩৯(খ) ধারামতে ধার্যকৃত সময়সীমা আসামী পক্ষের কারণে অপচয় হলে ন্যায় বিচারের স্বার্থে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সময়সীমা বৃদ্ধির ক্ষমতা দিতে হবে।

১১। নিম্ন আদালতের (উপজেলা আদালত) নথি তলব ব্যতীত উচ্চ আদালত কর্তৃক জামীন প্রদান রদ করতে হবে ।

১২। থানা কর্তৃক ডব্লিউ/ডব্লিউ ও পি এন্ড এ জারী করার সময়সীমা নির্ধারন করে দিতে হবে।

১৩। প্রত্যেক উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে 'সংক্ষিপ্ত বিচার' (Summary Trial) এর সুযোগ দান করতে হবে।

১৪। ঘটনা স্থলে বিচার কার্য সম্পাদনের বিধি রাখতে হবে।

১৫। পলাতক আসামীদের ক্ষেত্রে 'গেজেট বিজ্ঞপ্তি' প্রকাশ বাতিল করে সহজ কোন পন্থা চালু করতে হবে।

১৬। মামলার যে কোন পর্যায়ে আসামী দোষ স্বীকার করতে চাইলে তা করার সুযোগ থাকতে হবে ।

নমুনা উপজেলা সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জেলা ও দায়রা জজদের সুপারিশ উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের ৩টি সুপারিশের অনুরূপ। সেগুলো হলো :

১। উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদেরকে সকল প্রকার প্রশাসনিক ও অন্যান্য দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

২। উপজেলা পর্যায়ে পুলিশ বিভাগকে উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে রাখতে হবে।

৩। পলাতক আসামীদের ক্ষেত্রে গেজেট বিজ্ঞপ্তির জটিলতা ও বিলম্ব দূর করার জন্য বি,জি প্রেসে পৃথক সেল স্থাপন করতে হবে ।

এছাড়া অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ উপজেলা আদালতকে জেলা আদালত প্রাংগনে স্থাপনের সুপারিশ করেছেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ তদন্তকার্য ও বিচার কার্যের সময়সীমা আরও ১ মাস (উভয় ক্ষেত্রে) বৃদ্ধির সুপারিশ জানিয়েছেন । জেলা ও দায়রা জজগণ উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদেরকে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা সহ সেশান জজের প্রশাসনিক আওতাভুক্ত করা এবং উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আওতা বহির্ভূত মামলা সমূহকে সরাসরি দায়রা জজ কোর্টে প্রেরণের নীতি গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। বর্তমানে এরূপ মামলা ডি,এম কোর্ট হয়ে দায়রা জজ কোর্টে পৌঁছাতে বেশ কালক্ষেপন হচ্ছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

<u>বিচারকার্যে সহায়ক সরকারী কর্মকর্তাদের সুপারিশ :</u>

নমুনা উপজেলা সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তাবৃন্দ তদন্ত কার্য পরিচালনায় অনুভূত সমস্যাদি দুর করার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশ রেখেছেন :

১। পর্যাপ্ত যানবাহন প্রদানের মাধ্যমে যাতায়াত সংক্রান্ত অসুবিধা দুর করতে হবে ।

২। পুলিশ বিভাগকে তদন্ত সম্পর্কিত আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান সহ সহায়ক আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে ।

৩। বর্তমানে প্রতি থানায় ২০ জন পুলিশ নিয়োগের প্রথা বাতিল করে জনসংখ্যানুপাতে পুলিশ নিয়োগের নীতি প্রবর্তন করতে হবে। তাছাড়া পুলিশের সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে হবে ।

৪। তদন্তকার্য পরিচালনার সময়সীমা বৃদ্ধি করতে হবে ।

৫। অবৈধ হস্তক্ষেপ ও রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত তদন্ত পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে ।

উপজেলা আদালতে সরকারের পক্ষে একজন কোর্ট সাব ইন্সপেক্টর (সিএসআই) জি,আর মামলা পরিচালনা করে থাকেন। নমুনা উপজেলা সংশ্লিষ্ট সি,এস,আই,দের সুপারিশ নিম্নরূপ :

১। ফৌজদারী মামলা পরিচালনায় উপজেলা পর্যায়ে সরকারী আইনজীবী নিয়োগ করতে হবে।

২। বাদী ও সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

৩। উপজেলা আদালতে পর্যাপ্ত পরিমানে আইন পুস্তক, বিজ্ঞপ্তি, উচ্চ আদালতের রায়/রুলিং এর কপি, রেজিষ্টার, ফরম ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে।

৪। উপজেলা আদালতকে রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রকার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

বিচারকার্যে সংশ্লিষ্ট বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সুপারিশ :

এই শ্রেণীর মধ্যে উপজেলা আদালতের আইনজীবীদের কথা সর্বাগ্রে আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁদের সুপারিশ সমূহ নিম্নরূপ :

১। উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রশাসনিক দায় দায়িত্ব থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত রাখতে হবে।

২। থানা কর্তৃপক্ষ তথা পুলিশ বিভাগের উপর উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্তৃত্ব করার পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে।

৩। উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদেরকে কমপক্ষে ১ বছর বিচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৪। পলাতক আসামীদের ক্ষেত্রে গেজেট বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে ডব্লিউ ডব্লিউ ও পি এক এ জারীর রিপোর্টের ভিত্তিতেই আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ।

৫। পুলিশ কর্তৃক জি,আর মামলায় প্রসেস জারীর সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে। পুলিশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রসেস জারী করতে ব্যর্থ হলে তা জারী হয়েছে বলে গন্য করতে হবে।

৬। উচ্চ আদালতে বিচার্য ও আপোষযোগ্য মামলা উপজেলা আদালতে আপোষযোগ্য করতে হবে।

৭। সি,আর মামলায় মুক্তিপ্রাপ্তের বিরুদ্ধে দায়রা জজ আদালতে আপীল দায়ের করার বিধান প্রবর্তন করতে হবে ।

৮। ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আদেশ পুনঃ বিবেচনার জন্য উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ক্ষমতা দেয়া প্রয়োজন ।

৯। ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৫ (১) ধারায় উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের পরিবর্তে জেলা জজের আদালতে আপীলের বিধান থাকা প্রয়োজন।

১০। দন্ড বিধির ৩০৪ এ, ৪০৬/প্রভৃতি ধারার জটিল মামলাগুলো এ,ডি,এম/সেশন জজের আদালতে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিৎ ।

১১। উপজেলা আদালতকে জেলা সদরে স্থাপন করা প্রয়োজন ।

১২। উপজেলায় আইনজীবীদের জন্য বার কক্ষ ও লাইব্রেরী স্থাপন পূর্বক আইন সংক্রান্ত পুস্তকাদি ও গেজেট/জার্নাল প্রভৃতি সরবরাহ করা উচিৎ ।

নমুনা উপজেলার বিশিষ্ট নাগরিক এবং উপজেলা আদালতের কতিপয় বাদী, আসামী ও সাক্ষীর উল্লেখযোগ্য সুপারিশ সমূহ নিম্নরূপ :

১। বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথক করতে হবে।

২। উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদেরকে উপযুক্ত/পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৩। পুলিশের উপর ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

৪। ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগে আইনজীবীদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৫। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষদ্বারা উপজেলা আদালত পরিদর্শিত হওয়া উচিৎ।

৬। ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিরাপত্তা বিধান ও/ তাদেরকে জনসাধারণের সান্নিধ্যের বাইরে রাখতে হবে।

৭। প্রতিমাসে আইনজীবীদের প্রতিনিধি সহ পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট সমন্বয় সভার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮। উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতকে সর্বপ্রকার অবৈধ প্রভাবমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯। ইউনিয়ন কনসিলেশন কোর্ট (গ্রাম্য আদালত) সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার পূর্বক সেখানে ছোট খাটো বিচার নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। বাদী, আসামী ও সাক্ষীদের বিশ্রামাগার সহ উপজেলা আদালত প্রাংগনে বার-লাইব্রেরী স্থাপন করতে হবে।

১১। ম্যাজিষ্ট্রেটের সাথে আইনজীবীদের যোগসাজস বন্ধ করতে হবে। জামীন প্রদানে খেয়ালখুশী বন্ধ করা দরকার।

১২। দূর দূরান্ত থেকে আনীত সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য পারতঃপক্ষে একই দিনে গ্রহণের বিধান রাখতে হবে।

১৩। উপজেলা পর্যায়ে অভিজ্ঞ আইনজীবী প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

উপসংহার

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং ফৌজদারী কার্যবিধির সাম্প্রতিক সংশোধনী সমূহের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী আদালত স্থাপনোত্তর ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিকরণ, সংশোধনী সমূহের কার্যকারিতা, স্থানীয় পর্যায়ে অনুভূত সুবিধা-অসুবিধা সমূহ, উপজেলা ফৌজদারী আদালত ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত ও সুপারিশ, প্রভৃতি বিষয় বর্তমান গবেষণা প্রকল্পের প্রধান বিষয়বস্তু। গবেষণালব্ধ তথ্যাদির আলোকে সংশোধনী সমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবে কতটুকু অর্জিত হয়েছে বা হচ্ছে তা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। দেখা যায় মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বিচার জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া হলেও স্থানীয় পর্যায়ে অনুভূত কতিপয় প্রতিবন্ধক এবং পদ্ধতিগত অস্পষ্টতা ও জটিলতার কারণে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এখনও বিঘ্নিত হচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে অনুভূত প্রতিবন্ধক সমূহের মধ্যে আছে ম্যাজিস্ট্রেটদের অন্যান্য কাজে ব্যস্ততা, আদালতে বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অপ্রত্যাশিতভাবে অনুপস্থিতি, ম্যাজিস্ট্রেটদের অনভিজ্ঞতা, উচ্চ আদালতে মামলা স্থানান্তর, প্রসেস জারীতে বিলম্ব, স্থানীয় পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটদের নিরাপত্তার অভাব, উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অধিকতর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ, পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট সম্পর্কের অবনতি, ইত্যাদি। পদ্ধতিগত অস্পষ্টতা ও জটিলতার মধ্যে আছে কার্যদিবস গণনায় ম্যাজিস্ট্রেটদের বদলী ও ছুটি, প্রশিক্ষণে থাকাকালীন সময়, প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ অস্বাভাবিক দিনগুলো, ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক আদেশের অভাব, মামলা প্রস্তুত করণের জন্য কোন সময়-সীমা না থাকা, গেজেট ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদন পেশ ইত্যাদি বিষয় ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক আদেশের অভাব; জামিন, কার্যবিধির ৫২৮ ধারার শুনানী ও অন্যান্য বিষয়ে ঊর্ধতন আদালতে তলবকৃত মামলার রেকর্ড সিদ্ধান্ত সহ ফেরৎ আসতে অস্বাভাবিক বিলম্ব নিরসনে পদ্ধতিগত সুনির্দিষ্টতার অভাব ইত্যাদি।

গবেষণা লব্ধ তথ্য থেকে দেখা যায়, উপজেলা আদালত প্রতিষ্ঠা করার ফলে স্থানীয় পর্যায়ে মামলা রুজু করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, উপজেলাপূর্ব অবস্থার চেয়ে মামলার নিষ্পত্তি সংখ্যার দিক থেকে বৃদ্ধি পেলেও নিষ্পত্তির হার কমেছে, স্থানীয় জনসাধারণের নিকট মামলা সহজলভ্য হয়নি, স্থানীয় পর্যায়ে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি এবং বিচার কার্যের গুনগত মান সন্তোষজনক নয়। অর্থাৎ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও ফৌজদারী কার্যবিধির সাম্প্রতিক সংশোধনী সমুহের উদ্দেশ্য সমুহ প্রত্যাশিতভাবে অর্জিত হচ্ছেনা।

গবেষণালব্ধ তথ্যাদির আলোকে বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিমত এবং সুপারিশ পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান অবস্থার উন্নতিকল্পে তাঁদের বিশেষ বিশেষ সুপারিশগুলো প্রণিধানযোগ্য। তাছাড়া গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক পদক্ষেপ/প্রয়োজন গ্রহণ যা ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা নিরসনে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

Bibliography

1. Dhayni, Dr. S. N., Jurisprudence, Metropolitan Book Co. Pvt. Ltd., Delhi, 1972.

2. Ensyclopedia of Crime and Justice, Vol.-2, The Free Press, Newyork, 1983.

3. Hoque, Z. A. Shamsul, et al, Hand Book for the Magistrates, BPATC, Savar, Dhaka, 1985.

4. Kabir, Dr. Lutful, Lecture on the Pakistan Penal Code, Law house, Dhaka, 1970.

5. Khan, Dr. Hamid Uddin, An Introduction to Jurisprudence, Ideal Library, Dhaka, 1975.

6. Report of the Criminal Law Reforms Committee, May-31, 1982.

7. The Local Government (Upazila Administration and Upazila Reorganization) Ordinance, 1982.

8. গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৩৫ (৩) ।

9. ফৌজদারী কার্যবিধি (২য় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ ।

10. ফৌজদারী কার্যবিধি (৩য় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ ।

11. ফৌজদারী কার্যবিধি (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ ।

12. ফৌজদারী কার্যবিধি (২য় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ ।

13. ফৌজদারী কার্যবিধি (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ ।

14. বাংলা বিশ্ব কোষ (৩য় খন্ড), নওরোজ কিতাবিস্তান, গ্রীন বুক হাউজ লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৭৩ ।

15. সিদ্দিকী, কামাল, উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়েল, এন, আই, এল, জি, ঢাকা ।

এক নজরে নমুনা উপজেলা সমূহের প্রধান প্রধান তথ্য

বিবরণ	উপজেলা			
	মুকসুদপুর	শ্রীমংগল	শিবগঞ্জ	ভালুকা
আয়তন	১৯৩	১৩৪.১৫	২০৭.৪০	১৭১ বর্গমাইল
আবাদযোগ্য জমি	৭৭,৪৫০	৩৪,৯৪৭	১,০০,১৩০	৮০,৭৪০ একর
অনাবাদী জমি	-	৫০,১০৯	-	১,৬৯৭ একর
মোট জনসংখ্যা	২,৪৬,১২৮	১,৮১,৬৮৪	৩,৬০,৯৩৮	২,১৬,৭৮৯ জন
পুরুষ	১,২৩,০১৭	৯৪,১৮১	১,৮২,৬৮৩	১,১১,২৭০ জন
মহিলা	১,২৩,১১১	৮৭,৫০৩	১,৭৮,২৫৫	১,০৫,৫১৯ জন
ইউনিয়ন সংখ্যা	১৭	৯	১৩	১১ টি
গ্রাম সংখ্যা	২৭০	২০৫	৪৪৬	১১৪ টি
শিক্ষার হার	২৪.৩৩%	১৮%	৩৪%	১৬.২%
সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৬	৮১	১৩৫	১১৮ টি
সরকারী ও বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	১৫	১৪	৩৪	২২ টি
সরকারী ও বেসরকারী কলেজ	২	১	৭	২ টি
বেসরকারী মাদ্রাসা	৩৩	১১	৫৮	২৫ টি
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১	১	১	১ টি
পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৮	৫	১০	২ টি
পাকা রাস্তা	২১	৪৫	২৭	১৩ মাইল
কাঁচা রাস্তা	২৩৫	৪০	৩১৪	৪৭৫ মাইল
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা	-	-	৩	৬ টি
সমবায় সমিতি	-	-	-	১৩ টি
বাণিজ্যিক ব্যাংক	১১	১২	৭	৫ টি
প্রধান ফসল	ধান, পাট, গম	ধান, চা, আলু	ধান, গম, ইক্ষু	ধান, পাট, কলাই

<u>পরিশিষ্ট - 'খ'</u>

বিচার ব্যবস্থার কাঠামো
(প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের পূর্বে)

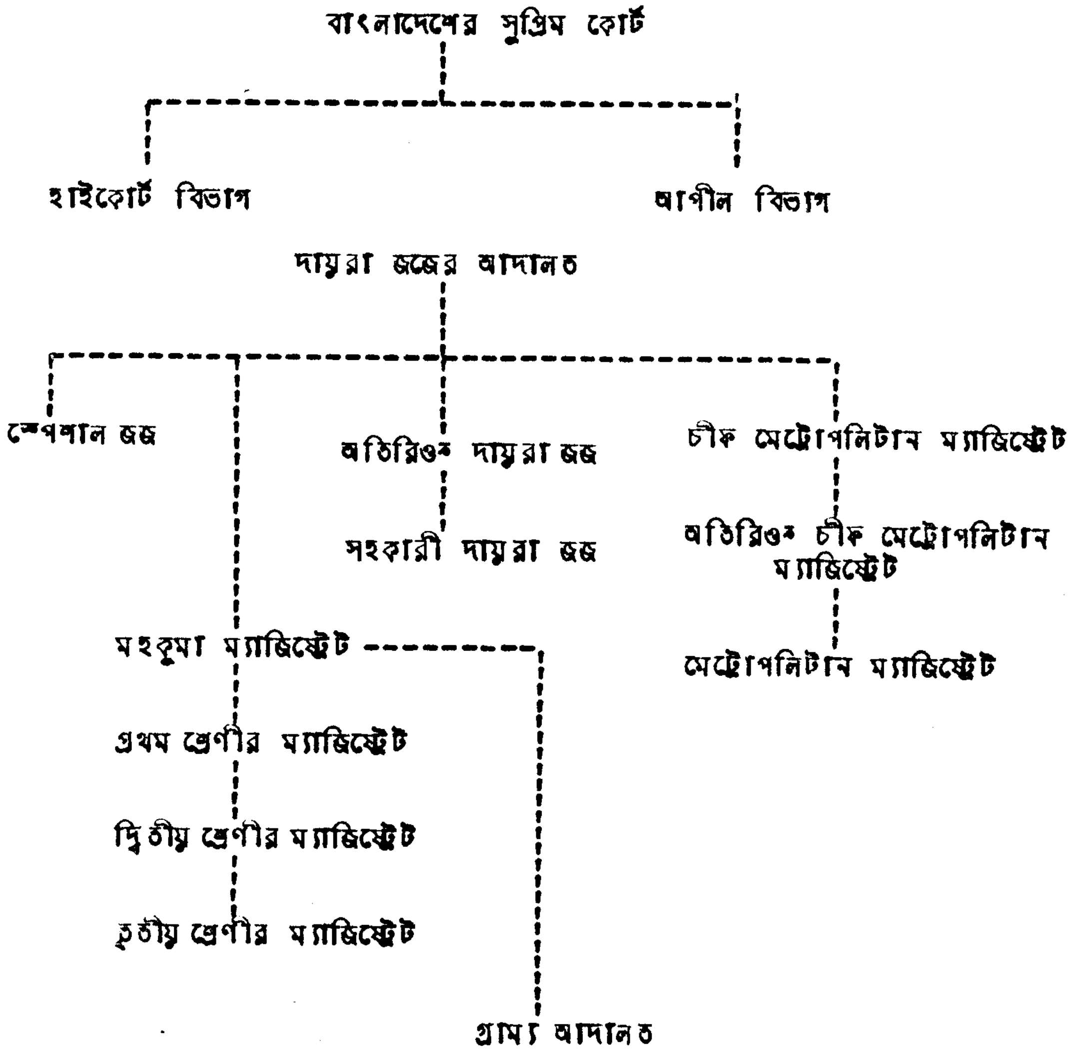

<u>পরিশিষ্ট - 'গ'</u>

বিচার ব্যবস্থার কাঠামো
(প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের পর)

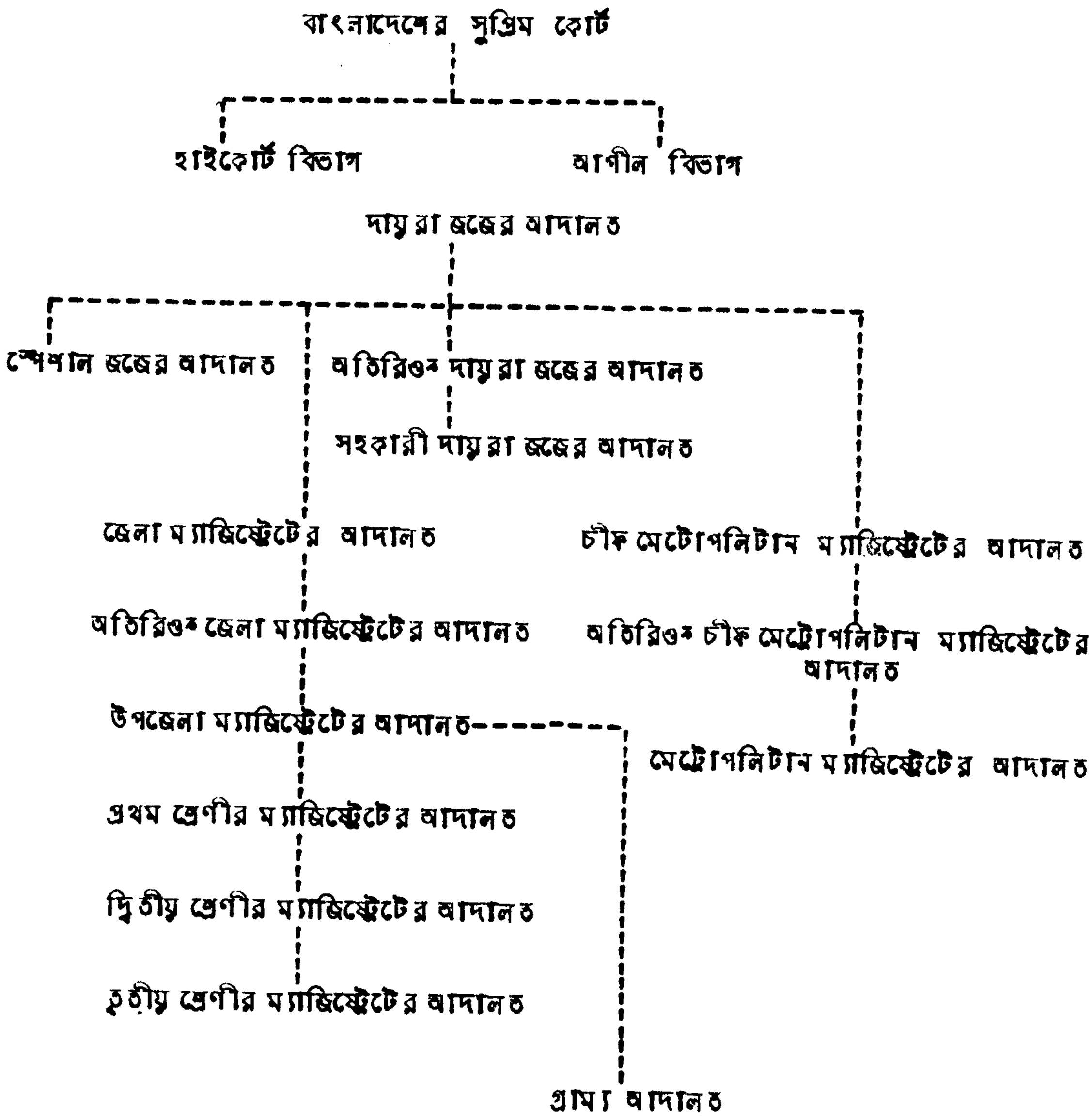

৬ বৎসরের দায়ের ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার তথ্য।

দায়েরকৃত জি,আর মামলা

ক্রঃ নং	জেলা	১৯৮০	১৯৮১	১৯৮২	১৯৮৫	১৯৮৬	১৯৮৭
১।	ঝিনাইদহ	৩৮১	৬১৫	৫৯৪	১২৮৭	১১৯৮	১০৪
২।	জামালপুর	৯০০	১২৪৭	৩০২২	৬৩৭	৭০২	৭৪০
৩।	ঢাকা	৭৯৫	৭২১	৬১১	৭০২	৭০০	৬২১
৪।	পাবনা	৪৫৮	৪৭৭	৮৬৯	৭৫৬	৭৯৭	৭৫৩
৫।	ঝালকাঠি	৩৭১	৩২০	৩২০	৩৯৭	৩১৯	৪৮২
৬।	শেরপুর	৩৩৬	২৮৫	২০৭	২৯০	৩৬৩	৩৮৮
৭।	জয়পুরহাট	৫৭১	৪২৬	৩৪৩	৪৪৯	৫৫৬	৪৭১
৮।	কক্সবাজার	৮১৪	৬১৯	৫৭৫	৭০২	৮২৮	১০৭৪
৯।	চাঁদপুর	৫০৪	৪৭৬	৪৪৬	৪৪০	৪১৮	৪৭৪
১০।	মাদারীপুর	২৯২	২৬০	২৮৮	৩৪৮	৩৭০	২৯৯
১১।	নাটোর	৪৮৯	৪৩৮	৪৩৩	৪১৯	৪০৯	৪৫৫
১২।	নওগাঁ	৬৬৭	৭৪৯	৭৮৫	৯৩০	১০১৫	৮৯২
১৩।	নীলফামারী	৫০৭	৫০৬	৪৭২	৫৫৭	৪৪৮	৪৯৪
১৪।	মানিকগঞ্জ	৩৮৬	২৯০	৪৬২	৪৯২	৫০৯	৪৫৫
১৫।	লক্ষীপুর	২০০	২৭৬	৩২১	৪৫১	৪২৪	৫৫৮
১৬।	সিলেট	১২৭৬	১১৯০	১১৭৪	১৫০১	১৩৭২	১৪৭৫
১৭।	নারায়নগঞ্জ	১০৮৬	১০২৫	৯৭২	১৩৯৩	১৬১৬	১৩৬১
১৮।	সুনামগঞ্জ	৫৩৮	৪৮৯	৪২১	৭১১	৭৭৬	৮০১
১৯।	বান্দরবন	১৩২	১০৭	১৫২	১৫৮	১০৫	১২৮
২০।	খাগড়াছড়ি	৮১	১১৬	১২৬	২৬১	২০১	১৯৮
২১।	গোপালগঞ্জ	৪২৩	৪১৫	৩৫৩	৫৯৭	১০৫	৪৪৫
২২।	সিরাজগঞ্জ	৪৪৬	৪৬০	৩৭৮	৪৩৮	৫১৯	৬৯৬
২৩।	নড়াইল	৩১৮	৪০২	৪৫০	৫০৮	৪৬৪	৪৭১
২৪।	নবাবগঞ্জ	৮৪৫	৭৭৯	৫৮৯	৬৫৫	৫৬১	৬১২
২৫।	বরিশাল	৯২০	৮৬০	৯৪০	১১০৯	৮৮০	৭৮৭
২৬।	শরিয়তপুর	৩৫৫	৩১৫	২৭৭	২৮০	২১১	২৭৪
২৭।	ঢাকা মহানগর	৯৭৪৩	৯৭১০	৯০০২	৯৮৯৮	৮০৭০	৭৮৮৮
২৮।	টাঙ্গাইল	১০২৩	৯৯২	১১৫৫	১০৯৩	৯১৯	৯৯০
২৯।	মুন্সীগঞ্জ	৩০৫	২৫৫	২৫০	৬২১	৫০১	৩১৬
৩০।	কিশোরগঞ্জ	১০৯৪	১১১৯	৯১০	৮৩৮	৮৬৬	৮০৯
৩১।	মৌলভীবাজার	৬৪৭	৬৭১	৬৭০	৯০০	১০৭০	১০৮৫
৩২।	চুয়াডাঙ্গা	৫৩৭	৪১৯	৫০৪	৯১৬	৫৪৫	৫৯১
	মোট	২৭,৬৮১	২৭,০৩৬	২০,১০৪	৩০,১২৪	২৮,৫২৬	২৮,৩৫০

দায়েরকৃত সি, আর মামলা

ক্রমিক নং	জেলা	১৯৮০	১৯৮১	১৯৮২	১৯৮৫	১৯৮৬	১৯৮৭
১।	ঝিনাইদহ	১৩০৪	১৭৯৩	১৩৮০	৪৪৫৯	২৩৮১	২৩৪৫
২।	ফরিদপুর	৩২৬৭	২৮৮৪	৯২১৩	৩১৯৪	৩৩৮৫	৩০৭৯
৩।	ঢাকা	৭৭৫	১৪৮৫	৮০৯	৮৫৪	৯২৫	৩৩৯
৪।	পাবনা	১৪০৩	১১৩৪	১০৮০	১৩১৪	১৪০২	১৩১১
৫।	ঝালকাঠি	১২০০	১১৬৪	৯৫৯১	১০২১	১০৭০	৯৭৯
৬।	শেরপুর	১৭৭৪	৯৮৬	৫৩৫	২০২৬	১৯১০	১১১৫
৭।	জয়পুরহাট	৭০২	৬৫২	৬৯৭	১২৫১	৮০৭	৯২৬
৮।	কক্সবাজার	১১৯৬	৯৮৮	১১০৮	৫৮৫	৫০৮	৫৭৩
৯।	চাঁদপুর	১৯০১	১৬১৩	১২৮৮	১৯০৪	১৮৮২	১৩১৯
১০।	মাদারীপুর	১০১২	১২০১	১১৮৫	২৬১৬	১৮৫৫	১৭৪২
১১।	নাটোর	১৩২০	১৩৯৯	১৭৮৯	১৯৬১	২২৬৭	১৫৮৯
১২।	নওগাঁ	৩২৬২	৩৩৩৭	৩৪৮৩	২২৮৫	১৮৮৪	১৩৮৬
১৩।	নীলফামারী	১৭৪	১০৭	১০০	৯৮০	৭৭১	৭১৬
১৪।	লক্ষীপুর	১১০২	১৩৮৯	১৪১০	১৫৭৮	১৮১০	১৩৫০
১৫।	মানিকগঞ্জ	১০০০	৮২১	৮৯৩	৯৮৪	৬১৭	৪১৬
১৬।	সিলেট	১৩১৪	১২৭২	১৩৯৮	১২৮৭	১১৯১	১৩১০
১৭।	নারায়নগঞ্জ	৭৯২	৮১০	৬৮১	১৩৯৬	১৫৮২	১৫৭৪
১৮।	সুনামগঞ্জ	১৪৪৩	১৪২৫	১৫৩১	২৩৮৯	১৭০৪	১৪০৪
১৯।	বান্দরবন	১৬১	১৫৫	১১২	২০০	১৭২	১৪০
২০।	খাগড়াছড়ি	২০৪	২১২	২৭২	৩৫৯	২৭৯	২১৬
২১।	গোপালগঞ্জ	১২৯০	১২০৫	১১০৯	১৪২০	১৫২৮	১০৭৬
২২।	নড়াইল	১০৮	৭৬৫	৭৯৫	১০৫৫	১৪১৭	১২৭২
২৩।	সিরাজগঞ্জ	২১৫২	১৮০৯	১৫২৭	১৮৫২	১৮৫৫	১৭৩২
২৪।	নবাবগঞ্জ	৭১২	৮২৯	৭৭০	৮০৭	১২২	৩২৬
২৫।	বরিশাল	২৮২১	২৬০৯	২০৯২	৩২৮০	২১০০	১৩৯৮
২৬।	শরীয়তপুর	১০৬০	১১০০	৮৩০	১০৮৮	১১০৪	৭২৪
২৭।	ঢাকা মহানগর	১৩৩৩	৮৮৩	১৪১৫	৯১৮৮	১২৫৭	১৫৯১
২৮।	টাঙ্গাইল	৬৮৯	৬৪১	৫৭৮	২৫৪৭	২২৯৮	১৮৭২
২৯।	মুন্সীগঞ্জ	১১৩২	১১২৭	১১০৪	৯০৯	৮৭৭	৯৩৫
৩০।	কিশোরগঞ্জ	১৯৬৭	১৮০৮	২১৮৮	৩৮৬৯	৩৪০৮	২৭৬৬
৩১।	মৌলভীবাজার	২০৬৩	১৭৭১	১৯০৮	১১৮২	২০৮০	২১২৮
৩২।	চুয়াডাঙ্গা	১৭৫১	১৭০০	১৭০২	৯০৩	৬০৬	৬০২
	মোট	৪৪,৫৯৩	৪১,৪৯৬	৪৭,৩৫৯	৫৪,৫০৮	৪৭,৯৮৮	৪২,২০৬

দায়েরকৃত অন্যান্য মামলা

ক্রঃ নং	জেলা / বৎসর	১৯৮০	১৯৮১	১৯৮২	১৯৮৫	১৯৮৬	১৯৮৭
১।	ঝিনাইদহ	২৭৭	৩৫২	১৪৮	৬২১	৬০৭	৮৬৭
২।	জামালপুর	-	-	২০	৫৮৪	৪৫১	৩৯৩
৩।	ঢাকা	-	-	-	৩২৯	৪৮৪	৪৩১
৪।	পাবনা	৩৭৯	২৮১	৪৯৫	৬২৭	৫১০	৫৭৯
৫।	ঝালকাঠি	২২৫	২৫৯	২৭০	২৫৭	২৪১	২১৪
৬।	শেরপুর	-	-	-	১৪৮	১৬১	১৪৬
৭।	জয়পুরহাট	১৭৪	২২৯	৫৫৪	২৭৩	৩২৪	৪৪০
৮।	কক্সবাজার	১১১৭	১০৮৩	২০২২	২১৬৪	২৬৮৯	২১০৩
৯।	চাঁদপুর	১৯২	১০৫	২২৯	৫১৬	৮৪০	৭৭৯
১০।	মাদারীপুর	৫৭১	৬০৫	৫৩৭	৫০৩	৫০১	৫০৭
১১।	নাটোর	৫৫১	৪০৮	৫৯৬	১০২২	৯০৪	১২৮৫
১২।	নওগাঁ	-	-	-	১১৪৮	১১১৪	১০১৬
১৩।	নীলফামারী	২২৭	১৬৭	৪৯	২৫৯	২৮৩	৩৩৮
১৪।	লক্ষীপুর	২৩৮	২৭৬	২৭১	৮৪৪	১২০৭	৯৯৫
১৫।	মানিকগঞ্জ	৪৬১	৬০১	৫০২	৮১৬	৭৬৯	৬৪০
১৬।	সিলেট	৬০৪	৪৫২	১০৫৯	১৫১৪	১২০৬	১৭৭৭
১৭।	নারায়নগঞ্জ	১৭২	২৯০	২২২	৭০৯	৬৯৩	১০০৪
১৮।	বান্দরবন	৪৩	৫৮	৫৩	১২৮	২০৭	৯৭
১৯।	সুনামগঞ্জ	১০৪৫	১১৭৩	১০০২	৮৯৭	৮৯৫	৮০৩
২০।	খাগড়াছড়ি	১১	১২	৫৮	৮৯	১৫৩	১৩৮
২১।	গোপালগঞ্জ	-	-	-	২১৬	১৫৯	৫৩১
২২।	নড়াইল	৩২৭	৩০৪	৩৩৮	৪২৬	৫০৪	৬৫৪
২৩।	সিরাজগঞ্জ	৬৮৯	৬২০	৮৫৩	৭৭৮	৬২৯	৭৯২
২৪।	নবাবগঞ্জ	১০৬	১৪৫	২৪২	৩০৭	১৭৪	২১১
২৫।	বরিশাল	৫৭৫	৫৭২	৬৯১	৬৫৩	৫২৮	৩০১
২৬।	শরীয়তপুর	-	-	-	১৪১	৩০৪	১৬১
২৭।	ঢাকা মহানগর	২৪৩৯২	৩৩৪৫৭	৫৬৮৮৬	৫৭২৯৩	৫৫৩৭৭	৩২৭৫১
২৮।	টাংগাইল	২৯৪	৩০০	৭১২	৮৮৮	৫৬৭	৭৪৮
২৯।	মুন্সীগঞ্জ	৩৫৬	৩৭৫	৩৮৯	৫৭৮	৫৬৬	৩৬৮
৩০।	কিশোরগঞ্জ	-	-	-	৩৪৫	৩৭০	৩৩৮
৩১।	মৌলভীবাজার	৩০৫	১৫৩	৩৮১	৪৬৩	৬২৮	৭০৮
৩২।	চুয়াডাংগা	-	-	-	১৭৭	১০১	১৮২
	মোট	৩৩,৪৮১	৩৯,৩৩৭	৬৯,১৭১	৭৬,৩৩৩	৭০,৩০৬	৫২,১৩৮

নিষ্পত্তিকৃত জি,আর মামলা

ক্রঃ নং	জেলা/বৎসর	১৯৮০	১৯৮১	১৯৮২	১৯৮৫	১৯৮৬	১৯৮৭
১।	ঝিনাইদহ	৩৯২	৩৭৩	৭২৭	১৪৫৯	১২০৬	৭৯২
২।	জামালপুর	৮৭০	১১৪০	২৮২১	৫১০	৩৯৭	৫৮০
৩।	ঢাকা	৭৯৫	৭২১	৬১১	৬৯২	৬৯৬	৩৯৭
৪।	পাবনা	৬০৭	৬৬৪	৬৬০	৬১০	৫১৯	৩৮৬
৫।	ঝালকাঠি	৩৭১	৩২০	৩২০	২৮২	২২৪	২০৮
৬।	শেরপুর	২৯৫	২৬০	১৭৮	২০৮	২৭৯	২২০
৭।	জয়পুরহাট	৪৯৩	৩৯৭	২৯৩	৩৭৯	৪৫৯	২৫৮
৮।	কক্সবাজার	২৬৯	৪০১	১০৫২	৭৪১	৭০৬	৮৭৪
৯।	চাঁদপুর	৫০২	৪৭০	৪৪৪	৬২৪	৫০১	৩৯৬
১০।	মাদারীপুর	২৭৮	২৫৫	২৮১	৩২৫	৩৩৯	২০৭
১১।	নাটোর	৩৬০	৩৪২	২১৯	৩৮১	৪১২	৩৪২
১২।	নওগাঁ	৫২৩	৪৮১	৩৪৬	৭৫০	৮১৯	৫৬২
১৩।	নীলফামারী	৫০৭	৫০৬	৪৭২	৪৮৩	৪৫৮	৪২৬
১৪।	লক্ষীপুর	২১৫	২৬২	২৯৪	৩০২	২৫৯	৩৩৪
১৫।	মানিকগঞ্জ	৩৫৩	২৭৬	৪২০	৫৩৯	৩১৫	৩৪৮
১৬।	সিলেট	১১৮৯	১১১০	৯৯৬	২১১৪	১০১২	৮১৬
১৭।	নারায়ণগঞ্জ	৭৯৪	৮৭৩	৭৩২	৮০৬	৯৭৯	১১৮২
১৮।	সুনামগঞ্জ	৬৪৩	৩৬২	২৮৫	৬২৬	৬৫০	৪৮৯
১৯।	বান্দরবন	১০৩	৭০	১৩২	১৩০	১০৮	৮০
২০।	খাগড়াছড়ি	৭৫	১০১	১২১	২২১	১৭৬	১৭০
২১।	গোপালগঞ্জ	৪২৩	৫১৫	৩৫২	১৫৬	৫৮৬	৩৪৩
২২।	নড়াইল	৩৭১	৩৮০	৩৩৯	৩৪২	৩৩৯	২৮৮
২৩।	সিরাজগঞ্জ	৬০৫	৪৪২	৩৫৮	৬২৪	৪৬৫	৫১৯
২৪।	হবিগঞ্জ	৮২৪	৭৫৯	৫৬৮	৪১৮	৩৫২	২৬২
২৫।	বরিশাল	৩৮২	৩৭৩	৩১৭	৫৭৮	৩১৪	৪০৮
২৬।	শরীয়তপুর	৩৫১	৩১৪	২৭১	২১৩	২২৫	২১৭
২৭।	ঢাকা মহানগরী	১১২	২৪০	২১৪	১১৭৩	১২৮৩	২২২৩
২৮।	টাংগাইল	৭৬২	৫১১..	৭৪৫	৭৩৭	৫৫০	৪৪৬
২৯।	মুন্সীগঞ্জ	৩০২	২৪৫	২৪৩	৪৮০	৩৯১	৩৭৬
৩০।	কিশোরগঞ্জ	১০৯৪	১১১৯	৯১০	৭৯৫	৬৭১	৪৫৫
৩১।	মৌলভীবাজার	৬০২	৫৪১	৫৫৭	৪৮৬	৬১৪	৭৫০
৩২।	চুয়াডাংগা	৫০৮	৪০২	৪৮৯	৮৫১	৪৯৮	৫০৫
	মোট	১৫,৫৮৯	১৫,৩৬১	১৬,৭০৪	১৮,৪৪৭	১৭,০৫৪	১৫,৯৫৮

নিষ্পত্তিকৃত সি, আর মামলা

ক্রঃ নং	জেলা/বছর	১৯৮০	১৯৮১	১৯৮২	১৯৮৫	১৯৮৬	১৯৮৭
১।	ঝিনাইদহ	৯৫৩	১৪২৮	৩০০২	৪৪০৯	২৬৭৮	২৬৬৯
২।	জামালপুর	৩১৪৬	২৬৩০	৮৭৭৮	২৯৯৯	২৯০৮	২৫৯৬
৩।	ঢাকা	৭৫১	১৪০২	৭৮৬	৬৯৯	৭৭৯	৫৯৩
৪।	পাবনা	১২৩৫	১০০৮	১১৪৩	১৪৩৮	১২২০	১৩৫৫
৫।	ঝালকাঠি	১২০০	১১৬৪	১৫৭৩	৮১৩	৯৪২	৭১২
৬।	শেরপুর	৯২১	৪৭২	৩০৫	১৮২৩	১৬৪১	১৪৭৮
৭।	জয়পুরহাট	৭৩০	৬১৭	৬০৭	১২২৫	৭৫১	৮৪৯
৮।	কক্সবাজার	১১৪৬	১৫৪৬	১৪৫৯	৪২৫	৩৬২	৩৭৪
৯।	চাঁদপুর	১৫৮৪	১৪৭৩	১১৬৮	১৬৬২	১৫৫১	১১৬৪
১০।	মাদারীপুর	১২৮৭	১১৯০	১২২৭	২২১৪	১৬২৩	১৪৩৭
১১।	নাটোর	১২৮৪	১১০৭	১৪১৩	১৩০০	২০৯৪	১২৪০
১২।	নওগাঁ	৩৪১৮	৩০২৩	৪৬৬১	১৯৫২	১৩৬৯	১১৭০
১৩।	নীলফামারী	১৭৪	১০৭	১০০	৮২৮	৭২০	৪৮৭
১৪।	লক্ষ্মীপুর	১১২৩	২৩৭৮	১৪০১	১২৮২	২৮৫১	২১৯০
১৫।	মানিকগঞ্জ	৯২০	৩৫২	৪৯১	৮১৮	৫৯৪	৩৫৯
১৬।	সিলেট	৮৫১	৬৬৪	৮০১	৯৫৩	৯৮২	৭৭০
১৭।	নারায়ণগঞ্জ	৫৯৭	৭০২	৫১৯	১০০৪	১৪৪০	৯৯৪
১৮।	সুনামগঞ্জ	১০১৩	১১২৫	১২০৫	১৭৮৪	১৩০০	১১৯৯
১৯।	বান্দরবন	৯২৮	১২৫	১০	১৯১	১৫৮	১২১
২০।	খাগড়াছড়ি	২০০	২০৩	২৬০	৩০৫	২৫৯	২১১
২১।	গোপালগঞ্জ	-	-	-	১৫৩	২১০	১৩৭
২২।	নড়াইল	৯৩৮	৭৯৫	৭৯৫	১২৫২	৯১৫	১১২৪
২৩।	সিরাজগঞ্জ	১৫১১	১৭৯১	১৬২১	১৭২১	১৭২৮	১৩৬৩
২৪।	নবাবগঞ্জ	৭১২	৮২৯	৭৭০	৫৫৮	৬২০	৪০৯
২৫।	বরিশাল	১৭৯৮	১৭২৯	১৫৬৭	১৮৯৭	১২৪৩	৭৫৭
২৬।	পিরোজপুর	১৩৬০	১১০৩	৮৪৫	১২৭০	১০৮০	৬৭৩
২৭।	ঢাকা মহানগর	১৩১৫	৮০৩	১৩২৯	১১০৩	১৪১৫	৯৯৭
২৮।	টাংগাইল	৬৮৯	৬০১	৫৭৮	১৬৬৩	১৮০৮	১৩৫৫
২৯।	মুন্সীগঞ্জ	১১৪২	১১২৭	১১০৪	৮৬৬	৭৩৮	৮৮৬
৩০।	কিশোরগঞ্জ	১৯৬৭	১৮০৮	২১৮৮	৩৮৬৯	২৮২৮	২১২১
৩১।	মৌলভীবাজার	১৩৭৩	১২২১	১৩১৩	১৩৮৭	১৬৩৫	১৩৬৬
৩২।	চুয়াডাংগা	১৬৯৩	১৭২৩	১৭০১	৮৯২	৪৫৩	৫৩৭
	মোট	৩৭,১৯৭	৩৬,৩০৩	৪৬,১৫৭	৪৫,৮১৫	৪০,৫৭৭	৩৪,১৫১

নিষ্পত্তিকৃত অন্যান্য মামলা

ক্রমঃ নং	জেলা/বৎসর	১৯৮০	১৯৮১	১৯৮২	১৯৮৫	১৯৮৬	১৯৮৭
১।	ঝিনাইদহ	২৫৮	২৬৭	২৯২	৬২৬	৬৭৯	৮৪৪
২।	জামালপুর	-	-	২০	৫৮১	৩৫৯	৩৯৯
৩।	ঢাকা	-	-	-	৩১৪	৪৫৮	৩৯৫
৪।	পাবনা	৩৭৯	২৮১	৪৮৫	৫৯৯	৪৭৩	৫২০
৫।	ঝালকাঠি	২২৩	২৫৫	২৬৮	২২৭	২০৮	১৫৯
৬।	শেরপুর	-	-	-	১৩১	১৫৭	১৪৯
৭।	জয়পুরহাট	১৭৪	২২৯	৫৫৪	২৬৮	৩১৪	৪২৬
৮।	কক্সবাজার	১১৪৪	২৮০৬	১১৫৬	২৮৭০	১৯১০	২২৩৮
৯।	চাঁদপুর	১৪৩	১২৫	২১০	৫২২	৭৬৪	৭০৮
১০।	মাদারীপুর	৫২৩	৫৭৯	৫০২	৪৪৫	৪৮১	৪৬২
১১।	নাটোর	৩৮৫	৪০৭	৩৬১	৯৫৯	৮১৯	১০৯০
১২।	নওগাঁ	-	-	-	১০৮১	৬৯০	৯৩৫
১৩।	নীলফামারী	২২৭	১৬৭	৪৯	২৬২	২৭৯	৩৫৫
১৪।	লক্ষ্মীপুর	২৫৮	২৭৬	২৭৯	৬৬৭	১১৪৯	৮৯৫
১৫।	মানিকগঞ্জ	৩৮২	৪৬২	৪১৬	৭০৪	৬২৬	৫৩৬
১৬।	সিলেট	৩৮৬	৪২৭	১৩৪৩	১৪৪৮	১১২৮	১৫৮২
১৭।	নারায়ণগঞ্জ	১২০	১৩৫	১৭০	৪৮৮	৪৫৫	৯০৫
১৮।	সুনামগঞ্জ	৭৪৩	৮০৬	৭২৮	৮১৬	৮১৭	৬৭৭
১৯।	বান্দরবন	৪৩	৫৬	৫১	১২৮	১৭০	৯৫
২০।	খাগড়াছড়ি	১১	১২	৫৮	৮৫	১৪৯	১৩১
২১।	গোপালগঞ্জ	-	-	-	১৫৩	২১০	১৩৭
২২।	নড়াইল	২৯৫	১৯০	২৮৮	৩৯০	৪০২	৫৯৮
২৩।	সিরাজগঞ্জ	২০৪	৫২৭	৮৯০	৭৫৯	৬০০	৬০২
২৪।	নবাবগঞ্জ	১৩৬	১৪৫	২৪২	১২২	৭৪	৭৬
২৫।	বরিশাল	৫০৯	৫২৯	৬০৭	৫১৭	৩১২	২৮৩
২৬।	শরীয়তপুর	-	-	-	৩২৩	২৬৬	১২২
২৭।	ঢাকা মহানগরী	২৯৫৯৩	৩৩৬১৪	৪৬৩২৫	৪৭৪১৬	৪৪৩৮০	২৪১৮৪
২৮।	টাংগাইল	২৯৪	৩৩৩	৭১২	৮৮৮	৮৫৭	৭২৮
২৯।	মুন্সীগঞ্জ	৩৬৬	৩৭৫	৩৮১	৫৪৩	৪৩৯	৫৯৫
৩০।	কিশোরগঞ্জ	-	-	-	৩১৪	৩৭০	৩২০
৩১।	মৌলভীবাজার	২৬২	১৩৭	৩১৮	৪২৪	৫৫৭	৫২২
৩২।	চুয়াডাংগা	-	-	-	১৬৫	৮৪	১৭৬
	মোট	৩৩,৯৫৮	৪০,১০৭	৫৬,৬১৭	৬৫,৩০১	৬০,৮৩৬	৪১,৮৩৬